গিরিকন্দরে রহস্য

শ্রীপারাবত

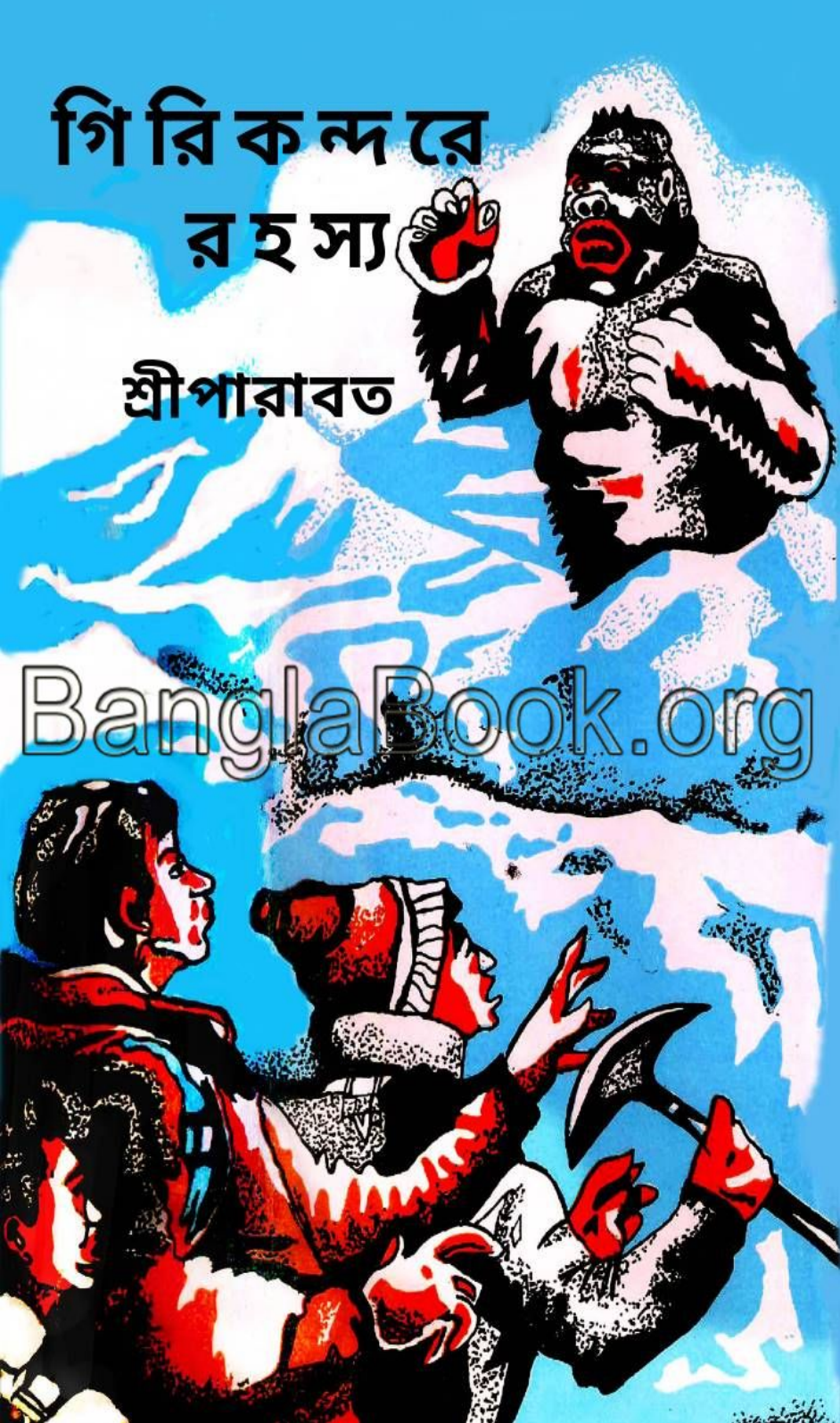

BanglaBook.org

গিরিকন্দরে রহস্য

শ্রীপারাবত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দোতলা)
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

GIRIKANDARE RAHASYA
A Juvenile Bengali Suspense Thriller
By-SriParabat
Rs. 25/-

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর ১৯৯৪
অগ্রহায়ণ : ১৪০১

প্রকাশিকা :
অর্চনা জানা
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ :
দীপাঞ্জন চাকলাদার

মুদ্রাকর :
শ্রীতারাশঙ্কর চৌধুরী
জে. ডি. প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মূল্য : ২৫ টাকা

স্নেহের

আকাই, তিতলি ও ইকোকে—

দাদাই

পার্থ পিণ্টু আর শিবুকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। সুন্দরবনের গভীরে সোনার চোরা চালানকারী দলের কুখ্যাত পাণ্ডাকে শুধু বুদ্ধির জোরে হেলিকপ্টার সমেত কাবু করে ফেলেছিল একবার। তারপর রাত-মোহনার কীর্তিকলাপ।

ওরাই একদিন খিদিরপুরের রামকমল স্ট্রীটের লাল মন্দিরের রকে বসে উদাসভাবে চিক্‌লেট চিবোচ্ছিল। ছুটির দিন। অথচ কোন কাজ বা অকাজ কিছুই খুঁজে পায়নি। রাস্তার দিকে বোকার মতো চেয়ে চেয়ে অবিশ্রান্ত মানুষের যাতায়াত দেখতে কাঁহাতক আর ভাল লাগে?

হঠাৎ শিবু থু থু করে বহুক্ষণের চিবানো চিক্‌লেটটা ফেলে দিল পথের ওপর।

পিণ্টু প্রশ্ন করে, কি হলো রে? আরশুলার ঠ্যাং?

—তার মানে?

—সেদিন আমলকির আচার খেতে খেতে টিক্‌টিকির স্কেলিটন্‌ চুষে ফেলেছিলাম। তাই ভাবলাম চিক্‌লেটের ভেতরে বুঝি আরশুলার ঠ্যাং।

শিবু বিরক্ত হয়ে বলে—ঠ্যাং ফ্যাং বুঝি না। কিছু ভাল লাগছে না। চিক্‌লেট চিবিয়ে চিবিয়ে যেমন পান্‌সে হয়ে যায় তেমনি লাগছে সব কিছু।

পার্থ হেসে ওঠে।

—হাসলি যে? শিবু প্রশ্ন করে।

—আমি জানি, কেন পান্‌সে লাগছে তোর।

—পিণ্টু আগ্রহ প্রকাশ করে—কেন রে?

—সত্য স্যার দুদিন হয়ে গেল ওর জুলপি টানেন নি।

শিবু গম্ভীর হয়ে যায়। পার্থের সব কথার জবাব পটাপট ও দেয় না। কারণ পার্থ বেশীর ভাগ সময়ে সত্যি কথা বলে।

পিণ্টু বলে, সত্য স্যার কালই আমার জুলপি টেনে ছিলেন। তবু আমারও তো ভাল লাগছে না।

শিবু ফট্‌ করে বলে—সুগার কেন খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

BanglaBook.org

পিণ্টু চোখ বড় বড় করে বলে—সুগার কে-ই-ন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। অবাক হলি নাকি ? এবার ইংরিজিতে ঊনচল্লিশ পেয়েছি। ছত্রিশে পাশ।

—জানি। আমি বাহান্ন পেয়েছি। কিন্তু 'আখ' বলতে অসুবিধা হয় না কি ?

—তোর না হলেও অনেকের হয়। সবাই 'আখ' বলতে পারে না। ভোঁদা বলে 'কুসুর'।

পার্থ মাথা নেড়ে মুখখানাকে বিষণ্ণ করে মন্তব্য করে—আর একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে শিগ্‌গির।

পিণ্টু বলে—কেন ? বিপদ কিসের ?

—শিবুর আখ খাওয়ার সাধ হয়েছে বলে। মনে নেই, সেবার চিনির লোভে কি হয়েছিল ? আখের রস থেকেই তো চিনি হয়।

শিবু পার্থের কথা শুনে কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বসে থাকে। তারপর তড়াক করে রক থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর ধুমাস করে কিল মেরে বসে ওঠে—আই ডোণ্ট্ কেয়ার। ডেন্‌জার, মাই বডি অরনামেণ্ট। মাই—মাই ফুট সারভেণ্ট।

পিণ্টু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে পার্থের দিকে তাকিয়ে বলে—ঠিক বলেছে নাকি রে ?

পার্থ মাথা নাড়িয়ে বলে—সেই একই দোষ মনে হচ্ছে। সব জায়গায় বোধহয় ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেনি। কবিতা কবিতা লাগল তাই।

পিণ্টু বলে—তা হোক। কিন্তু মানেটা কি দাঁড়ালো ?

—বলতে পারি না। ও তো ওয়ার্ড বুক থেকে টুকে টুকে ইংরিজি লিখে রাখে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি ওর বাড়ী গিয়ে।

শিবু তেজের সঙ্গে বলে—মানুষ হতে হলে কত কিছু করতে হয়। ও সব হলো গোপন সাধনা। ইংরিজিতে বাহান্ন পেলেই হয় না।

এবারে পিণ্টু অনুনয়ের স্বরে বলে—মানেটা বলে দে ভাই। এ সব আমরা বুঝব না। জাহাজের সাহেবের কাছে হাতেখড়ি তোর। তাই সাহেবী ইংরিজি।

BanglaBook.org

শিবু তৃপ্তির হাসি হেসে বলে—ডেন্‌জার মানে বিপদ। বডি মানে তো জানিস। অরনামেণ্ট হলো অলঙ্কার। বিপদ আমার অঙ্গের ভূষণ, বুঝলি ? আর ফুট সারভেণ্ট মানে পায়ের ভৃত্য।

—কার অঙ্গের ভূষণ রে শিবু ?

ওরা তিনজনে একসঙ্গে আঁততে ওঠে। কেউ লক্ষ্য করেনি, সত্য স্যার ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অরফ্যানগঞ্জ মার্কেট থেকে বাজার করে ফিরছিলেন। হাতে থলি।

শিবু আমতা আমতা করে বলে—না স্যার, এরা বড় উস্‌কে দেয়।

—তাই বুঝি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিস ?

—উজ্জ্বল ? কেন স্যার ?

—সলতে উস্‌কে দিলে আলো উজ্জ্বল হয় না ?

শিবু আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে—ঠিক বলেছেন স্যার। আপনার সেই 'লাইট ও মোর লাইট।' চিরকাল মনের মধ্যে গেঁথে থাকবে স্যার। ভীষ্মের শরশয্যার মতো।

ততক্ষণে সত্য স্যারের ডান হাত শিবুর জুলপি টেনে ধরেছে। পিণ্টু আর পার্থ নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়িয়েছে।

শিবু উঃ করে উঠতেই সত্য স্যার ছেড়ে দেন। পর মুহূর্তেই শিবু উল্লাসে হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—ইউরেকা, ইউরেকা।

সত্য স্যার পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যান শিবুর কাণ্ড দেখে।

শিবু একটু দূরে সরে গিয়ে বলে—আমি স্যার এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি জোলো জোলো লাগছিল কেন সব কিছু। আপনার হাত স্যার যাদু জানে। পৃথিবী আবার রূপময়। আমার ব্রেন স্যার ক্লিয়ার।

সত্য স্যার হাত বাড়িয়ে বলেন—এগিয়ে আয় এদিকে। আর একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি।

—ওরে বাবা। না স্যার, আর বলব না। আমি একটু বেশী বলে ফেলেছি।

—কাছে আয়। জুলপি টানব না।

ওরা তিনজনে ভালবাবে জানে, সত্য স্যারের কথার দাম কোটি টাকা। তিনি ছল চাতুরীকে ঘৃণা করেন। শিবু নিশ্চিন্তে তাঁর পাশে যায়।

BanglaBook.org

—এবার বল, চেঁচিয়ে উঠলি কেন।

—খুব খারাপ লাগছিল দিনটা। পিণ্টুরও। কেন খারাপ লাগছিল বুঝতে পারছিলাম না। এবারে বুঝেছি।

—কি বুঝলি ?

পার্থ হেসে ওঠে।

শিবু রেগে গিয়ে বলে—তুই হাসছিস কেন ? বুঝতে পেরেছিস ?

হ্যাঁ।

—তবে তুই-ই বল্। আমি বলব না।

পার্থ প্রশ্ন করে—আপনি স্যার কেদারনাথ যাবেন ?

—তোরা কি করে জানলি ?

—শুনেছি স্যার।

—ইচ্ছে আছে। হেডমাষ্টার মশায় ছুটি দেবেন বলেছেন।

—শিবু আর পিণ্টুর তাই মন খারাপ।

শিবু বলে ওঠে—আশ্চর্য ! ঠিক ধরেছিস তো ?

সত্য স্যার বলেন—এতে মন খারাপের কি হলো ?

শিবু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—কতদিন আপনাকে দেখব না স্যার। মন খারাপ হবে না ?

পিণ্টু ফোড়ন কাটে—না স্যার। শিবু সবটা সত্যি কথা বলছে না। আমরা আপনার সঙ্গে যাব।

—তোরা ? পাগল নাকি ?

—না স্যার, আমরা যাবই।

শিবু বলে—আপনি স্যার যতবার খুশি জুলাপি টানবেন। হাওড়ায় ট্রেনে ওঠার আগে, ট্রেনের ভেতরে, পাহাড়ে উঠতে উঠতে —যতবার খুশি টানবেন স্যার। উঠতে টানবেন স্যার, বসতে টানবেন। শুতেও টানবেন স্যার, আমাদের নিয়ে চলুন।

সত্য স্যারের হাসি পায় খুব। তবু হাসেন না। তিনি বলেন—টাকা ? এত টাকা পাবি কোথায় ? যেতে আসতে যে অনেক খরচা।

ওদের মুখ ম্লান হয়ে যায়।

সত্য স্যার তিনটি বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলেন—একটু চেষ্টা করলে টাকার যোগাড় হয়েও যেতে পারে। আচ্ছা দেখি। আগে

BanglaBook.org

তোদের বাড়ীতে যেতে হবে।

পার্থ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু শিবুর দেখাদেখি পিণ্টুও চট্ করে সত্য স্যারের পায়ের ধুলো মাথায় ছোঁয়ায়। তারপর দুজনে পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে।

—এই, ওঠ হতভাগারা।

ওরা তড়াক করে উড়ে দাঁড়ায়।

সত্য স্যার কড়া গলায় বলেন—একটা শর্ত রয়েছে। মানলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব।

শিবু বলে—বলুন স্যার।

—বিশ-পঁচিশ দিনের পড়াশোনা পুষিয়ে দিতে হবে দিন রাত খেটে। ফাঁকি দিলে চলবে না।

—হ্যাঁ স্যার, এবারে ইংরিজিতে চল্লিশের ওপর নম্বর তুলবই। শিবু বলে।

সত্য স্যার ধমকে ওঠেন। ওদের কাণ্ড দেখে কিছু লোক জমে গিয়েছিল। আর একটা প্রাইভেট গাড়ী পথ না পেয়ে প্যাঁ-প্যাঁ করে হর্ণ বাজিয়ে চলেছিল।

সত্য স্যারের অনুরোধে শিবুর বাবা টাকা দিলেন। পিণ্টুর বাবা প্রথমে একটু দ্বিধা বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত টাকা দিলেন।

অসুবিধা হলো পার্থের বেলায়। সত্য স্যার গেলেন পার্থের কাকার কাছে। তিনি জানেন, পার্থের বাবা বেঁচে নেই। কাকার অবস্থাও ভাল নয়। তবু যেতে হলো।

পার্থের কাকার মুখখানা করুণ দেখায়। তিনি মনেপ্রাণে চান পার্থও ঘুরে আসুক। অথচ টাকা দেবার সামর্থ নেই।

সত্য স্যার তাড়াতাড়ি বলেন—ঠিক আছে। একজনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি ভাববেন না। পার্থকে আমার সঙ্গে যেতে অনুমতি দিচ্ছেন তো?

—আপনার সঙ্গে যেতে কেউ-ই মানা করবে না সত্য বাবু। কিন্তু ওর খরচা কে দেবে?

—হয়ে যাবে একরকম করে।

সেই সময় পার্থের বিধবা মা সামনে এসে বলেন—ঠাকুর পো,

BanglaBook.org

আমার কয়েকখানা গয়না তো রয়েছে। একটা বেচে দাও।

—তুমি বলছ কি বউদি? না খেয়ে মরে গেলেও ও জিনিস বিক্রি করব না।

—তুমি চিরকালের পাগল। আমার তো আর মেয়ে নেই যে বিয়ে দিতে দরকার হবে। ওসব সংসারের জন্যেই।

—না না। তুমি চুপ কর তো। আচ্ছা সত্যবাবু, পার্থ ঘুরে আসার পর টাকাটা দিয়ে দিলে হয় না? আমি যোগাড় করে রাখব।

—খুব হবে। আমি চলি।

সত্য স্যার তাড়াতাড়ি বিদায় নেন।

পার্থ তাদের বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিল। সত্য স্যার বেরিয়ে এলে সে জিজ্ঞাসা করল—কাকা টাকা দিতে পারবেন স্যার?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তোর অত ভাবনা কিসের?

পার্থ কেমন যেন অবাক হয়। তারপর সে ধীরে ধীরে বলে—কাকা কোথা থেকে দেবেন!

—চুপ কর। তাড়াতাড়ি চলতো এখন। টুকিটাকি অনেক কিছু কিনতে হবে। শিবুরা কোথায়?

—বড় বাজারে গিয়েছে।

—একা?

—না। অসীমদাকে সঙ্গে নিয়ে।

—অসীম দা?

—হ্যাঁ, ঐ গঙ্গাধর ব্যানার্জি লেনের।

—ও, অসীম সোম।

—হ্যাঁ স্যার।

—হঠাৎ বড় বাজারে কেন?

—ওখানে নাকি নাইলনের শক্ত দড়ি পাওয়া যায়।

—দড়ি কি হবে?

—পাহাড়ে উঠতে লাগবে যে স্যার।

সত্য স্যার হেসে ফেলেন। বলেন—সুন্দরবন ঘুরে এসে তোরা লায়েক হয়ে উঠেছিস দেখছি। এভারেষ্ট অভিযানে চলেছিস নাকি? কেদারনাথে ওঠার রাস্তা আজ কাল খুব সুন্দর। যখন খারাপ ছিল তখনও দড়ি লাগত না। তাছাড়া বরফ পড়তে শুরু করার আগেই

BanglaBook.org

মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এ নিশ্চয়ই তোর প্ল্যান।

—দড়ি কেনাটা আমার প্ল্যান নয় স্যার। দড়ি কিনতে হলে, দড়ির ব্যবহার জানা চাই, দার্জিলিং-এ গিয়ে ট্রেনিং নিতে হবে তাহলে।

—ঠিক বলেছিস।

পার্থ তখন তার আসল প্ল্যানের কথা বলে। ওরা তিনজনে ঠিক করেছে কেদারনাথ পেঁাছেই ওরা ফিরে আসবে না। গঙ্গোত্রী কিংবা আসে-পাশে যেখানে বরফ পড়ে সেখানে যাবে। বরফের ওপর দিয়ে একটু হাঁটবে। পিণ্টুর এ ব্যাপারে উৎসাহ খুব বেশী। সে ঠিক করেছে বরফ বেয়ে কিছুটা ওপরে উঠবে।

সত্য স্যার সব শুনে একটু চুপ করে থেকে বলেন—তোর প্ল্যানটা শুনতে ভালই। কিন্তু বরফের ওপর দিয়ে চলতে গেলে বিশেষ ধরণের জুতো আর লাঠির দরকার হয়, সে খেয়াল আছে তো?

পার্থ তখন উৎসাহের সঙ্গে বলে, পিণ্টু সব কিছুর ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তার মামাতো ভাই একস্‌প্লোরার ক্লাবের মেম্বার। তিনি বলেছেন কিছু পুরোনো জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে। প্রেসিডেণ্টকে বলে, তার থেকে বেছে দিতে পারবেন কিছু। আশা দিয়েছেন খুব।

—তোদের দেবেন কেন? ওসব জিনিসের তো অনেক দাম। পুরোনো হলে কি হয়। তাছাড়া তোদের পা ছোট।

—মেয়েদের জন্যে কেনা জুতোগুলো আমাদের পায়ে হবে। খুব হালকা আর হাঙরের দাঁতের মতো কাঁটা লাগানো।

সত্য স্যারের তবু বিশ্বাস হয় না। তিনি প্রশ্ন করেন—তোদের দেবেন বলেছেন তো?

—হ্যাঁ স্যার। পিণ্টুর মামাতো ভাই বলেছেন, আমাদের নাম করলে রাজী হয়ে যাবে ক্লাব।

—তোদের নাম করলে? কেন?

পার্থ সঙ্কোচে মুখ নীচু করে।

সত্য স্যার হঠাৎ বলে ওঠেন—ও বুঝেছি। খবরের কাগজে সেবারে তোদের ছবি ছাপা হয়েছিল বলে। খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিস সুন্দরবনে গিয়ে। এই তো?

পার্থ মাথা তুলতে পারে না।

BanglaBook.org

ওর দিকে চেয়ে সত্য স্যারের গর্বে আর আনন্দে বুক ভরে ওঠে। সাধারণ বাঙালী ছেলেরা সামান্য কিছু করে ভাবে, দারুণ করেছি। অথচ এই পার্থরা সেবারে কী দুঃসাহসিক কাজই না করল, কিন্তু এতটুকুও গর্ব নেই। সেই প্রসঙ্গ তুলতে লজ্জা পায়। সত্য স্যার এদের কাউকে এখনও বলেন নি যে তলে তলে এদের তিনি রাষ্ট্রপতির পদক পাইয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা এরা পাবেই। তবে বাধা রয়েছে কিছু কিছু।

এদের মধ্যে আবিষ্কারের একটা নেশা রয়েছে। কারণ কেদারনাথে যাবার কথা হতেই বরফের ওপর দিয়ে হাঁটার কল্পনা সাধারণ ছেলেদের মাথায় আসে না।

—কিরে ঘাড় গুঁজে রয়েছিস কেন? তোদের দাড়ি কি একসপ্লোরার ক্লাবে জুটলো না?

—না স্যার। আপাতত নেই বলেছেন।

এরপর আমরা সত্য স্যার আর ওদের তিনজনকে চলন্ত ট্রেনের ভেতরে বসে থাকতে দেখি। ওরা এখন চলেছে জিম করবেটের শিকারী-রাজ্যের মধ্য দিয়ে। নৈনিতাল পার হয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ আর কুমায়ুনের মানুষ খেকোর কথা পার্থরা খুব ভাল ভাবেই জানে। ওদের চোখে বিস্ময়। সুন্দরবনের সেই নবাবদের কথা ওদের মনে পড়ে। নবাব তো নয়—বাদশা। মনে পড়ে। মধু সংগ্রহকারীদের ওপর বাঘের তড়িৎ আক্রমণ। কিন্তু সেই বাঘ আর এই বাঘ এক নয়। এরা অত শক্তিশালী নয়। মানুষ এরা খেতে আরম্ভ করে নাচার হয়ে। বুড়ো বয়সে দাঁতের জোর কমে যায়, মাফাতে পারে না ঠিক মতো। তাই বনের পশু ধরতে পারে না খিদে পেলেই। অথচ পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। এই জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে কোন একদিন সামনে মানুষ দেখে আক্রমণ করে। এই মানুষকে চিরকাল ভয় করে এড়িয়ে চললেও মরিয়া হয়ে আক্রমণ করে বসে। তারপরেই অবাক হয়ে যায়। এত সহজে মানষুকে ধরা যায়? তারপর হাড় মাংস চিবিয়ে আরও তাজ্জব বনে যায়। ঠিক যেন চিকেন খাচ্ছে। তবুও ওদের ভয় যায় না। জানে, মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান জীব। ক্ষমা করবে না। প্রতিহিংসা নেবার অনেক কলাকৌশল মানুষের জানা আছে। তাই নিজেদের

BanglaBook.org

বুদ্ধিতে শান দিতে দিতে এরা ভীষণ চালাক আর সাহসী হয়ে ওঠে। তবু সুন্দরবনের বাঘের মতো এদের কোন আভিজাত্য নেই।

শিবু, পার্থ আর পিণ্টু তন্ময় হয়ে বসেছিল ট্রেনের মধ্যে।

সত্য স্যার প্রশ্ন করেন—তোরা একগাদা জিনিস এনেছিস সঙ্গে। বয়ে নিয়ে যেতে পারবি তো?

শিবু বলে—খুব পারব স্যার।

—পারলেই ভাল! শুধু একটা ভুল করে ফেললি তোরা।

ওরা জানে কি ভুল করে ফেলেছে। সেজন্যে আফসোসের সীমা নেই। সত্য স্যারের জন্যে ওরা বরফের জুতো আর লাঠি আনেনি। ওরা ধারণা করতে পারেন নি তিনিও ওদের সঙ্গে যেতে চাইবেন। তাই মাথায় আসেনি। ওরা জানে, বয়সে যাঁরা বড় এ ব্যাপারে তাঁদের কোন আগ্রহ থাকে না। তাঁরা সব সময় বাধার সৃষ্টি করেন। ওদের বোঝা উচিত ছিল সত্য স্যার তেমন মানুষ নন। আর সেইজন্যেই তিনি ওদের এত প্রিয়।

—তোরা বেশীদূরে গেলে আমি তোদের সঙ্গে যেতে পারব না। তোরা যখন চলে যাবি, আমি একা একা বসে কি করব তাই ভাবছি।

পার্থ বলে, শিবু কয়েকখানা ইংরিজি বই এনেছে স্যার। আপনি সেগুলো পড়তে পারবেন।

—শিবু ইংরিজি বই এনেছে? কার জন্যে?

শিবু গম্ভীর হয়ে বলে—আমি ইংরিজি ছাড়া কিছুই পড়ি না স্যার। ভাষাটা শিখতেই হবে। আপনিই তো বলেছেন পৃথিবীর সমৃদ্ধতম ভাষার মধ্যে এটি একটি।

সত্য স্যারের মজা লাগে। বলেন, শেষে কিনা মাতৃভাষা ভুলে যাবি!

—কেন স্যার। মাইকেল ভুলেছিলেন? তিনি কতদিন খিদিরপুরে ছিলেন। আমিও খিদিরপুরের ছেলে। বিদেশী ভাষা শিখতে হলে ইংরিজি শেখাই সবচেয়ে ভাল—এ তো আপনারই কথা স্যার।

—থাম্ হয়েছে। কি বই এনেছিস? টিন্‌টিন্?

—না স্যার। এলিস ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড, জাঁ ভলজাঁ, রবিনসন্ ক্রুশো, থ্রি মাস্‌কেটিয়ারস্।

—বাঃ। বেশ বাছাই করা বই এনেছিস দেখছি। বুঝতে পারিস

BanglaBook.org

তো ?

—সেইটাই হয়েছে মুশকিল স্যার। বিশেষ বুঝতে পারি না। উচ্চারণই করতে পারি না অনেক শব্দ।

পিণ্টু হাসিতে ফেটে পড়ে। তাই দেখে পার্থও জোরে হেসে ওঠে। সত্য স্যারও হাসতে গিয়ে শিবুর মুখের পানে চেয়ে জানালার দিকে মাথা ঘুরিয়ে নেন।

শিবুর মুখখানা থমথমে হয়ে ওঠে। তার মুখ দিয়ে একটা ইংরিজি শব্দ বার হচ্ছিল। কিন্তু সত্য স্যার সশরীরে হাজির থাকায় ঢোক গিলে ফেলে। হাওড়া থেকে ট্রেনে চাপা অবধি এই একটা অসুবিধাই বারবার অনুভব করছে সে। সব সময়ে ইংরিজি বলতে পারছে না। মাঝে মাঝে পার্থদের একজনকে হাত ধরে টেনে ট্রেনের কামরার অন্যপাশে নিয়ে গিয়ে প্রাণখুলে ইংরিজি বুলি আউড়ে পেট খালি করতে হচ্ছে।

এবারে সে পিণ্টুর হাত ধরে টানে।

পিণ্টু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে – অমন করছিস কেন ?

– একটু এদিকে আয়।

পিণ্টু বিরক্তির সঙ্গে বলে -না। এখন আমি ইংরিজি শুনতে পারব না।

সত্য স্যার মুখ ফিরিয়ে বলেন – কি বললি রে পিণ্টু ?

শিবু আর থাকতে পারে না। রেগে গিয়ে বলে ওঠে - নন্-সেন্স্ ! দে কাওয়ার্ড স্যার। দে রাইট ইংলিশ ইন একজামিনেশন ওন্লি। দে ক্যানট্ স্পীক।

সত্য স্যার মুখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন – বাঃ। খাসা বলেছিস তো ? চালিয়ে যা।

শিবুর মন উৎসাহে ভরপুর হয়ে ওঠে। সে গর্বিত ভঙ্গীতে বন্ধুদের দিকে চাইতে থাকে।

হু হু শব্দে ট্রেন চলে। বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরেই ওদের মুগ্ধ করে রেখেছে। সমতল ভূমির মানুষ ওরা। এসব দৃশ্য কখনও দেখেনি। সব কিছু নূতন লাগছে। গল্পের মতো মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

সত্য স্যার বলেন – কেদারবদ্রী সম্বন্ধে এক অদ্ভুত গল্প শুনেছিলাম একবার।

শিবু বলে ওঠে – গল্পটা বলুন না স্যার!

– গল্পই হয়ত। তবে শুনতে ভাল লাগবে তোদেরও।

– সত্য স্যার বলেন, একবার এক তীর্থযাত্রী কেদারনাথ কিংবা বদ্রীনাথের মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি অনেক দেরীতে গিয়ে পেঁাছোলেন। তখন বরফ পড়তে দেরী নেই। শেষ যাত্রীদল ফিরে আসছে ওপর থেকে। পথের মধ্যে তাদের সঙ্গে দেখা। তারা এই তীর্থযাত্রীকে বারবার ফিরে যেতে বলল। কিন্তু তিনি বিগ্রহ দর্শনে কৃতসঙ্কল্প। এতদূর এসে কিছুতেই ফিরে যাবেন না দর্শন না করে।

যত ওপরে উঠতে থাকেন, ঠাণ্ডা ততই বাড়তে থাকে। অবশেষে মন্দিরের কাছাকাছি এলেন। দূর থেকে দেখলেন, মন্দিরের পূজারী তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করে পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি নিয়ে ফিরে আসছেন। তীর্থযাত্রীকে দেখে তিনি চমকে ওঠেন। সেই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে ফিরে যেতে বলেন। তীর্থযাত্রী কিন্তু সঙ্কল্পে অটল। পূজারী আরও কয়েকবার অনুরোধ করে শেষে হতাশ হয়ে নীচের দিকে ছুটতে থাকেন। নিজের প্রাণটা তো বাঁচাতে হবে। যে কোন মুহূর্তে তুষারপাত শুরু হয়ে যেতে পারে।

তীর্থযাত্রীর হাত-পা অবশ হয়ে আসে। আর একটু উঠলে মন্দির। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবু উঠতে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মনের জোরে মন্দিরের দরজার কাছে এসে ধপ্ করে বসে পড়েন। দরজা বন্ধ। তিনি হতাশ হয়ে দরজায় হাত রেখে প্রণাম করতে যান। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়। তীর্থযাত্রী মনে মনে হাসেন। তাড়াতাড়িতে পূজারী দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছে। ফল ভালই হলো। ঠাকুর দর্শনও হলো, ভেতরে আশ্রয়ও পাওয়া গেল।

সেই সময় কে যেন একখণ্ড মহাভারত তাঁর হাতে তুলে দিয়ে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলেন – এটি পাঠ কর।

তীর্থযাত্রীর মস্তিষ্ক বোধহয় অবশ হয়ে গিয়েছিল তখন। নইলে মানুষের উপস্থিতি তাঁকে বিস্মিত করত। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক ভাবেই পুস্তকটি গ্রহণ করলেন। ভাবলেন, হয়ত অন্য পূজারী আছেন বলেই দরজা বন্ধ করা হয়নি।

BanglaBook.org

তীর্থযাত্রী মহাভারত পাঠ শুরু করলেন। পড়তে পড়তে মন এতই নিবিষ্ট হয়ে গেল যে অন্য কোনদিকে তাঁর খেয়াল রইল না।

তারপর সেই বৃহৎ পুঁথিখানি এক সময়ে পড়ে ফেললেন সবটা। ফেরৎ দিতে গিয়ে দেখেন কেউ নেই কোথাও। ভাবলেন শেষ পূজারীও বোধহয় চলে গিয়েছেন। তিনি পাঠ করছিলেন বলে সামনে দিয়ে গেলেও খেয়াল করতে পারেন নি।

মহাভারতখানি বিগ্রহের সামনে রাখেন। ভক্তি ভরে প্রণাম করেন। বাইরের দিকে চেয়ে দেখেন কোথাও তুষারপাতের চিহ্ন মাত্র নেই। আপন মনে হাসেন। বড় তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছে সবাই। পূজারীর কথা শুনলে বিগ্রহ দর্শনের সৌভাগ্য অনর্থক হারাতে হতো।

তিনি একাকী আবার নামতে শুরু করেন। অনেকটা পথ নামার পর সেই পূজারীকে দেখতে পান। পূজারী উঠে আসছেন মন্দিরের দিকে।

তাঁকে দেখে পূজারী ভূত দেখার মতো চমকে ওঠেন। তীর্থযাত্রী হেসে বলেন আবার উঠছেন কেন? ফেলে এসেছেন কিছু? মহাভারতখানা বোধ হয়?

মহাভারত?

—হ্যাঁ। সেটাই তো আমি পড়ছিলাম। বড় ভাল লাগল। কিন্তু এতদূর এসে আবার ওখানে ফিরে গেলে যদি বরফ পড়ে?

—আপনি বলছেন কি মশায়। বরফ তো গলে গিয়েছে। তাই আবার ফিরে যাচ্ছি।

—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বরফ গলে গেল?

—আপনার মাথা খারাপ আছে। আট নয় মাস হয়ে গেল। আপনি কোথায় ছিলেন?

এবারে তীর্থযাত্রীর অবাক হবার পালা। কিন্তু অবাক না হয়ে তিনি ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে কৃপা করেছেন।

সত্য স্যার গল্পটা শেষ করে বলেন—কেমন লাগল?

শিবু বলে—উঃ, দুর্দান্ত। ভাবাই যায় না।

পিণ্টু বলে—অসাধারণ।

BanglaBook.org

সত্য স্যার বলেন—পার্থ ?

—ভালই লাগে স্যার শুনতে।

– তার মানে, সত্যি হতে পারে না ?

জানি না স্যার। অস্বাভাবিক কি না।

সত্য স্যার মিটি মিটি হাসেন। ভাবেন, পার্থ ছেলেটা ভাববেগে গলে না।

কাতারে কাতারে তীর্থযাত্রীরা চলেছে বিগ্রহ দর্শনে। সবার সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দিতে একটা শিহরণ জাগে পার্থদের মনে। নদী যেন বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। সবার উদ্দেশ্য এক। শুধু পার্থদের উদ্দেশ্য এক হলেও, অন্য ইচ্ছাও রয়েছে।

পিণ্টুর মামাতো ভাই ওদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তবে সাবধান করে দিয়েছেন, বেশী উঁচুতে যেন না ওঠে। আর সঙ্গে বয়স্ক একজনকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

বয়স্ক বলতে সত্য স্যার। কিন্তু তাঁর বরফের জুতো নেই। ঠিক হয়েছে, পার্থদের তিনি একদিন মাত্র সময় দেবেন। এই একদিনের ভেতরে যেটুকু সখ মেটাবার তারা মিটিয়ে নেবে। আর সেই একদিন তিনি নীচের কোন চটিতে অপেক্ষা করবেন। বিশেষ করে যে চটিতে ঘি মাখানো গরম গরম রুটি মিলবে সেখানেই তিনি থাকবেন।

কিন্তু মন্দিরের কাছে পেঁাছোবার আগেই ওদের মন খারাপ হয়ে যায়। সত্য স্যারের গা ম্যাজ ম্যাজ করতে শুরু হলো। তিনি মুখে কিছু না বললেও, তাঁর শুকনো মুখ দেখে আর চলার ধরণ দেখে ওরা সহজেই বুঝল সত্য স্যার সুস্থ নন।

বিগ্রহের কাছে পুজো দিয়ে প্রণাম সেরে তিনি বললেন, তাঁর বেশ ভাল রকম টেম্পারেচার উঠেছে।

পার্থদের মুখ শুকিয়ে গেল। এতদিনের এত আয়োজন, এত কল্পনা সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। অসুস্থ স্যারকে একা ফেলে রেখে কোথাও যাবার কথা তারা ভাবতেই পারে না।

সত্য স্যার বলেন মন খারাপ করিস না। তোরা আমাকে ওই চটিতে নিয়ে চল্ আগে। তারপর দেখি কি করতে পারি।

ওরা ভগ্ন হৃদয়ে সত্য স্যারকে নিয়ে নেমে আসে। নামার সময়

BanglaBook.org

কাছের এবং দূরের বরফে ঢাকা সারি সারি পাহাড়ের চূড়া দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সত্য স্যার একটু হেসে বলেন – ভীষণ মন খারাপ দেখছি।

পার্থ বলে—হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আপনার চেয়ে পাহাড়ের চূড়া আমাদের কাছে প্রিয় নয়।

— কথা বলতে শিখেছিস দেখছি।

সত্য স্যারের গা পুড়ে যাচ্ছিল। তিনি কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন। কোন রকমে গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে তিনি প্রথম চটিতে এসে পেঁছোলেন। তারপর একটা দড়ির খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়লেন।

শিবু তাঁর মাথায় হাত রেখে বলে—জল পিপাসা পেয়েছে স্যার? এনে দেব।

— হ্যাঁ। লক্ষ্মী ছেলে তুই, ঠিক বুঝতে পেরেছিস।

পার্থ বলে —আপনি ভীষণ কাঁপছেন স্যার। আর দুটো কম্বল দেব গায়ের ওপর ?

— দে। এবারে ছেলেদের নিয়ে গাঁয়ে গিয়ে ক্যাম্প করেছিলাম। মনে হয়, ম্যালেরিয়া ধরেছে। গাঁ থেকে ফিরেই একবার হয়েছিল। আজকাল দেশে আবার ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়েছে।

সত্য স্যারের কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তবু তিনি পিন্টুকে বলেন—চটির মালিককে ডেকে নিয়ে আয় তো।

চটির মালিক এলে তিনি বলেন—ওদের বরফের ওপর হাঁটার খুব সখ। ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ?

মালিক কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে - সে তো অনেক দূর। তা ছাড়া এরা ছোট। পারবে না।

সত্য স্যার বিরক্ত হয়ে বলেন –এরা সব পারে। সঙ্গে সাজ-সরঞ্জামও আছে। শুধু পথ দেখাবার একজন সঙ্গী চাই।

মালিক বলে—বেশ। লোক আমি দেব। কিন্তু সে টাকা চাইবে।

— কত টাকা ?

—কাছাকাছি হলে পাঁচশো টাকা।

পার্থরা পরস্পরের মুখের দিকে চায়। তাদের ধারণা হয় এত টাকা সত্য স্যার দেবেন না।

BanglaBook.org

কিন্তু সত্য স্যার কাঁপা গলায় বলেন—তাই দেব। কত সময় লাগবে বলে আপনার ধারণা।

মালিক বলে—গিয়ে আবার ফিরে আসতে চারদিনের বেশী লাগবে।

ঠিক আছে। আপনি লোক ঠিক করুন।

—কবে চাই ?

—কাল সকালে।

পিণ্টু বলে—সে কি স্যার ? না না, আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে আমরা যাব না। পার্থ, তুই যাবি ?

—না।

সত্য স্যার বলেন—শোন্। আমার এই জ্বর কালই হয়ত কমে যাবে। ম্যালেরিয়া এমন হয়। আমার কাছে ম্যালেরিয়ার ওষুধ না থাকলেও জ্বরের ওষুধ আছে। তোদের ভাবতে হবে না।

শিবু বলে—না স্যার। আপনি আগে একেবারে ভাল হয়ে হয়ে উঠুন। তারপরে যাব।

জ্বরের ঘোরে সত্য স্যার সহজে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন—আমি তোদের শিক্ষক, তাছাড়া এখন তোদের দলপতি। এটা আমার হুকুম।

ওরা স্তব্ধ হয়ে যায়। সত্য স্যারের হুকুমকে অমান্য করার কথা ওরা ভাবতেই পারে না।

পরদিন ওরা রওনা হয়ে যায়।

সত্য স্যারকে একদিনের জ্বরে যথেষ্ট কাবু করে ফেলেছে। তবে শরীরের উত্তাপ নেই বললেই চলে। রাতে ওরা পালা করে জেগে থাকতে গিয়ে প্রচণ্ড ধমক খেয়েছে।

সত্য স্যারকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে রেখে রওনা হতে ওদের পা সরছিল না। কিন্তু কিছুদূর চলার পরই সামনে পাহাড়ের হাতছানিতে সব ভুলে যায়। জগত সংসারের কোন কথাই মনে থাকে না।

ওরা ওদের পথ-প্রদর্শককে প্রথমে একটি দুটি প্রশ্ন করতে শুরু করে। তারপর প্রশ্নের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শেষে অটোমেটিক

BanglaBook.org

রাইফেলের মতো অবিরত প্রশ্ন করতে থাকে। লোকটি অতিষ্ঠ হয়ে বলে—এভাবে প্রশ্ন করলে আমি ফিরে যাব।

পার্থ বলে—ঠিক আছে। আমাদের একজন শুধু জিজ্ঞাসা করবে। আপনি রাজী ?

লোকটা মনে মনে হেসে বলে—চেষ্টা করে দেখতে পারি।

পার্থ বলে আচ্ছা, আমাদের বরফের দেশে পৌঁছোতে কতদিন সময় লাগবে ?

—বরফের দেশ ? সে তো মেরু অঞ্চলে ?

—আপনি সে খবরও রাখেন ?

লোকটি সাংঘাতিক রেগে ওঠে। চিৎকার করে বলে—তোমরা ভেবেছ কি আমাকে ? একজন গো-মুখ্যু ? রীতিমত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেছি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে।

পার্থ লজ্জা পেয়ে যায়। সে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে—সত্যি আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারিনি। মানুষ সম্বন্ধে নীচু ধারণা করা খুব খারাপ।

পার্থের কথায় লোকটি কিছুটা শান্ত হয়। সে বলে—দোষ তোমাদের খুব নয়। আমার পোশাকের অবস্থা দেখে সবাই তাই ভাবে। তাতে সুবিধা হয়। মাল পত্তর বয়েও পয়সা খাই। কি করব বল ? প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। কি আর মাইনে পাই। স্কুল এখন বন্ধ। তাই এখানে এসে দু-চার পয়সা কামাচ্ছি।

পার্থ জোর দিয়ে বলে – সে যাই হোক। দোষ সম্পূর্ণ আমার। পোশাক দেখে আমি মানুষ সম্বন্ধে কিছু ভেবে বসি না কখনও। আপনার বেলায়ই শধু এই ভুল হলো। ভেবেছিলাম আপনি বুঝি ছেলেবেলা থেকে শুধু এ কাজই করেন।

লোকটি এবারে হাসে। পার্থের পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলে – কুছ্ পরোয়া নেহি। তোমরা তিনজনেই ভাল ছেলে। সে পরিচয় আমি পেয়েছি।

শিবু প্রশ্ন করে—কি ভাবে সেই পরিচয় পেলেন।

লোকটি শিবুকে বলে—তোমার কোন কথা বলা উচিত হচ্ছে না। শর্ত ছিল মাত্র একজন কথা বলবে আমার সঙ্গে। তুমি কথা শুরু করলে আমি ফিরে যাব।

BanglaBook.org

শিবু ঘাবড়ে যায়। অন্তত সেই রকম ভান করে চুপ হয়ে যায়।

লোকটি আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে নিজে থেকেই নানান গল্প জুড়ে দেয়। সে এই অঞ্চলেই জন্মেছে। ছেলেবেলা থেকে অনেকবার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে বন্ধুদের নিয়ে। কখনও সঙ্গী না পেয়ে একাই চলে গিয়েছে। যে পাহাড়ের চূড়ার দূরত্ব যত বেশী তার আকর্ষণও তত বেশী ছিল তার কাছে।

ঐ যে পাহাড়টির মাথা রোদ লেগে সোনা ঝরাচ্ছে, ওর নাম কামেট। আমি ওখানেও গিয়েছি। ভাবতে পার?

– আমরাও যাব।

—পাগল? যেতেই প্রায় তিনদিন লাগবে।

—হোক। তবু যাব শিবু ভুলে যায় শর্তের কথা।

লোকটি এবার হেসে বলে—পারবে না। তাছাড়া অত দূরে যাবার মতো টাকা তো দাওনি তোমরা আমাকে।

শিবু বলে—টাকা? আপনার এখন টাকার কথা মনে হচ্ছে? আমি কিন্তু সব ভুলে গিয়েছি। মনে হচ্ছে, ওকেই বলে হেভেন। গড্‌স আর গডেসেস্‌-দের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ওখানে গেলে। আপনারও তো এমন মনে হওয়া উচিত। ছেলেবেলায় ওই পাহাড় আপনাকে কাছে টানতো। এখন টানে না? আপনার লোহার শরীর কি প্লাস্টিক হয়ে গিয়েছে? তাই চুম্বকে ফল হয় না?

পিণ্টু শিবুর বুলি শুনে তাজ্জব বনে যায়। হিন্দি কথা তো বেশ রপ্ত করেছে। হিন্দি বলতে না পারার দুঃখে সে নিজে বিশেষ কিছুই বলতে পারছে না। শিবুর ওপর ঈর্ষা হয় ওর। ইংরিজিতে ক্রিয়াপদ বাদ দিলেও, হিন্দি মনে হচ্ছে ভালই চালাচ্ছে। কারণ লোকটার ওর বুলি শুনে ধন্দ ধরে যায়।

শেষে সে শিবুকে বলে—তুমি আমাকে সত্যিই লজ্জা দিয়েছ। তোমাদের মনোভাব আমার বোঝা উচিত ছিল। তোমাদের বয়সে আমিও অবাক হয়ে যেতাম। বেশ, আমি কামেট পাহাড়ে না গেলেও ওর কাছে আর একটি পাহাড়ে যেতে রাজী। ওই টাকাতেই হবে। কিন্তু সঙ্গে খাবার বেশী নেই। পয়সা আছে তো তোমাদের কাছে?

পার্থ বলে—আমাদের কাছে কিছু কিছু পয়সা আছে। হিসেব করলে একশো টাকা মতো হতে পারে। রুটিও তো রয়েছে। আর

BanglaBook.org

আমাদের স্যারের কাছ থেকে আপনি আগাম দুশো টাকা নিয়েছেন। সব মিলিয়ে হয়ে যাবে। ফিরে গিয়ে স্যারকে বললে তিনি টাকা দিয়ে দেবেন।

শিবু বলে—সত্য স্যারকে বলার দরকার নেই। আমার হাতের এই আংটির দাম কম করে সাতশো টাকা হবে, এটি আপনাকে দিয়ে দেব।

লোকটি হাঁ হাঁ করে ওঠে—কভি নেহি, এ বাত মাৎ বোলো।

পিণ্টু খুশী হয়ে হঠাৎ হিন্দি বলে, আপ্‌কা নাম কেয়া ?

শিবু চমকে ওঠে পিণ্টুকে হিন্দি বলতে শুনে।

পিণ্টু কড়াভাবে শিবুর দিকে তাকিয়ে বলে—চমকে যাবার মতো কিছু বলিনি।

লোকটি বলে যে তার নাম হলো হংসরাজ সিং।

পার্থরা ভুলে যায় যে সত্য স্যার তিনদিন পর থেকে চিন্তা শুরু করবেন তাদের জন্যে। সেই চিন্তা ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে চারদিনের মাথায়। এক অদ্ভুত নেশা ধরে ওদের। ওরা চলেছে শিবুর গড্‌স্‌ আর গডেসেস-এর দেশে। সঙ্গে তাদের প্রাইমারী টিচার হংসরাজ সিং।

আসলে ছেলেবেলায় হংসরাজও নেশায় বুঁদ হয়ে যেত। পাহাড়ের নেশা। সমুদ্রেরও এই ধরনের নেশা আছে। পৃথিবীতে এমন বহু নাবিক রয়েছেন যাঁরা বেশী দিন মাটির স্পর্শ সহ্য করতে পারেন না। পাগল হয়ে ওঠেন সাগরে যাবার জন্যে। যেখানেই অনন্তের আভাস সেই খানেই এই ধরনের নেশা। ছেলেবেলা আর বুড়োবেলা বলে কথা নয় এই নেশা রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। নব্বই বছর বয়সেও রক্তে তুফান তোলে।

কামেটের পাশের পাহাড়ের শীতল আর রঙীন হাতছানি হংসরাজের মনে প্রতিরোধের প্রাচীরকে অনেক আগেই দুর্বল করে দিয়েছিল। এদের জিদ সেই প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করে দিল। কামেট যেন হ্যামিলনের বাঁশীওয়ালা। সে বাঁশী বাজায় নিঃশব্দে। আর সেই বাঁশীর মোহিনী সুর নীরবে ভাসতে ভাসতে এসে মনের দুয়ারে স্বর্গীয় ঝংকার তোলে।

BanglaBook.org

হংসরাজ ওদের নাম জেনে ফেলেছে। সে পিণ্টুকে বলে—তুমি বড্ড কম কথা বল।

শিবু হেসে বলে—ওন্‌লি বেঙ্গলি হি স্পীকস্‌। নাইদার ইংলিশ নর হিন্দি। সো হি ইজ্‌ হি ইজ্‌—কি বলে যেন—ডাম্‌।

হংসরাজ চোখ বড় বড় করে বলে—আরে বাপ্‌। তুমি সাহেবের মতো আংরেজি বল দেখছি। কোন ক্লাশে পড় ?

—ক্লাশ ? হোয়াট্‌ ইউ সে মিষ্টার সিং ? আই স্পোক উইথ এ সেণ্টপারসেণ্ট সাহেব। সাহেব অফ্‌ এ শীপ। অন দ্যা ব্রেষ্ট অফ দি গ্যাঞ্জেস্‌।

হংসরাজ শিবুর বাত্‌ শুনে ট্যারা হয়ে গেল। এতদিন সত্য-স্যারের সঙ্গে থেকে থেকে শিবুর দম আটকে আসছিল। প্রথম সুযোগেই তার বাঁধ ভেঙে গেল।

হিমেল হাওয়ার স্পর্শ তাদের আরও সজীব করে তোলে। একটা সুগন্ধ সারাটা পথ তাদের মনকে ভরিয়ে দেয়। এই সুগন্ধ আশে-পাশের নাম না-জানা ফুলের। পিণ্টুর মনে হয় তার দিদি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হিমালয় ভ্রমণ' পড়তে গিয়ে এই সব ফুলের বিষয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর লিখেছে। দিদি যখন লিখত তখন তার মনে হতো, হিমালয়ে এত ফুলের উপদ্রব না থাকলে দিদিকে মোটেই মাথা ঘামাতে হতো না। এখন কিন্তু অন্য রকম মনে হচ্ছে।

সত্যিই বরফ। যেন 'বরফের মরুভূমি'। এই উদ্ভট কথাটা পার্থ প্রথম উচ্চারণ করল। সঙ্গে সঙ্গে সবার ভাল লেগে গেল। এমন কি হংসরাজও কথাটার তারিফ না করে পারে না। অথচ দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। কিন্তু যেভাবে পার্থ কথাটা বলেছে সবাই তার মানে বুঝে ফেলল এক মুহূর্তে।

হংসরাজের বরফের জুতো নেই। সে বলল, তার দরকার হয় না। সে তার গোদা গোদা 'সু' নিয়েই এত দিন উঠেছে পাহাড়ে।

হংসরাজের ধারণা ছিল পার্থরা অল্প উঠেই নেমে আসবে। কিন্তু তারা অন্য মতলব নিয়ে এসেছে। এত আয়োজন করে অল্প একটু উঠে ফিরে যাবার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া সঙ্গে একটা দড়ি এনেছে। দড়ি বেয়ে উপরে উঠুক আর না উঠুক একবার ছুঁড়ে দিয়ে টেনে দেখবে কিভাবে আটকে যায় বরফের মধ্যে। এত

BanglaBook.org

সব কথা তারা হংসরাজকে আগে থেকে ভাঙেনি। এখনও বলে না কিছু। যতদূর সে উঠতে চায় উঠুক। তারপর দেখা যাবে।

হংসরাজ বলে—জানো, এই পাহাড়গুলোর ওপারে কিছুদূর গেলেই চীনের রাজ্য।

শিবু বলে—ওরে বাবা। তাই নাকি?

হংসরাজ মন্তব্য করে—তুমি ভয় পেয়ে গেলে?

—ভয়? না না, ভয় নয়। তবে চীন যখন এককালে এদেশ আক্রমণ করেছিল, তখন আমার এক কাকা আসামে ছিলেন তিনি নাকি চীনা সৈন্য দেখেছেন।

—তাতে তোমার কি?

—কিছুই না। আমি তখন জন্মাইনি। তবু চীনের কথা শুনলে যুদ্ধ যুদ্ধ একটা ভাব জাগে মনে। বোধহয় কাকার গল্প শুনে।

হংসরাজ হেসে ফেলে।

শিবু বলে—হাসির কথা নয়। সত্যিই কাকার কথা শুনে এমন ভাব হয়েছে আমার।

পার্থ প্রশ্ন করে—এই পাহাড়ের ওপারেই চীন?

—না। আরও কিছুটা যেতে হবে। অনেকটা।

পার্থ বলে উঠে—চলুন, আমরা পাহাড়ে না উঠে ওদিকটায় যাই।

হংসরাজ বলে—এবারে তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে। এসব পার হওয়া কি মুখের কথা?

—কষ্ট করলে যাওয়া যেতে পারে তো?

—সে কষ্ট বিরাট সেনা বাহিনীর পক্ষেও সব সময় সম্ভব নয়। এতেই ওঠো। এমনিতেই আমাদের অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

হিমালয় পর্বত শ্রেণী। হংসরাজ দু-দশটার নাম বলতে পারল। তাও নির্ভুল বলল কিনা সন্দেহ আছে। পার্থদের মতো বরফের রাজ্যে এসে সেও যেন তন্ময়। সে পথের মধ্যে বহুবার স্বীকার করেছে, পার্থদের মতো সঙ্গী পেয়ে সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছে। টাকার কথা একবারও সে তোলেনি। ফিরে গিয়ে টাকা নেবে বলেও মনে হয় না। পার্থদের সঙ্গে পেয়ে সে নিজেই কৃতার্থ।

পার্থরা দেখতে পায় একটা পাহাড় ধীরে ধীরে ওপর দিকে

BanglaBook.org

উঠে গিয়েছে। সবটাই বরফে ঢাকা। কিন্তু খাড়া নয়। সিনেমায় দেখেছে এই ধরনের পাহাড়ে স্কেটিং করে। এটাতে ওঠা সুবিধে।

হংসরাজ সেখানে থেমে যায়। চারিদিকে তুষার রাজ্য। সে বলে আমি কিন্তু এত দূরে কখনো আসিনি। কিছুই চিনি না।

পিণ্টু বলে—কোন মানুষই আসেনি ?

হংসরাজ হেসে বলে অনেকেই এসেছে। তবে ধস নামে এসব পাহাড়ে। তাই বড় একটা আসতে চায় না কেউ।

পিণ্টুর একটু দুঃখ হয়। ভেবেছিল তারাই বুঝি প্রথম এল এই জায়গায়। সে মনের মতো হিন্দি কথা খুঁজে না পেয়ে শিবুকে বলে —কী লাভ হলো তবে এখানে এসে ?

পার্থ হেসে উঠে বলে--আমাদের কি নতুন দেশ আবিষ্কারের কথা ছিল ? আমরা শুধু বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে চেয়েছিলাম। কত আগে আমরা বরফের ওপর হেঁটে ফিরে যেতে পারতাম। তুই শেষে রাধানাথ শিক্‌দার শৃঙ্গ জয় করতে চাইবি না তো ?

ওরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করে। বুঝতে পারে দড়ি ব্যবহারের ক্ষমতা ওদের কখনই হবে না। জুতো আর লাঠির সাহায্যে যতটা পারে উঠবে। ওরা ভাবে সঙ্গে একটা তাঁবু থাকলে খুব ভাল হতো। পাহাড়ের ওপর তাঁবু ফেলে ঠিক পর্বতাভিযানের মতো ব্যাপার করতে পারত। কিন্তু মালপত্র টানার জন্যে শেরপা চাই। এক্সপ্লোরার ক্লাবের মেম্বার হলে সম্ভব ছিল। ওদের বয়স দেখে ক্লাব মেম্বার করত না নিশ্চয়।

কী অপূর্ব দৃশ্য। কী অনুভূতি। কলকাতায় ফিরে যাবার পরও হিমালয় তাদের ক্রমাগত ডেকে চলবে। হয়ত ফিরেও আসবে এখানে আবার কোন একদিন। সেবারে রীতিমত তৈরী হয়ে আসবে। বয়স তখন তাদের আরও বেড়ে যাবে। দার্জিলিং-এ গিয়ে ট্রেনিং নেওয়া হয়ে যাবে।

কিন্তু এ সবই আপাতত কল্পনা। এখন বাস্তব সত্য হচ্ছে এই বরফে ঢাকা পাহাড়। বেশী দূর ওঠা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। খুব ঠাণ্ডা। হংসরাজের উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

রোদ লেগে সারা পাহাড়টা ঝলসে উঠেছে। চারিদিকে নানা রঙের বাহার। জন মনিষ্যি নেই কোথাও। বরফের মরুভূমি।

BanglaBook.org

পার্থ বলে—মরুভূমিতে থাকে উট। আর এখানে ?

শিবু পরিত্রাহি চিৎকার করে ওঠে—ওরে বাবা !

পিটু বলে—কি রে ? কি হয়েছে তোর ?

শিবু বলে—ওই যে পার্থ বলল ?

কি বলল ?

—মরুভূমিতে উট, আর এখানে কি থাকে ? তাই ভয় পেলাম।

—ভয়ের কি আছে ? কি থাকে ? পার্থ তো কিছু বলেনি ?

—এখানে যে সেই বড় বড় পায়ের ছাপ থাকে। সেই গায়ে লোম। বিরাট চেহারা।

—সে আবার কি ?

—ইয়েতি।

হংসরাজ ইয়েতির নাম শুনেছে। সে ধমকে ওঠে। বলে—ওসব কথা মুখেও আনতে নেই। ওঁরা অনেক ওপরে থাকেন। কিন্তু তোমরা আলোচনা করলে ঠিক এসে যাবেন আশেপাশে।

পার্থ বলে—ভালই তো ? কেউ-ই দেখেনি। যারা দেখেছে তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

হংসরাজ মাথা নেড়ে ক্রমাগত বলে চলে—না না। তোমরা বাড়াবাড়ি করছ। এ ঠিক নয়। সব কিছু নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়।

শিবু হেসে ওঠে।

ওরা আরও কিছুটা উঁচুতে ওঠার পর হংসরাজ বলে—আর না। এবারে নামতে হবে।

পিণ্টু বলে—এখন নামব কেন ? আর একটু উঠুন। ওই যে বাঘের মতো মুখ দেখা যাচ্ছে যে বরফের, ওখান অবধি চলুন।

হংসরাজ বেশ হাঁপাতে থাকে। সে বিচলিত হয়ে বলে—আমি আর পারছি না। কি করে নামব তাই ভাবছি।

ওরা তখন বেশ খানিকটা ওপরে উঠেছে। তবে পর্বত আরোহীদের তুলনায় কিছুই নয়। তবু এদিকটার স্বাভাবিক উচ্চতাই বেশী। নইলে আশপাশ তুষারে আবৃত থাকত না। বলতে গেলে ওরা সত্য স্যারের ওখান থেকে বিদায় নেবার পর ক্রমাগত ওপর দিকেই উঠেছে—বুঝতে না পেরেও। তাই শুধু বরফ আর বরফ। হংসরাজ না

BanglaBook.org

থাকলে এটা সম্ভব হতো না। তবু ওদের আশা মেটে না।

অন্য ছেলেরা হলে কেদারবদ্রী দেখে গিয়ে সারা বছর চোখ বড় বড় করে সেই গল্প বলত বন্ধু-বান্ধব ছোট ভাই-বোনদের কাছে। কিন্তু এরা তিনজন ঠিক সাধারণ নয়। ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাই আরও—আরও চাই। ওই যে বিরাট বাঘের মতো মাথা, হাঁ করে রয়েছে ওর চেয়েও অনেক উঁচুতে ওঠা ওদের কল্পনা। এ যে অসম্ভব সেই ধারণা ওদের নেই। অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় অনেক সময়। সে কথা জানলেও মনে নেই এখন।

হংসরাজ আর পারে না। সমতল ভূমির জুতো পরে এভাবে ওঠা অসম্ভব। কীভাবে উঠল সে-ই বলতে পারে। দু-একবার গড়িয়ে পড়ে সে। তার পেছনে পেছনে পার্থ থেকেছে। পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটা বরফে বিঁধিয়ে দিয়ে হংসরাজের শরীর আটকে দিয়েছে। হংসরাজের হাতের বাঁশের লাঠি কোন কাজের নয়।

এক সময় হংসরাজ ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে—নাঃ। তোমাদের মতো ছেলের সঙ্গে আসাই আমার ভুল হয়েছে। তোমরা সব ডাকাত। অনেক বুঝিয়েছি তোমাদের ফিরে যাবার জন্যে। এবারে আমি একাই চললাম। বিবেকের কাছে আমি সাফ্। ফিরে গেলে অন্যায় কিছু করব না।

হংসরাজের কথা শেষ হবার আগেই শিবু হঠাৎ কান খাড়া করে বলে ওঠে—ওরে বাবা। এ আবার কি?

ওরা সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। কেমন একটা আওয়াজ হচ্ছে যেন। গুরগুর—গুরগুর।

হংসরাজ হাউমাউ করে ওঠে—সর্বনাশ হলো। আমরা সবাই মরলাম। হায় রামজী আমাদের বাঁচাও। হায় হনুমানজী রক্ষা কর—রক্ষা কর।

পার্থ প্রশ্ন করে—কী হলো?

—ধস্। ধস্ নামছে। এখনি দেখবে। ওই-ওই দেখ। গেলাম—

ওরা হতচকিত দৃষ্টিতে দেখে পাহাড়ের ডান পাশটা যেন নেমে আসছে। সমস্ত বরফ একটা স্রোতের সৃষ্টি করেছে। বরফের স্রোত। ওদের করার কিছু নেই। ওদের দিকে যদি এইভাবে নামতে শুরু করে এখন তাহলে কোথায় তলিয়ে যাবে ওরা।

BanglaBook.org

দার্জিলিং-এর ধসের খবর কাগজে পড়েছে। সে ধস্ গাছপালা সমেত নামে। এখানে গাছের চিহ্ন নেই। শুধু বরফ নেমে আসছে। জমাটবাঁধা নদী কার ইঙ্গিতে উপর থেকে চলতে শুরু করেছে।

হংসরাজ চোখ বন্ধ করে থাকে। বোধহয় ভগবানের নাম নিচ্ছে শেষ সময়ে। পার্থরা কিন্তু চোখ খুলে থাকে। ওরা জানে না ওদের মৃত্যু হবে কিনা। তবে এ ধরনের দৃশ্য জীবনে দেখেনি।

অনেকক্ষণ পরে সব কিছু আগের মতো অচল এবং অনড় হয়ে যায়। প্রকৃতি কিছুক্ষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আবার ধ্যান-গম্ভীর রূপ নেয়।

ওরা বেঁচেই থাকে।

হংসরাজ চোখ খোলে। সে বিশ্বাস করতে পারে না যে বেঁচে রয়েছে এখনও। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবার দিকে চায়। বলে—তোমরা আমাকে ভীতু ভাবলে?

পার্থ বলে—না। ধস্ কতখানি মারাত্মক হয় আপনি জানেন। আমাদের কোন ধারণা ছিল না। তাই ভয় পাওয়ার সুযোগ পাইনি।

হংসরাজ একটু খুশি হয়ে বলে—এবারে চল। আর এক দণ্ডও এখানে নয়।

হঠাৎ শিবু আঙ্গুল উঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—হোয়াট ইজ দ্যাট? ব্ল্যাক আইস্?

ওরা সবাই ফিরে তাকায়। যেখান থেকে ধস্ নেমে তাদের ডান দিক দিয়ে নীচে চলে গেল সেখানে এক জায়গায় সত্যিই কালো মতো পাহাড়। একটা গুহা বলে মনে হয়।

হংসরাজ অবাক হয়ে বলে—বরফ সরে যাওয়ায় পাথর বার হয়ে পড়েছে। এমন কখনও শুনিনি।

পার্থ এগিয়ে চলে।

হংসরাজ গলা ফাটিয়ে বলে—কোথায় যাচ্ছ?

—দেখতে।

—যেও না। এখনি আবার ধস্ নামতে পারে।

পার্থ তবু এগিয়ে চলে। শিবু আর পিণ্টু তাকে অনুসরণ করে।

হংসরাজ রেগে গিয়ে ক্রমাগত বলতে থাকে—আমি চললাম।

BanglaBook.org

আমি কিছুতেই আর থাকছি না। তোমরা এক একজন এক একটা সিন্দবাদের বুড়ো। ঘাড়ে উঠলে নামতে চাও না। আমার শরীর ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। আমি সত্যিই চললাম।

পার্থ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, আপনি সত্যিই চলে যান হংসরাজ জী। আমাদের স্যারকে বলবেন কোথায় এসেছি। আমরা পরে ফিরব।

ওরা দেখে, হংসরাজ অতিকষ্টে নীচের দিকে নামতে থাকে। না নেমে উপায় ছিল না তার। ওর মতো সাধারণ জুতো পরে পার্থদের সঙ্গে উঁচুতে ওঠার সাধ্য হতো না। মনে মনে হংসরাজকে তারিফ না করে পারে না। ওরা হলে এতদূর কিছুতেই উঠতে পারত না।

ওরা গুহার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ভেতরটা ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার।

পিণ্টু বলে—ঢুকবি না কি রে?

শিবু বলে—ওরে বাবা! যদি বাঘ থাকে?

—দূর বোকা। বরফে ঢাকা ছিল তো।

ওরা ইতস্তত করতে থাকে। সেই সময় গুহার মাথার ওপরে অনেকখানি বরফ গড়িয়ে আসে। ওরা আত্মরক্ষার জন্যে চট্‌ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরের বরফ গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ একেবারে বন্ধ করে দেয়।

শিবু বলে—ওরে বাবা! উই ক্যাপ্‌টিভ নাউ?

পার্থের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। সেও বলে—সত্যিই আমরা বন্দী মনে হচ্ছে।

পিণ্টু বলে—অক্‌সিজেন পাব তো?

শিবু খিঁচিয়ে ওঠে—হোয়্যার উই গেট ফুড?

গুহার মুখের বরফ আরও ঘন হতে থাকে। ভেতরটা সেই সঙ্গে আরও অন্ধকার হয়ে যায়। বাইরে দিনের আলো। ভেতরে রাতের অন্ধকার। একটু পরে ওরা পরস্পরের মুখও দেখতে পায় না।

ওরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক যেন চুকে গেল। কোথায় রামকমল স্ট্রীট, কোথায় সত্য স্যার—কোথায় বা বাবা-মা ভাই-বোন। সবাই হারিয়ে গেল। না না,

BanglaBook.org

ওরাই হারিয়ে গেল সবার কাছ থেকে। কেউ খুঁজে পাবে না? কোনদিনও নয়।

শিবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—ক্যাপ্‌টিভ টিল ডেথ।

পিণ্টু ভগ্ন কণ্ঠে বলে—তোর মুখ দিয়ে এখনও এইসব ছাই-ভস্ম বার হচ্ছে?

শিবুর জবাব পাওয়া যায় না।

পিণ্টু পার্থকে আস্তে আস্তে বলে—এর নামই মৃত্যু গহ্বর। তাই না রে পার্থ?

—কি জানি? এর মধ্যে জীব জন্তু নেই—একথা বলা যায়।

—কি করে বুঝলি?

—বরফ ঢাকা থাকে বলে। আমাদের সামনে আবার যদি ধস্ নামে তাহলে বাইরে যেতে পারব। নইলে এখানে মমি হয়ে পড়ে থাকব।

শিবু বলে—মমি? পিরামিড?

পার্থ বলে—সত্য স্যারের জন্যে কষ্ট হচ্ছে। কোন্ মুখ নিয়ে তিনি ফিরবেন? সবাই তাঁকে দোষ দেবে।

পিণ্টু বলে—এইভাবে কত পর্বতারোহী মারা যায়। তাই না রে?

– এভাবে ফাঁদে পড়ে কিনা জানি না।

শিবু বলে—আমাদের স্পোর্টস আর পঁচিশদিন পরে। ভেবেছিলাম স্যাক্ রেসে এবারও ফার্স্ট প্রাইজ নেব। হলো না বোধহয়।

পিণ্টু বলে—আমরা যে আর ফিরব না, কাগজে খুব বড় বড় করে ছাপা হবে নাকি রে পার্থ?

—ছোট করে ছাপতে পারে।

শিবু বলে—আমাদের তিনজনের বাড়ী থেকে আমাদের নামে একটা ট্রফি আরম্ভ করতে পারে।

পার্থ প্রশ্ন করে কিসের ট্রফি?

—এই ধর ফুটবল কিংবা খো খো। একটা হলেই হলো। সত্য স্যার ফিরে গিয়ে ইস্কুলে অমন কিছু করতে পারেন। বিনয় বাদল দীনেশের মতো পার্থ শিবু পিণ্টু ট্রফি। পি. এস. পি. ট্রফি।

পিণ্টু বলে—ওঁর কথা কি কেউ শুনবে? ছোটদের কেউ পাত্তা

BanglaBook.org

দেয় না। দেখলি না, পশ্চিম বাংলার ইস্কুল টিমের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় মারা গেল, কিছুই হৈ চৈ হলো না? বড়রা কেউ হলে তার নামে প্রত্যেক বছর অন্তত বেস্ট প্লেয়ারের মেডেল দেওয়া হতো।

পার্থ বলে—বড় হলেও হয় না। আমাদের পাঁচুদা তো শুনেছি খুব বড় প্লেয়ার ছিলেন। এখন চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট ভিক্ষে করে বেড়ান। যতদিন খেলা ততদিন কদর।

শিবু বলে—তোদের মুখ যে একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে নাকি রে পিণ্টু?

—না তো।

ওরা সত্যিই অবাক হয়। অক্সিজেন আসছে কি করে?

শিবু বলে—তবু আমরা পৃথিবী থেকে মিলিয়ে গেলাম। তাই না রে? ভেবেছিলাম, একটা আবিষ্কার টাবিষ্কার করব। জানিস, এই হিমালয় হলো রত্ন ভাণ্ডার। আমাদের বাড়িতে এক সাধু এসেছিলেন। তিনি একথা বলে ছিলেন, হিমালয়ের ওপারে আর নীচে অফুরন্ত খনিজ সম্পদ। ভারত, চীন আর রাশিয়া একথা ভাল করে জানে।

শিবুর কথায় পিণ্টুর রাগ হয় না। পরস্পরের প্রতি এক অফুরন্ত মমত্ববোধ ওদের মধ্যে জেগে ওঠে।

জাহাজ থেকে লাফিয়ে গঙ্গায় পড়ার পর এমন আর একবার হয়েছিল।

পার্থ বলে—চল্ আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়া যাক। চুপ করে বসে থেকে কোন লাভ নেই। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস?

শিবু বলে—কি?

—ভেতরটা তেমন ঠাণ্ডা নয়। মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে আছি।

ওরা খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকে ভেতরের দিকে। সামনে গভীর খাদ থাকা বিচিত্র নয়।

কিন্তু ওরা শম্বুক গতিতে চলতেই থাকে। সূচীভেদ্য অন্ধকার, অন্ধকার এত গাঢ় হতে পারে জানত না ওরা। পার্থর শুধু একটিই আশা, আলোর রেখা দেখতে পারে কোথাও। সূর্যের আলো। আলোর অর্থ হলো বাইরে যাবার রাস্তা।

শিবু বলে—আমরা মৃত্যুর দিকে সাহসে ভর করে এগিয়ে

BanglaBook.org

যাচ্ছি। তোর বুক কাঁপছে না কি রে পিণ্টু ?

—জানি না। বুকে হাতই দিতে পারছি না। হাত দুটো রেডি রাখছি সব সময়। হুমড়ি খেলে হাতের ওপর পড়তে হবে।

—ঠিক বলেছিস।

ওরা যে পথে প্রবেশ করেছে, সেই পথ ধরেই মরিয়া হয়ে ভেতরের দিকে চলতে থাকে। কিন্তু সূর্যের আলো নেই।

এ রাস্তার কি শেষ নেই ? কোথায় চলেছে ওরা ? গুহার পথও মোটামুটি সমতল। দু-চারটে রয়েছে বাঁক বটে, কিন্তু চলতে অসুবিধা হচ্ছে না বড় একটা।

আরও ওরা এগিয়ে চলে। হতাশা ওদের ছোট্ট বুক কয়টিকে এখনও দমিয়ে দিতে পারেনি। মনের মধ্যে রয়েছে আশা। পথ একটা মিলবে হয়ত। মিলবে আলো, ভাগ্যে থাকলে সূর্যের আলো। কিন্তু না। সম্মুখে অন্ধকার—সীমাহীন অন্ধকার। সেই অন্ধকার কঠিন বস্তুর আকৃতি পেয়ে তাদের চেপে ধরছে যেন। এগিয়ে ওরা। তিনজন একসঙ্গে চমকে ওঠে। সূর্যের আলো, জন্তুজানোয়ার ভূত-প্রেত সব কিছুর দেখা মিলতে পারে এখন। কিন্তু একী দেখছে ?

শিবু ইতস্তত করে বলে—আমি বোধহয় সরষের ফুল দেখতে আরম্ভ করেছি।

পিণ্টু বলে—না না। আমিও দেখছি। কী ওটা ?

পার্থও দেখেছে। দূরে হলদে রঙের আলোর ছটা। সূর্যের আলো নয়।

শিবু বলে ওঠে—লাইট ও মোর লাইট।

কিসের আলো হতে পারে! পার্থ ভাবে, কোন বহুমূল্য পাথরের ওপর সূর্যের রশ্মির এককণা এসে পড়েছে। তাই অদ্ভুত রঙ্-এর দ্যুতি ঠিকরে বার হচ্ছে। এবারে পথের সন্ধান মিলতে পারে। আশায় উদ্দীপিত হয়ে সে দুই বন্ধুর সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু কিছুদূর যেতেই ওদের বিস্ময় সীমা ছাড়ায়। ওই হলদে রঙের আলো কাঁপছে। ওরা ঠিক আলো দেখতে পাচ্ছে না। আলো গুহাপথে এসে পড়েছে এবং সেটা কাঁপছে।

পিণ্টু চাপা গলায় বলে—মোমবাতি না কি রে ?

BanglaBook.org

পার্থ আর শিবুও একই কথা ভাবছিল। ওরা সোজাসুজি আলোর উৎপত্তি স্থলকে দেখতে পায় না।

আরও কিছুটা গেলে প্রজ্জ্বলিত শিখার প্রতিফলন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিবু বলে—ওরে বাবা! মানুষ না কি রে?

পিণ্টু বলে—হতেই পারে না। বরফের কবরের মধ্যে মানুষ থাকে না। চোখের ভুল।

পার্থ বলে—কিন্তু সত্য স্যারের কথাটা মনে কর পিণ্টু। যা আমাদের বুদ্ধির অতীত তাই বিস্ময়। স্টীম ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ সবই এককালে বিস্ময় ছিল। এখন স্যাটেলাইট—

শিবু বলে ওঠে—জ্ঞানের কথা বলিস না ভাই। হজম করতে পারছি না।

এক পা এক পা করে আলোর কাছে যেতে থাকে ওরা। ওদের মনে পড়ে জাহাজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার পরে দূরের নৌকোর এক কণা আলো ওদের বাঁচিয়েছিল একদিন। তাই আজও আলোর দেখা পেয়ে বিরাট এক আশা জেগে ওঠে ওদের মনের মধ্যে। এতক্ষণ ওদের ধারণা ছিল না খেয়ে ওরা তিলে তিলে মরে যাবে। এখন মনে হচ্ছে তেমন নাও হতে পারে।

সহসা ওদের হতবাক করে দিয়ে শান্ত গম্ভীর সুরেলা স্তোত্রের উচ্চারণ-ধ্বনি চারদিকে গম্ গম্ করে ওঠে।

শিবু আনন্দে চেঁচিয়ে বলে—সত্যিই মানুষ।

পার্থ শিবুর কাঁধ সজোরে চেপে ধরে ওকে থামিয়ে দেয়। কে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন এই গুহায়? কী করে তিনি এলেন? গুহার মুখ তো চিরকাল শক্ত জমাট-বাঁধা বরফে ঢাকা থাকে। তিনিও কি তাদের মতো ধস্ নামলে ঢুকে পড়েছিলেন? কী ভাবে রয়েছেন এখানে? খাদ্য পাচ্ছেন কোথায়? তবে কি দ্বিতীয় কোন প্রবেশ-পথ আছে?

পিণ্টু ফিস্ ফিস্ করে বলে—উনি যদি কাপালিক হন, তাহলে আমরা মরে যাব। আর যদি তা না হন, তাহলে খেতে পারব। আমরা বেঁচে থাকব তাই না রে পার্থ?

পার্থর মুখে ফিঁকে হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে—বলতে পারছি

BanglaBook.org

না। তবে মনে অনেক বল পেয়েছি।

গুহার পাশে একটা বিরাট ঘরের মতো। পাথরের ঘর। সেই ঘর থেকে মোমবাতির আলো সামনের দেয়ালে এসে পড়ছিল।

ওরা চুপি চুপি সেই ঘরে উঁকি দিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। একজন অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উঁচু বেদীর ওপর আসন করে বসে রয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে বেদী ছেড়ে। তাঁর জটাও অতি দীর্ঘ। চোখ দুটি নিমীলিত তাঁর। সামনে দুপাশে দুটি বিশাল মোমবাতি জ্বলছে। তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করছেন।

ওরা আর একবার উঁকি দিতেই তিনি থেমে যান। স্পষ্ট কণ্ঠে কী যেন বলে ওঠেন।

পিণ্টু গত পরীক্ষায় সংস্কৃতে ঊনসত্তর পেয়েছিল। সে ধাতুরূপ আর শব্দরূপ মুখস্থ করে পরের দিন খাতায় লিখে ঠিক করে নেয়। তাই নম্বর বেশী পায়। শিবুরা মুখস্থ করে কবিতার মতো। ভাবে, সব ঠিক আছে। তাই পরীক্ষায় অনুস্বর আর বিসর্গ গুলিয়ে যায়। চল্লিশের বেশী নম্বর ওঠে না।

শিবু পিণ্টুকে প্রশ্ন করে—ইট ইয়োর সাবজেক্ট ?

পিণ্টু গর্বের সঙ্গে বলে—নিশ্চয়ই। আসল বেদের ভাষা।

—কী বলছেন উনি ?

—কী জানি ? খুব উঁচু দরের কথা মনে হলো। আমাদের তো দেখতে পাননি। মনে হলো, কিছু জিজ্ঞাসা করছেন। বোধহয় ভগবানের সঙ্গে কথা বলছেন।

শিবু বলে—সত্য স্যার সঙ্গে থাকলে বড় ভাল হতো।

সন্ন্যাসী আবার কি যেন বলে ওঠেন।

পিণ্টু চোখ বড় বড় করে বলে—এবারে বুঝতে পেরেছি। উনি আমাদের বলছেন। বলছেন, "তোমরা কে ?"

পার্থ বলে—তুই ঠিক বুঝত পেরেছিস ?

পিণ্টু বলে—আলবৎ বুঝেছি। এতো আর শিবু নয় যে শুধু ইংরিজি বুঝব।

শিবু বলে—ইংরিজি জানলে তো ?

সন্ন্যাসী গরুগম্ভীর কণ্ঠে বলেন—হু আর ইউ ?

শিবু পার্থের পাশে সেঁটে গিয়ে বলে—ওরে বাবা! মনের

BanglaBook.org

কথা বুঝতে পারে নাকি ? কি করবি রে পার্থ ? জবাব দিবি তো ?

পাথ বলে—হ্যাঁ। তুই ইংরিজিতে জবাবটা দিয়ে দে। মনে হচ্ছে সাহেব।

শিবু বলে—ইংরিজিটা ঠিক আসছে না। সেই কবিতাটা বলে ফেলব নাকি রে ? সেই যে—উই আর টুইংক্‌ল্‌ টুইংক্‌ল্‌ লিট্‌ল ষ্টার।

পিণ্টু চাপা গলায় ধমকে বলে—ওসব এখন আর চলবে না। আমরা আরও বড় হয়েছি। অন্য কিছু বল্‌।

শিবু বলে—তবে কী বলব ? উই হেলপ্‌লেস বয়েজ। কামিং ফ্রম ক্যালকাটা। ইন ডেনজার—বলব ?

পার্থ বলে—তাই বল্‌। চল্‌ এগোনো যাক। বাঁচতে হলে ওঁকে তুষ্ট করতেই হবে। পালিয়ে যাবার পথ নেই।

সন্ন্যাসীর চোখ তখনও বন্ধ। কিন্তু মুখে একটু একটু হাসি ফুঠে ওঠে।

শিবু পার্থের কানে কানে বলে—ইংরেজকে ভারত ছাড়া করলে, এই সাহেব বোধহয় মনের দুঃখে এখানে চলে এসেছে।

ওরা সন্ন্যাসীর সামনে গেলে তিনি পরিষ্কার বাঙলায় বলেন—তোমরা কলকাতা থেকে এসেছ ?

—ওরে বাবা ! সব ভাষাই জানে দেখছি।

পিণ্টু ফিসফিস করে বলে—সন্ন্যাসীরা অমন পারেন।

—তাই মনে হচ্ছে। অল্‌ স্কোয়ার।

—চুপ কর।

এতক্ষণ ওরা মুদিত-নয়ন সন্ন্যাসীর সামনে নিম্নস্বরে কথা বলছিল। এবারে পার্থ জোরে বলে ওঠে—স্বামীজী। আপনার অজানা তো কিছুই নেই।

শিবু বলে ওঠে—ছিঃ ছিঃ পার্থ। তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই ? আগে প্রণাম কর।

কথাটা বলেই শিবু সাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করে। ওর দেখাদেখি পার্থ আর পিণ্টুও প্রণাম করে।

সন্ন্যাসী তাঁর ডান হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে আশীর্বাদ করেন। তারপর ইঙ্গিতে বসতে বলেন ওদের।

BanglaBook.org

ওরা পাথরের মেঝের ওপর বসে পড়ে। বড় বড় চোখে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। বিরাট ঘর। হল ঘরের মতো। তবে ঠিক চৌকো নয়। মানুষের তৈরী বলে মনে হয় না। কারণ ওপরের ছাদ ধীরে ধীরে পেছনের দিকে নেমে গিয়েছে। দেয়ালের গায়ে বা মেঝেতে কোন কিছুই নেই।

মোমবাতি দুটো কী বিরাট। ঠিক কলা গাছের মতো মোটা আর প্রায় পাঁচ ফিট উঁচু। মোটা মোটা সল্‌তে। সুন্দর জ্বলছে। তার মানে অক্‌সিজেনের অভাব একেবরেই নেই।

সন্ন্যাসী এতক্ষণে চোখ খোলেন। ওরা চমকে ওঠে। কী চোখ রে বাবা! ভস্ম করে দেবে নাকি? ওরা মাথা নীচু করে ফেলে।

সন্ন্যাসী বলেন—এবারে মুখ তোলো।

ওরা অবাক হয়ে দেখে সন্ন্যাসীর চাহনি একেবারে পাল্‌টে গিয়েছে। সুন্দর দেখতে লাগছে তাঁকে। স্নেহ উপচে পড়ছে যেন। তাকিয়ে থাকতে ওদের ভাল লাগছে।

সন্ন্যাসী বলেন—এটা সুন্দরবন নয়। তোমরা বড় সাংঘাতিক জায়গায় এসে পড়েছ। তবে তোমরা জান না এখানকার বিপদ কেমন।

পার্থরা বোবা হয়ে যায়। এমন তারা জন্মেও ভাবতে পারেনি।

সন্ন্যাসী বলেন—আমি না থাকলে তোমাদের মৃতদেহ এতক্ষণ পড়ে থাকত। শিবুর ইংরিজি কথায় কাজ হতো না। ধস থেকে আমিই তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছি।

আরে বাপ্‌স্‌! সব কিছুই জানে দেখছি। নামটা পর্যন্ত। ভগবানকে এই রকম দেখতে নাকি?

শিবুর মন ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করলে ও চোখে জল আনতে পারে। পার্থ ও পিন্টু কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। ওদের মুখ দিয়ে কোন কথা বার হয় না।

সন্ন্যাসী বলেন—এখন তোমাদের একটি মাত্র বর দিতে পারি। কী চাও তোমরা বল। একটির বেশী বর দেওয়া সম্ভব হবে না বলে দিচ্ছি। মুক্তি চাও?

পার্থ আর পিন্টু পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। শিবুর দিকে তারা তাকায়। এ ব্যাপারে শিবুর মাথা খুব সাফ্‌। শিবু

BanglaBook.org

বুঝতে পারে তারই ওপর ভার দিয়েছে ওরা বর চেয়ে নেবার।

সে সন্ন্যাসীর পায়ের ওপর মাথা রেখে বলে—আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খাব।

সন্ন্যাসী হো হো করে হেসে ওঠেন। তাঁর হাসি বহুবার গুহার গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। মনে হয় চারিদিকে একসঙ্গে অনেক মানুষ হেসে উঠেছে হো—হো—হো—হো—

শিবুর বর চাওয়ায় পার্থরা রাগ করেনি। কারণ তাদেরও ভীষণ খিদে পেয়েছিল।

পার্থ বলে—আপনি বললেন যে, আপনি না থাকলে আমরা মরে যেতাম। আপনি তো বরাবরই থাকেন।

—না। দুচার মাস পর পর চলে যাই।

—কোথায় যান ?

—ঠিক নেই। বিশ্বের নানান জায়গায়। তবে সেভাবে তো তোমরা যেতে পারবে না।

ওরা সন্ন্যাসীর কথা অবিশ্বাস করতে পারে না। এঁর পক্ষে সবই সম্ভব। ওদের হৃদয়ে আশার আলো আবার জ্বলে ওঠে। বাইরে যাওয়া অসম্ভব হলেও উনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলে ওরা নিশ্চয় যেতে পারবে।

ওরা কিভাবে এই অদ্ভুত জায়গায় এসে উপস্থিত হলো, সন্ন্যাসী সেকথা একবারও জানতে চাইলেন না। তিনি জেনে বসে আছেন।

কিন্তু জায়গাটাকে সাংঘাতিক বললেন কেন তিনি ? সাংঘাতিক ঠিকই। কারণ এখান থেকে বাইরে যাবার পথ বন্ধ। ওরা শুনেছে মহাপুরুষরা সূক্ষ্ম শরীরে সর্বত্র যাতায়াত করেন। এতদিন গ্যাস বলে উড়িয়ে দিয়েও, এঁকে দেখে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছে না।

শিবু বর চেয়েও খেতে পাচ্ছে না দেখে মনে মনে চটে উঠেছিল। তার দিকে একবার চেয়ে সন্ন্যাসী বেদীর পেছন থেকে হাত দিয়ে গুটি কতক ফল তুললেন। সংখ্যায় আট দশটা হবে। দেখতে অনেকটা আতার মতো। তবে আতা নয়।

ওদের তিনজনের হাতে একটি একটি করে দিয়ে বলেন—নাও, খাও। তোমাদের কষ্ট হচ্ছে।

BanglaBook.org

শিবু ক্ষেপে লাল হয়ে যায়। মুখ বুজে থাকতে হয় তবু। বেজায়গায় কত কিছু সহ্য করতে হয়।

পার্থ আর পিণ্টুর সঙ্গে সেও খাওয়ার আগে ফলটাকে শুঁকে দেখে। বাঃ চমৎকার গন্ধ। কী মিষ্টি। এই ফল একটা খেয়ে কি হবে? অন্তত দশটা খেলে পেট ভরতে পারে। গন্ধটা চেনা নয়। হিমালয়ের ঝোপঝাড়ে হয়ে থাকে নিশ্চয়।

সন্ন্যাসী শিবুর হাব-ভাব লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বলেন—এবারে সন্তুষ্ট তো? তোমার বর পূর্ণ হয়েছে।

শিবু হতাশ হয়ে বলে ওঠে -ও মাই গড্। ওনলি ওয়ান ফ্রুট এ্যাণ্ড স্যাটিসফাই? ইট উইল ভ্যানিশ ইন এ মোমেণ্ট।

সন্ন্যাসী শিবুর কথায় খুব মজা পান। তাঁর চোখদুটো হাসিতে চিক চিক করে ওঠে। এ ধরনের কথা মনে হয় জীবনে তিনি আগে শোনেন নি।

ফুরিয়ে যাবার ভয়ে ওরা ফল ভেঙে অল্প একটু মুখে দেয়। মুখে দিতেই সারা শরীর ও মন জুড়িয়ে যায়। এত সুস্বাদু! এমন স্বাদ পৃথিবীর কোন ফলের হতে পারে? আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসে ওদের।

ওরা একটু একটু করে খেতে থাকে। এতটুকু ফল। কিন্তু খাওয়া যেন শেষই হতে চায় না। শেষ হলে মনে হয় ভরপেট খেয়ে ফেলেছে। শরীরে নতুন শক্তি পায়।

সন্ন্যাসী শিবুকে শুধোন -- আর কিছু খাবে?

—নো নো। নট এ্যাট অল। স্টমাক ফুল।

পিণ্টু ধমকে ওঠে—এই শিবু তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই? কোথায় কিভাবে কথা বলতে হয় জানিস না?

—ওরে বাবা, তাই তো।

—ক্ষমা চেয়ে নে।

শিবু সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর পায়ের উপর মাথা রেখে বলে—আমার অন্যায় হয়েছে। আমি স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করি। তাই মুখ ফসকে মাঝে মাঝে বের হয়ে যায়। আমি ইচ্ছে করে বলি না।

—ঠিক আছে। যা খুশি তাই বল। না বললেও ক্ষতি নেই।

BanglaBook.org

তোমরা যে কথা ভাববে আমি বুঝতে পারব।

পিণ্টু সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করার জন্যে ভাবে যে, যদি কোনদিন এই গুহা থেকে বাইরে যাবার সুযোগ হয় তাঁর কৃপায়, তবে আর কিছু না হোক এই বিরাট মোমবাতির একটা সঙ্গে নিয়ে যাবে সবাইকে দেখাবার জন্যে।

সন্ন্যাসী পিণ্টুকে বলেন—যা ভাবছ তাতে কোন লাভ হবে না। পাহাড় ছেড়ে নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে এই মোমবাতি গলে জল হয়ে যাবে।

পিণ্টুর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে, চুরির কথা সে ভাবেনি।

সন্ন্যাসী বলে ওঠেন—না না, তোমার মনে অন্যায় কিছু নেই। এমন মোমবাতি দেখলে অনেকেরই লোভ হবে। সেই লোভ নির্দোষ লোভ। এই লোভে পাপ নেই। দেশ আবিষ্কারের লোভ, জ্ঞান অর্জনের লোভ, ভগবানকে পাওয়ার লোভ—এসব অন্য ধরনের লোভ। এতে মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়।

পিণ্টুর চোখে এমনিতে জল আসে না। কিন্তু সন্ন্যাসীর কথায় দু' ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। পার্থ আর শিবু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অবাক হয়।

আতার মতো দেখতে ফল খেয়ে ওরা এতই সজীব হয় যে গুহার মধ্যে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি চেয়ে বসে সন্ন্যাসীর কাছে। ওরা বরফের ওপর দিয়ে হাঁটার জুতো খুলে ব্যাগ থেকে সাধারণ জুতো বের করে পরে নেয়। কম্বল আর অন্যান্য জিনিসপত্র সন্ন্যাসীর ঘরের এক কোণে রেখে দেয়।

সন্ন্যাসী ওদের হাতে আরও একটি করে ফল দিয়ে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দেন। তিনি জানান, গুহাপথে ঘরের মতো আরও অনেক ছোট বড় ঘর রয়েছে। কখনো ক্লান্তি বোধ করলে, সেই ঘর গুলির একটিতে ঢুকে ঘুমিয়ে নিতে পারে। কখনও যেন গুহাপথের ওপর শুয়ে বা বসে বিশ্রাম না নেয়। বিপদ ঘটতে পারে।

ওরা বুঝে উঠতে পারে না, কী ধরণের বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন করা নিরর্থক। ওদের মনে যে প্রশ্ন উঠেছে সন্ন্যাসীর তা অজানা নেই। দরকার মনে হলে, তিনি নিজে থেকেই জানিয়ে

BanglaBook.org

দিতেন। আসলে তিনি তো ঋষি। কথাটা পিণ্টুর মাথায় প্রথম আসে। সন্ন্যাসী বুঝে ফেলবেন জেনেও সে পার্থর কানে কানে কথাটা জানিয়ে দেয়। বলে যে, লোকে ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়। কিন্তু এই হিমালয়ের বুকে কিংবা তপোবনে যাঁরা ঈশ্বরের আরাধনা করেন তাঁরা হলেন ঋষি বা মুনি। বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, দধীচি আরও কত।

শিবু বলে - স্যার, প্লীজ ডোণ্ড লিভ আস। উই হেলপ্‌লেস।

পিণ্টু জ্বলে ওঠে মনে মনে। মুনি-ঋষিকে স্যার বলা মানে রীতিমতো অপমান করা। তার পিসতুতো দাদা বলেন, হাইকোর্টের জজকে কিছুদিন আগেও বলত "ইওর অনার," রাজা মহারাজাদের বলে 'ইওর ম্যাজেষ্টি," আর তার চেয়েও উঁচুদরের মানুষদের বলা হয় 'ইওর এক্সেলেনসী।" তাঁদের স্যার বলা অপমানের। সুতরাং একজন মুনিকে স্যার বলা খুব খারাপ।

কিন্তু ঋষি স্বয়ং শিবুর কথায় কিছু মনে করলেন বলে মনে হ'ল না। তিনি বললেন—তোমাদের কোন চিন্তা নেই। আমি থাকি আর না থাকি নিশ্চিন্ত হতে পার।

শিবু বলে—বাঁচলাম।

—তাই বলে অসাবধান হয়ো না। ভয়ে বা মাথা গরম করে কিছু করে বসো না। গুহার রাস্তা বেশ সমান। তবু এমন অনেক অদৃশ্য বিপদ রয়েছে যা তোমাদের কল্পনার বাইরে।

এবারে পার্থ বলে—বিপদ থেকে বাঁচবার মতো ক্ষমতা কি আমাদের আছে?

—না। বিন্দুমাত্রও নেই। সবকিছু আমাকে দেখতে হবে। সেইজন্যেই বলছি রাস্তার উপরে বসে পড়ো না। তোমরা অদ্ভুত ধরণের কিছু দেখতে পাবে না। তবু একটু আধটু যদি হঠাৎ চোখে পড়ে যায় শক্ত থেকো। ছোটাছুটি করতে যেও না।

পার্থরা পরস্পরের মুখের দিকে চায়।

শিবু ফস করে বলে ফেলে—স্যার, আর ইউ বেঙ্গলি?

—না।

জবাব শুনে ট্যারা হয়ে যায় ওরা। এমন সুন্দর বাঙলা, বাঙালী ছাড়া কারও পক্ষে বলা সম্ভব?

BanglaBook.org

শিবু বলে—বাঙলাদেশে তাহলে বহুদিন ছিলেন বোধ হয়।

—না। একবার গিয়েছিলাম বঙ্গে। কলিঙ্গে প্রয়োজন ছিল, তাই বঙ্গে গিয়েছিলাম। তাও বেশ কিছুদিন হয়ে গেল।

—কবে স্যার ?

—রাজা শশাঙ্ক যখন হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল, তখন।

—এ্যাঁ ! ওরে বাবা !

শিবু ছুটে বাইরে যায়। সন্ন্যাসী উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠেন। তিনি পার্থকে বলেন—ও একটুও ভয় পায়নি। খুব আনন্দিত হলে বা উত্তেজিত হলে অমন করে।

পার্থ ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

—ওকে বলে দিও আমি মানুষ। পৃথিবীর কোন এক জায়গায় কোন একসময়ে জন্মেছিলাম বলেই আমি মানুষ।

পার্থরা ঘর ছেড়ে যাবার আগে বলে—আপনি অনেক ঘরের কথা বলেছেন গুহা পথে। আমাদের ঘুমিয়ে নিতেও বলেছেন। এই গুহা কি খুব লম্বা ?

—হ্যাঁ। তোমরা যে ভাবে চলছ তাতে শেষ সীমায় পৌঁছোতে বার তিন চার সূর্য উঠবে আর ডুববে।

শিবু গুটি গুটি ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলে ওঠে —সর্বনাশ। একটা ফলে কিছুই হবে না যে।

ঋষি বলেন—তোমরা যে ফল খেয়েছ তাতে তিন চার দিন না খেয়েও চলবে।

পার্থ একটু ইতস্তত করে বলে—এই গুহা থেকে বের হবার অন্য পথ আছে ?

গম্ভীর স্বরে তিনি উত্তর দেন—নিজেরা খুঁজে দেখ। অন্যের মুখাপেক্ষী হতে চাও কেন ?

—যদি না থাকে, আমরা কোনদিন বাইরে যেতে পারব ?

—তোমাদের আশা দিতে পারি না। তবে একেবারে নিরাশ করব না। নিজেরা চেষ্টা কর। তোমাদের সত্য স্যার যা বলেন, মন দিয়ে শোনো না দেখছি।

পিণ্টু অবাক হয়ে বলে—আপনি সত্য স্যারের কথাও জানেন ?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ। তার বড় দুরবস্থা চলছে।

পার্থদের চোখ ছলছল করে ওঠে। ওরা জানে ওদেরই জন্যে স্যারের দুরবস্থা। তাঁর অসুস্থতাও বেড়েছে কিনা কে জানে। মনের মধ্যে ওদের সব সময় সত্য স্যার উপস্থিত। তিনি ওদের কাছে অনেক—অনেক উঁচু। এই ঋষির চেয়েও উঁচু।

সন্ন্যাসী বলে ওঠেন—সাবাস। এই তো চাই।

ওরা তিনজনে একসঙ্গে থরথর করে কেঁপে ওঠে। ভয়ে নয়—আবেগে।

বিদায় নেবার আগে পার্থ সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে। তার দেখাদেখি ওরা দুজনও করে।

পার্থ সন্ন্যাসীকে বলে—একটা প্রশ্ন করব আপনাকে?

করবে না কেন? অবশ্যই করবে।

আপনি এই বিশাল ঘরে থাকেন। এই ঘর পাহাড়ের গুহার মতো নয়। আমি পাহাড়ের গুহা দেখেছি। এই ঘর দেখলে মনে হয় মানুষ তৈরী করেছে। জীবনে একবারই আমার কাকা আমাকে ভুবনেশ্বরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে উদয়গিরি, খণ্ডগিরি দেখেছি। মানুষের তৈরী সব গুহা। শুনেছি পুরাকালে ঋষিরা সেখানে ধ্যান করতেন। এই গুহা অনেকটা সেইরকম।

সন্ন্যাসী সপ্রশংস দৃষ্টিতে পার্থের দিকে চেয়ে বলেন—তুমি খুব বুদ্ধিমান। তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা রয়েছে। তোমাদের যাত্রা পথে ছোট বড় অনেক ঘর রয়েছে। সবগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে পড়বে না। কিছু কিছু ঘর গুপ্তভাবেও রয়েছে। তবে যেগুলো দৃষ্টিতে পড়বে আর যেখানে বিশ্রাম নেবে, সেগুলোও এই রকমেরই। হয়ত সেখানে তোমাদের অন্য কিছুও চোখে পড়তে পারে। তোমরা ফিরে এলে শোনা যাবে।

শিবু বলে ওঠে—দেন উই শ্যাল রিটার্ন।

—সেটা তোমাদের বুদ্ধি ধৈর্য আর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে।

সন্ন্যাসীর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে গুহার পথ ধরে এবার এগিয়ে চলে ওরা। অন্ধকার শুধু অন্ধকার। অতি সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। সন্ন্যাসী ওদের সঙ্গে আলো দেননি। টর্চও

BanglaBook.org

আনেনি কলকাতা থেকে। সত্য স্যার এনেছেন। ক্যাম্প করে তিনি অভ্যস্ত। কলকাতার মতো অন্য জায়গায় রাত্রে রাস্তায় আলো থাকে না, এ খবর জানলেও উপলব্ধি করেনি ওরা। টর্চ নেবার অভ্যাস নেই বলেই এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটি আনার কথা মনে পড়েনি।

সন্ন্যাসী বলেছেন, গুহার পথ মসৃণ। সুতরাং খাদের মধ্যে পড়ার ভয় নেই। কিন্তু গুহা তো রেড রোডের মতো সোজা নয়। কত বাঁক রয়েছে এখানে। মাঝে মাঝে পাথরের গায়ে হাত রেখে চলতে হয়।

চলতে চলতে অনেকক্ষণ কেটে যায়। সন্ন্যাসীর কথা মতো অনুসন্ধান চালিয়ে গুহার গায়ে এপর্যন্ত ওরা তিনটি ঘরের সন্ধান পেয়েছে। আর প্রতিটি ঘরে ঢুকতে গিয়ে পিন্টু বলেছে—এবারে একটা কংকাল কিংবা মমির গায়ে ধাক্কা লেগে উল্টে যাব।

ওর কথায় পার্থদেরও থমকে যেতে হয়েছে। তারপর ভেবেছে, তেমন কিছু থাকলে সন্ন্যাসী নিশ্চয় জানাতেন। আসলে সন্ন্যাসী ছাড়া এই গুহায় মানুষ বলতে তারা তিনজনই প্রবেশ করেছে পৃথিবীর জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত।

পিন্টু বলে—হ্যাঁরে সন্ন্যাসীকে জলের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি তো?

শিবু বলে ওঠে ইয়েস। মস্ত ভুল হয়েছে।

পার্থ বলে—তোদের পিপাসা পেয়েছে নাকি?

—তা পায়নি বটে।

—আগে পাক।

সন্ন্যাসী বলেছেন, তিন চারদিনের পথ। সুতরাং ওরা নিশ্চিন্তে চলে। খিদের বালাই নেই। দুর্বলও হয়ে পড়বে না। আহা এমনটি যদি কলকাতায় হতো বড় ভাল হতো। এই ফল পেলে খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু ফলের মধ্যে একটিও বীচি নেই যে পকেটে রেখে দেয়। কখনো মুক্তির সুযোগ এলে কলকাতায় গিয়ে কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দিত।

কিন্তু সন্ন্যাসী ওদের ফিরে যাবার ব্যাপারে কোন কথা দেননি। কোনদিনই হয়ত ফিরতে পারবে না। এখানে ফল খেয়ে খেয়ে

BanglaBook.org

কাটাতে হবে। তারপর তারাও সন্ন্যাসীর কাছে ধ্যান শিখে মুনি ঋষি হয়ে যাবে। ওদের যখন লম্বা দাড়ি হবে তখন হাজার বছর কেটে যাবে।

কথাটা ভাবতে গিয়ে মনের ভেতরে হু হু করে ওঠে। কলকাতার চেনা মুখগুলো একের পর এক চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ওরা ধ্যান শিখে সব জায়গায় যেতে পারবে সন্ন্যাসীর মতো। তখন কলকাতায় গিয়ে দেখবে সেই কলকাতা আর নেই। সেই সব রাস্তাও নেই। মুখগুলো মুছে গিয়েছে। লোকেরা হাজার বছর আগের প্রথম চন্দ্র যানের তারিখ নিয়ে গবেষণা করছে। সেই তারিখ নির্ভুল কিনা প্রমাণ করতে চাইছে।

কথাগুলো মনে হতে চোখের কোণ ভিজে ভিজে লাগে। রমানাথ পাল রোডের মোড়ের ময়লা পুঁটলি বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় যে পাগলটা তাকেও বড় আপনার ধন বলে মনে হয়।

অবশেষে তাদের ক্লান্তি আসে। ঘুমে চোখের পাতা বারবার ভারী হয়ে আসে। আলোর এতটুকু আভাসও নেই কোথাও। অন্ধকার। শুধু অন্ধকার।

শিবু বলে আর পারছি না।

পিণ্টু বলে—আমিও না।

পার্থ বলে—আগে একটা ঘর খুঁজে বার কর। পথে বসে বিশ্রাম করা সাধুজীর মানা।

শিবু বলে—কিন্তু কারণটা কি ?

—হয়ত পাথর টাথর গড়িয়ে পড়তে পারে।

—এই মুহূর্তে গড়িয়ে পড়লে কি হবে ? কিছুই করতে পারবি না। চাপা পড়ে মরতে হবে।

পার্থ বলে—শোন শিবু। এখন বুদ্ধি খাটিয়ে কারণ বের করে লাভ নেই। এখানকার কিছুই আমরা জানি না। সন্ন্যাসীর কথা বেদবাক্য।

পিণ্টু মন্তব্য করে—আমার তো জায়গাটাকে পৃথিবী বলেই মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, স্বর্গ-টর্গ কিছু হবে।

শিবু টিপ্পনি কাটে—স্বর্গ নয়—নরক। স্বর্গে আলো ফুট্‌ফুট্ করে। পারিজাত ফুল ফুটে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে পাখনা

BanglaBook.org

মেলে অপ্সরা উড়তে থাকে। তাছাড়া কার্তিক গণেশরা মর্নিং ওয়াক করে।

পার্থ হাসে। জোরে হাসে না বলে অন্ধকারে ওরা বুঝতে পারে না।

পিণ্টু বলে—শিবুরে তোর মুখখানা মনে হচ্ছে কত দিন দেখি নি। বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।

—দেখলি যে একবার সন্ন্যাসীর ঘরে ?

—সেও যেন কতযুগ আগে। তাছাড়া মোমবাতির আলোয় কেমন লাল দেখাচ্ছিল। তোর আসল মুখ মানে সূর্যের আলোয় মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে।

—ডোণ্ট টক রাবিশ। ইউ টিজিং মী। আই নাও ফিলিং স্লিপি।

পার্থ বলে – তোর ইংরিজির সত্যিই উন্নতি হয়েছে। ক্রিয়াপদ-গুলো মিস করিস যদিও। লোকে ঠিক কথাই বলে।

—কি বলে ?

—বিপদে না পড়লে মানুষের বুদ্ধি খোলে না।

শিবু কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে—পার্থ, শেষে তুইও লেগ পুলিং করছিস ?

—না। আমি সত্যি কথা বলছি।

ওরা একটা ঘরের সন্ধান পায় অবশেষে। তাড়াতাড়ি সেখানে ঢুকে পড়ে। ঘরটা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেখে, বেশ ছোটো খাটো। ওদের বাড়ীর ঘরের চেয়েও ছোটো।

পাথরের ওপরে শুয়ে পড়ে ওরা। সত্যি সত্যি। কোন অসুবিধা অনুভবের অবস্থা ছিল না।

শিবু হাই তুলে বলে—আঃ বাঁচলাম। এখন কয়টা বাজে রে পিণ্টু ?

—তুই-ই বল।

—আন্দাজে বল না। আমাদের ঘড়ি নেই জানি। থাকলেও রেডিয়ামের ঘড়ি না হলে দেখতে পেতাম না।

পিণ্টু বিরক্ত কণ্ঠে বলে—বারোটা থেকে বারোটার মধ্যে যেকোন একটা সময়।

BanglaBook.org

—কোন বারোটা থেকে কোন বারোটা ?

—দিন বারোটা থেকে দিন বারোটা।

তার মানে চব্বিশ ঘণ্টা ?

—হ্যাঁ। ঘুমোবি না ?

—না। এবারে তোর মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে। তোর ঠোঁটের নীচের তিলটা এখনো আছে নাকি রে ?

—ভাল হচ্ছে না শিবু।

শিবু জোরে হেসে ওঠে।

পার্থ বলে—আমার মনে হচ্ছে এখন অনেক রাত।

পিণ্টু বলে—অন্ধের কিবা রাত, কিবা দিন।

শিবু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—ওরে বাবা! এটা কি ?

পিণ্টু বলে ওঠে—কি হ'ল ?

—হাতে কি যেন ঠেকল।

—সাপ ?

—ননসেন্স। স্নেক ইন কোল্ড ? গোল্ডেন স্টোন পট ?

পার্থ বলে—সেটা আবার কি ?

—বাংলায় যাকে বলে সোনার পাথরের বাটি। ঠাণ্ডায় সাপ থাকে ?

—হাতে কি ঠেকল তাই বল না।

—মনে হচ্ছে—দাঁড়া দেখি। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ছোট মোমবাতি।

একটু টেস্ট করে দেখব ?

পিণ্টু বলে—দ্যাখ।

যদি বিষ হয় ? যদি মরে যাই ?

পিণ্টু রেগে গিয়ে বলে—আমরা দু'দিন কাঁদব। তারপর ভুলে যাব।

—দেখলি পার্থ। ওর মেণ্টালিটি দেখলি ?

—ঘুমো তোরা।

—না, আমি টেস্ট করছি, মরি মরব।

পিণ্টু বলে ওঠে—কি দরকার ওস্তাদি করার। বাদ দে।

শিবু বলে ওঠে—হ্যাঁ হানড্রেড পারসেণ্ট সিওর আমি। এটা মোমবাতি।

BanglaBook.org

পিণ্টু একটু চুপ করে থেকে বলে—এই শিবু।

বল।

—মরিসনি তো ?

বুঝতে পারছি না। যা অন্ধকার। মোমবাতি দিলে যখন, দেশলাই কেন দিলে না বিধি হে।

—সে আবার কি ?

—ডেণ্ট মিশন রো তে একদিন একটা মেয়ে এই রকমের কবিতা পড়ছিল।

পার্থ বলে—মোমবাতির পলতে থাকে।

শিবু বলে—হ্যাঁ আছে। পলতে, না সলতে রে ?

পার্থ বলে মনে হয় দুটোই।

পিণ্টু বলে—তেনা না ন্যাতা রে ?

পার্থ বলে—ন্যাতা দিয়ে ঘর লেপা হয়।

—আর তেনা ? তার মানে ?

—মনে হয়, ছেঁড়া কাপড়ের অংশ।

শিবু বলে ওঠে—পেয়েছি মনে হচ্ছে।

—কি পেলি আবার।

—বিধি দিয়েছেন মনে হচ্ছে।

পিণ্টু ক্ষেপে গিয়ে বলে—বল না কি।

দু' টুকরো পাথর।

—চকমকি ?

—বোধহয়। দাঁড়া দেখি।

শিবু ঠকঠক করে ঠোকে। ওরা আগ্নি স্ফুলিঙ্গ দেখতে পায়।

আরে ব্বাস ! পার্থ, শিবুর জবাব নেই।

পার্থ বলে—কিন্তু তারপর ? আগুনটা ধরাবি কিসে ?

—তাইতো।

শিবু বলে—আমার ঠাকুরদা বলতেন, চকমকির আগুন ধরে রাখতে শোলার দরকার হয়।

পার্থ বলে—সেটাই সত্যি হবে নিশ্চয়।

—তাহলে কোন লাভ হবে না ?

—এক কাজ কর। মোমবাতির পলতের কাছে ঠুকে যা।

BanglaBook.org

হঠাৎ যদি জ্বলে ওঠে।

পিণ্টু আওড়ে যায়—ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা—

পার্থ বলে কি বলছিস যা তা।

—না, ভাবছিলাম কোন গুণ থাকলে মানুষ শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়।

শিবু দাঁতে দাঁত চেপে পাথর ঠুকতে ঠুকতে বলে ওঠে—পরিশ্রম। হার্ড লেবার।

দপ করে মোমবাতি জ্বলে ওঠে। বিশেষ ধরণের পলতে নিশ্চয়। ওরা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

শিবু তার মুখখানা পিণ্টুর সামনে নিয়ে গিয়ে বলে—এই-বার মুখখানা দেখে নে। তুই কাতর হয়ে পড়েছিলি না দেখে দেখে।

—এ মুখ তো রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো দেখতে লাগছে। সূর্যের আলোয় দেখতে চেয়েছিলাম।

এ জীবনে তাহলে আর দেখতে হবে না।

পার্থের কিন্তু এদের কথাবার্তার দিকে একটুও খেয়াল নেই।

সে ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকের দেয়ালের দিকে দেখছে।

শিবু বলে—কি দেখছিস রে পার্থ ?

পার্থ আঙুল তুলে দেয়ালের একদিকে দেখিয়ে দেয়। সেখানে কে বা কারা যেন কিছু লিখে বা এঁকে রেখেছে। ওরা মুহূর্তে বুঝতে পারে। এই গুহায় ওরাই প্রথম মানুষ নয়। অন্য কারও পদার্পণ ঘটেছে। সন্ন্যাসী কখনই নন। তিনি ওভাবে কিছু এঁকে রাখতেন না।

শিবু মোমবাতি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার সঙ্গে ওরা দুজনেও উঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে দেয়ালের কাছে এগিয়ে যায়। মোমবাতির সীমিত আলোতেও রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওরা লক্ষ্য করে জ্যামিতির সব রকমের রেখাই রয়েছে দেয়ালে। ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ, বৃত্ত ইত্যাদি। সেই সঙ্গে কিছু লেখা। আর রয়েছে অদ্ভুত ধরণের মানুষের মুখ। সেই মুখ মনে হয় অর্ধেকটা মুখোশ কিংবা অন্য কোন শিরস্ত্রাণ দিয়ে ঢাকা। বিশেষ করে কানের দুপাশে। আজকাল গান গাইতে হলে, কিংবা লোকসভার সদস্যদের দুইকানে

BanglaBook.org

যেমন থাকে। মুখগুলোর মাথার ওপরে ডিস্ক এ্যান্টেনার মতো কি সব লাগানো রয়েছে। ওরা অনেকক্ষণ ভেবেও ঠিক বুঝতে পারে না। সত্য স্যার থাকলে বলে দিতে পারতেন।

শিবু বলে—থাউস্যান্ড ইয়ার ওল্ড।

পার্থ বলে—এক হাজার বছর তো সেদিনের কথা। আমার মনে হয় কয়েক লক্ষ বছর আগেরও হতে পারে।

পিন্টু সমঝদারের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে পার্থকে সমর্থন জানায়।

পার্থ বলে—এবারে আমাদের ঘুমোতে হবে। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমরা ক্লান্ত।

শিবু বলে মোমবাতি কি করব? জ্বলবে?

—পাগল হয়েছিস? নিভিয়ে দে। একবার যখন জ্বলেছে পরে আর অসুবিধা হবে না। শুধু হারিয়ে ফেলিস না।

ওরা আবার পাথরের মেঝেতে শুয়ে পড়ে। এখন ঘরটা চেনা হয়ে যাওয়ায় ওদের আপন আপন লাগে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়!

অনেকক্ষণ পরে একে একে ওদের ঘুম ভাঙে। প্রথমে পার্থ জেগে ওঠে। পাশে হাত দিয়ে দেখে পিন্টু আর শিবু তখনো ঘুমোচ্ছে। ওদের না জাগিয়ে অন্ধকারের মধ্যে সে চেয়ে থাকে। ভাবে, এত অক্সিজেন কোথা থেকে আসছে? এতটুকু ফাটলও তো দেখা গেল না এ পর্যন্ত।

হঠাৎ সে কান খাড়া করে। কিসের শব্দ যেন? মনে হচ্ছে কেউ যেন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। অথচ মানুষের পায়ের শব্দের মতো নয়। মানুষ জুতো পরে। এ শব্দ জুতো কিংবা অন্য কোন পাদুকার নয়। অথচ বেশ বোঝা যায় একটা কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন জন্তু জানোয়ার নাকি?

পার্থ সতর্ক হয়। সে বুঝতে পারে না শব্দটা কোথা থেকে আসছে। পাহাড়ের ওপর থেকে কি? গুহা পথ থেকে? সন্ন্যাসী তো নন?

একবার ভাবে, শিবু আর পিন্টুকে জাগিয়ে দেয়। পরমুহূর্তে ভাবে জাগিয়ে লাভ নেই। ঘুমোক।

BanglaBook.org

একটা পাথর সশব্দে পড়ে দূরে কোথাও। কেউ যেন ছুঁড়ে দিল।

পিণ্টু ফিসফিস করে বলে,—পার্থ জেগে আছিস ?

—হুঁ।

—শুনেছিস ?

—হ্যাঁ !

—কিসের শব্দ রে ?

—জানি না।

শিবু বলে ওঠে—আমি জানি।

—কিসের ?

—পাহাড়ের ওপরে শব্দটা হচ্ছে। আমরা ভাবছি ভেতরে।

—বাজে কথা। ওপরের শব্দ নীচে আসতেই পারে না। এ দোতলা বাড়ী নয়।

পার্থ বলে—আমি চলাফেরার শব্দও শুনেছি।

শিবু বলে—তাহলে যে এখানেই শুকিয়ে মরতে হবে।

পিণ্টু বলে সন্ন্যাসীও হতে পারেন। ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শিবু উৎসাহিত হয়ে বলে—তা হতে পারে। ওঁরই তো রাজত্ব।

ওরা তিনজনে আবার ঘর থেকে বের হয়ে চলতে শুরু করে। না চলে উপায় নেই। তাছাড়া সন্ন্যাসী মোটামুটি একটা ভরসা দিয়েছেন। ওরা প্রত্যেকে পকেটের ফল দেখে নেয়। ওই ফলই তাদের একমাত্র খাদ্য। শিবু মোম আর চকমকিও দেখে নেয়।

চলতে চলতে শিবু বলে—আচ্ছা, আমরা কেঁদে বাইরে যাবার বায়না ধরলে সন্ন্যাসী আমাদের মুক্ত করে দিতেন না ?

পিণ্টু বলে—তিনি তো তোকে বর দিয়েছিলেন। তুই খেতে চাইলি। মুক্তি চাসনি। চাইলে পেতিস।

—আমার মনে ছিল না।

—আমারও ভুল হয়ে গিয়েছিল।

পার্থ বলে—আমি মুক্তির কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু ভেতরের রহস্য দেখে নেবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। তাই শিবুকেই বর চাইতে বললাম।

পিণ্টু বলে—এখন মনে হচ্ছে, আমারও সেই মতলব ছিল।

BanglaBook.org

ভেবেছিলাম, গুহার কোথাও হীরে জহরৎ পাওয়া যেতে পারে।

শিবু বলে—তুই বরাবরের লোভী।

—না। আমার সেই সাধুর কথা মনে হলো। তোর বাড়ীতে এসে বলেছিলেন, হিমালয় হলো রত্নাকর।

—ওটা কথার কথা। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের সব মাথা মোটা।

—তোর সঙ্গে আমি তর্ক করব না। মুখ না দেখে তর্ক করা যায় না। তবে একটা কথা শুনে রাখ, আবিষ্কারে যতটা আনন্দ পাওয়া যায় ইংরিজি কপচিয়ে ততটা পাওয়া যায় না।

পার্থ বলে তোরা ক্ষেপে গেলি নাকি? এটা কি রামকমল ষ্ট্রীট? বাঁচি কি মরি ঠিক নেই। চুপ কর।

ঠিক সেই সময় ওদের মাথার ওপর অনেক উঁচুতে এক অদ্ভুত ধরণের শব্দ শোনা যায়। থেমে যায় ওরা এক জায়গায়। শব্দটা যে কত উঁচুতে বুঝতে পারে না।

পার্থ বলে বুঝলি পিণ্টু, শিবুর কথাই ঠিক। আগের শব্দও বোধহয় পাহাড়ের ওপরে হয়েছিল।

পিণ্টু বলে—শিবু আন্দাজে দু একটা সত্যি কথা বলে ফেলে মাঝে মাঝে।

শিবু চেঁচিয়ে ওঠার আগেই ওপর থেকে কী যেন ভেঙে পড়ায় শব্দ হয়। ওরা তাড়াতাড়ি দেয়ালের গায়ের সঙ্গে সেঁটে যায়। ওদের সামান্য দূরে বিরাট কিছু সশব্দে পড়ে ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। ওদের গায়ে ছিটকে লাগে।

পার্থ বলে - বরফ।

পিণ্টু বলে—তাই তো রে!

শিবু বলে—ওরে বাবা! বরফ আবার কি করে এল। গুহাটা তো বরফ প্রুফই জানতাম। আরে একি! এযে আলো! সূর্যের আলো।

ওরা তিনজনেই চেঁচিয়ে উঠেছিল আনন্দে। সত্যিই সূর্যের আলোর রশ্মি এসে পড়েছিল গুহায়। সেই আলোয় ভেঙে পড়া বরফের টুকরোগুলো লক্ষ হীরার মতো জ্বলজ্বল করছে।

ওরা আনন্দে হাততালি দিতে থাকে। পরস্পরের মুখের দিকে

BanglaBook.org

হাসতে হাসতে চাইতে থাকে।

শিবু পিণ্টুর সামনে নিজের মুখখানা নিয়ে গিয়ে দুহাতে চেপে ধরে বলে—এই দ্যাখ। দেখে নে পিণ্টু সূর্যের আলোয় আমার মুখখানা। কী মজা! তাই না রে?

পিণ্টু হেসে বলে—আরে, তোর নাকের পাশের তিলটা এখনও আছে দেখছি।

যেখান থেকে আলো এসে পড়ছিল, পার্থ এগিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকায়। বিরাট একটা সুড়ঙ্গ মতো উঠে গিয়েছে অনেক উঁচুতে। তারই মাথার ওপর সূর্য দেখা যাচ্ছে। অনেক অনেক উঁচুতে। ওই পথে ওপরে ওঠার কথা কল্পনাও করা যায় না। ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে নীচে নামা যেতে পারে। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। কারণ বুদ্ধিমান মানুষ পাহাড়ের ওপরে উঠলেও দড়ির সাহায্যে এই অন্ধকার গহ্বরে নামতে চাইবে না।

একটা পথ যখন পাওয়া গেল তখন আরও পথ থাকলেও থাকতে পারে। সেই পথে বাইরে যাওয়া হয়ত খুব অসম্ভব নাও হতে পারে। এই সুড়ঙ্গ দিয়ে বাইরের আলো বাতাস ছাড়া আর কিছু আসা সম্ভব নয়। এই পথ দিয়ে মানুষ কখনই ওপরে উঠতে পারবে না। তাদের পরিত্যক্ত নিঃশ্বাসের কার্বনডাইঅক্সাইড শুধু ওপরে উঠে যেতে পারে। পিণ্টু আর শিবু পকেট থেকে ওদের ফল বের করে সূর্যের আলোয় তার রঙ দেখে নেয় ভাল করে। রঙও অদ্ভুত।

পিণ্টু বলে এতক্ষণে একটু পৃথিবী—পৃথিবী লাগছে। তাই না রে শিবু?

যা বলেছিস। নাইদার হেভেন নর হেল। লাইট ও মোর লাইট।

সূর্য গহ্বরের মাথা থেকে সরে যায়। তাই জায়গাটা আলোকিত থাকলেও রশ্মি থাকে না। মন খারাপ হয়ে যায় ওদের। তবে ওরা গুহার চারিদিক পরীক্ষা করে দেখে নেয়। পাথরের দেয়াল। লালচে আর কালো রঙের পথটা সত্যিই মসৃণ। মনে হয় ঠিক যেন মানুষের তৈরী। ওরা পাশের দেয়ালে একটা ঘর দেখতে পায়। ঘরটাও একেবারে প্রকৃতির খেয়ালে হয়েছে বলে মনে হয় না।

সব দেখে শুনে তিনজনে রীতিমত অবাক হয়ে যায়। সত্যিই

BanglaBook.org

মানুষে তৈরী করেনি তো! যে ঘরে তারা ঘুমিয়েছিল সেই ঘর দেখে বুদ্ধিমান প্রাণীর পদার্পণের স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। অথচ বাইরের ওই পুরু বরফ ভেদ করে এখানে আসার কথা কল্পনাই করা যায় না। ওরা তিনজন প্রকৃতির খেয়ালের বসে এখানে চলে এসেছে। গুহা তৈরী করার প্রস্তুতি নিয়ে এখানে আসা যায় না। সন্ন্যাসীর কথা আলাদা। তিনি সব কিছুই জানেন। কখন ধস্ নামবে, তাঁর অজানা নয় সে কথা। তাছাড়া তিনি তাঁর দেহকে বোধহয় সূক্ষ্ম করে ফেলতে পারেন।

শিবু বলে—আমি বুঝেছি ব্যাপারটা।

—কি রকম? পার্থ কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

—পিণ্টুকে আগে জিজ্ঞাসা করে নে। ও তো আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। আই ওনলি স্পীক ইংলিশ।

পিণ্টু শিবুকে জড়িয়ে ধরে বলে—বলে ফেল ভাই।

শিবু পিণ্টুর কাঁধের ওপর হাত রেখে বলে—এটা হচ্ছে যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গে যাবার পথ। এই পথ দিয়েই তিনি কৈলাশের দিকে গিয়েছিলেন। তাঁর জন্যে ময়দানব এই পথ তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেই ঘরের দেয়ালে তারই চিহ্ন।

পিণ্টু বলে—একটা টর্চ আর একটা আতস কাঁচ আনলে হতো।

—কেন?

—যদি খড়মের ছাপের ওপর কুকুরের পায়ের ছাপ দেখতে পেতাম তাহলে সত্য প্রমাণিত হতো। মোমবাতির আলোয় হবে না।

—তার মানে? তুই এখনো—

—না রে। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একটা শুধু কুকুর অনেক দূর অবধি গিয়েছিল বলে শুনেছিলাম যেন। আমি তোর কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি ভাই। তুই দারুণ বলেছিস। এ কথা পার্থও স্বীকার করতে বাধ্য।

কিন্তু শিবু হঠাৎ পিণ্টুকে ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—ওরে বাবা।

—কি হলো আবার?

—ওই দ্যাখ।

ওরা একসঙ্গে চেয়ে দেখে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ঝুরঝুর করে বরফ

BanglaBook.org

ঝরে পড়তে শুরু করেছে আবার। গুহার আলো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে বারে বারে। একটা সচল জীবের ছায়া পড়ছে।

পার্থ ওপর দিকে চেয়ে দেখে সত্যিই কী যেন একটা নেমে আসছে। নেমে আসছে অদ্ভুত কৌশলে। মানুষ এভাবে নামতে পারে না। জীবটি মানুষের চেয়ে অনেক বড়ও বটে।

আত্মগোপন করার জন্যে ওরা ছুটে পাশের ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। সেখান থেকে সামান্য মাথা উঁচু করে চেয়ে চেয়ে দেখে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা ভারী কিছু সুড়ঙ্গ থেকে লাফিয়ে পড়ে গুহা-পথের ওপর। অত উঁচু থেকে মানুষ লাফিয়ে পড়লে তার হাড়-গোড় কিছুই থাকত না।

পার্থরা দেখতে পায় একটা শ্বেত ভালুক। পর মুহূর্তেই তাদের ভুল ভেঙে যায়। সাদা জীবটি মাটির ওপর দুপায়ে বেশ স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়ায়। ভালুকও অনেক সময় দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায় বটে কিন্তু বেশ বুঝতে পারা যায় যে তারা চতুষ্পদ জন্তু। কিন্তু এই জীবটি দ্বিপদ। তাই মেরুপ্রদেশের শ্বেত ভল্লুক নয়। এর হাত মানুষের হাতের মতো। বাঁদরের জাতের চেয়েও উন্নত জীবটি চলতে শুরু করে। যেদিক থেকে পার্থরা এসেছে, সেদিকে যায় সে। তার দুহাতে ভর্তি কতকগুলো জিনিস। এসব নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে নামল কি করে?

শিবু কাঁপা গলায় বলে—ইয়েতি।

পিন্টু বলে—যদি বেঁচে থাকতাম, পৃথিবীর লোকদের বলতে পারতাম।

শিবু বলে—আর বাঁচতে হবে না। খরচের খাতায় নাম লিখে রাখ আমাদের।

ইয়েতি খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়। ওরা ঘর থেকে বের হয়ে আগের জায়গায় এসে দাঁড়ায়।

পার্থ মাটি থেকে একটা জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে বলে—এ যে সন্ন্যাসীর দেওয়া ফল। কার পকেট থেকে পড়ল?

সবাই দেখে নেয় প্রত্যেকের ফল রয়েছে।

শিবু বলে—নির্ঘাত ইয়েতি এনেছে। সন্ন্যাসীকে দিতে গেল নাকি?

BanglaBook.org

পার্থ বলে—হতে পারে। সেটাই সম্ভব। আশ্চর্য!

পিণ্টু বলে—এখান থেকে সরে পড়াই ভাল। এটা হল ইয়েতির আসা-যাওয়ার পথ। কে জানে ক'টা ইয়েতি আছে।

ওরা আবার চলতে শুরু করে। সুড়ঙ্গের আলো গুহা পথকে বেশীদূর আলোকিত করতে পারে নি। তাই আবার ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়ে ওরা।

পার্থ বলে—দেখে মনে হলো, ইয়েতিরা অনায়াসে বরফ ভেঙে ফেলতে পারে। কতবড় বরফ ওপর থেকে ফেলল দেখলি তো? ওরা বোধহয় বুঝতে পারে বরফের নীচে কোথায় গোপন পথ আছে। তাই রাধানাথ শিকদার শৃঙ্গে ওঠার সময় ইয়েতিদের পায়ের ছাপ দেখতে পেলেও জীবটিকে কেউ দেখতে পায় নি কখনো। মানুষ দেখেই বরফ ভেঙ্গে গুহার মধ্যে আশ্রয় নেয়।

শিবু বলে—তাহলে হিংস্র নয় নিশ্চয়।

—কে জানে? মনে হয় ওরা মানুষের মতোই বুদ্ধিমান। দেখলি না? ওরা বোধহয় সংখ্যায় খুব অল্প। তাই মানুষকে এড়িয়ে যায়।

হাতড়াতে হাতড়াতে তিনজনে চলতে থাকে। মনে তাদের নতুন দুশ্চিন্তার ছায়া। ইয়েতির উপস্থিতি ওদের কিছুটা চঞ্চল করে তুলেছে। কখন সামনে এসে হাজির হবে কে জানে। তেমন অবস্থায় ইয়েতি কি করবে ওদের জানা নেই।

ওরা পথের পাশের ঘরের মধ্যে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে নিয়ে চলতে থাকে। শেষে খিদে পায় এক সময়।

শিবুই প্রথম প্রশ্ন করে—তোদের খিদে পায়নি?

পিণ্টু বলে—হ্যাঁ রে। চোঁ চোঁ করছে পেটের মধ্যে।

পার্থ বলে—তার মানে হচ্ছে তিনদিন পার হয়েছে। সন্ন্যাসী বলেছিলেন তিন চারদিন পর দ্বিতীয় ফল খাবার দরকার হবে।

একটা ছোট্ট ঘরে বসে দ্বিতীয় ফল খেতে শুরু করে ওরা। একটু একটু করে ভেঙে মুখে দিতে থাকে। সেই সময় কেউ কোন কথা বলতে পারে না। অতি সুস্বাদু জিনিষ খাওয়ার সময় মানুষ এমনিতেই কথা বলতে চায় না। কথা বললে খাওয়ার মজা পাওয়া যায় না। আর এই ফলের স্বাদ তো কলকাতার কেউ কল্পনাও

BanglaBook.org

করতে পারে না। শুধু কলকাতা কেন সারা পৃথিবীর কেউ এত সুস্বাদু ফল খেয়েছে বলে মনে হয় না।

খাওয়া শেষ হলে ওরা সজীব হয়ে ওঠে। পিণ্টু তখন বলে—কি ভাবছি জানিস্ ?

শিবু বলে—কি ?

—আমরা বোধহয় অমর হয়ে গিয়েছি।

—তার মানে ?

—ওই সন্ন্যাসীও অমর। আমরাও অমর হয়ে গেলাম।

—কেন ? বলে ফেল না তাড়াতাড়ি।

—এই ফল বোধহয় অমৃত দিয়ে তৈরী।

শিবু পিণ্টুকে চেপে ধরে বলে—ঠিক বলেছিস তো। আমার মাথাতেই আসেনি। তোর কি মনে হয় রে পার্থ ?

পার্থ বলে—অত সহজে অমর হওয়া যায় না। দেবতাদের অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ইয়েতি এলেই বুঝবি আমরা অমর নই।

শিবু বলে—আমাদের তবু ফিরে যেতে হবে। এই যে ফল খেলাম, এর মেয়াদ তিনদিন। এই ক'দিনে সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে না গিয়ে উপায় নেই।

পিণ্টু বলে—কিন্তু ইয়েতি ?

—উপায় নেই। ঝুঁকি নিতে হবে। না খেয়ে মরতে পারব না।

পার্থ বলে—একবার যখন এদিকে এসেছি, শেষ না দেখে কিছুতেই যাব না। দুদিন না খেয়েও লোকে থাকতে পারে। আমাদের তো একটা বাড়তি ফল রয়েছে সঙ্গে। সেটা তিন ভাগ করে খেয়ে ফেলব দরকার হলে।

পিণ্টু বলে—কিন্তু এর শেষ কোথায় তা তো জানি না।

—শেষ আছেই কোথাও।

—দুটো করে ফল আনলে বড় ভাল হতো।

পার্থ হেসে ওঠে। ওরা এই গুহায় চলতে চলতে যখন হাসে জোরেই হাসে। মুচকি হাসলে অন্য দুজন দেখতে পাবে না। বুঝতেও পারবে না। তাই অমন হাসির মূল্য নেই। একজন গলা ফাটিয়ে হাসলে অন্য দুজনা বেশ উৎসাহ পায়। গুমোট ভাব কেটে গিয়ে মন হালকা হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

আরও কিছুটা চলার পর ওরা অনুভব করে অন্ধকার ঠিক ততটা জমাট বাঁধা নয়। পরস্পর পরস্পরকে দেখতে না পেলেও কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে যেন।

শিবু বলে ওঠে—একি হলো। তোদের একটু একটু দেখতে পাচ্ছি যেন ?

পিণ্টু বলে—তাই তো রে। নিশ্চয় আলো-টালো আসছে ওপর থেকে।

পার্থ বলে—আর একটা ভেনটিলেটার হয়ত। এতে লাভ হবে কি ? আমার মনে হচ্ছে গুহার শেষে অদ্ভুত একটা কিছু দেখব।

শিবু বলে—কিং সলোমনস মাইন্‌স।

পার্থ হাসে।

যত চলে তিনজনে অন্ধকার ততই হালকা হয়ে আসে। নিজেদের জামা কাপড় একটু একটু দেখতে পায় তারা। আরও এগোলে পাশের দেওয়ালও দেখা যায়।

পার্থ বলে—আমরা ওপর দিকে উঠছি।

শিবু বলে—হ্যাঁ।

পিণ্টু প্রশ্ন করে—কি করে বুঝলি ?

শিবু বলে—খুব সোজা। পায়ে জোর লাগছে চলার সময়। মাঝেরহাট ব্রীজে উঠলে যেমন মনে হয়।

আরও এগিয়ে গেলে আলোর জোর বাড়ে। একেবারে দিনের আলো। এই আলোয় ওরা দেখতে পায় সামনের পথ ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। আর সেই পথ সরু হয়ে আসছে।

পার্থ বলে—মনে হচ্ছে এবার গুহার শেষ।

শিবু বলে—লাভ কি হলো ?

পিণ্টু বলে—আমার ভীষণ শীত করছে। তোদের ?

সেই মুহূর্তে বাকী দুজনাও হিমেল হাওয়ার স্পর্শ পায়। কেউ যেন তাদের মাথায় বরফের জল ঢেলে দিল। ওরা তিনজনেই কাঁপতে থাকে।

শিবু বলে—নর্থ পোল নাকি রে ?

পিণ্টু চেঁচিয়ে ওঠে—তোর ভূগোলে ফেল করা উচিত। হিমালয়ের মধ্যে নর্থ পোল ?

BanglaBook.org

—আমি কি তাই বলেছি। রসিকতা বুঝিস না? শীতে কাবু হয়ে মেজাজ খিঁচিয়ে গেল নাকি? এক্সিমোরা তাহলে সব সময় খিচিয়েই থাকত। আমারও তো দাঁতে দাঁত ঠক ঠক করে লাগছে। আই ক্যান ডাই উইথ এ স্মাইলিং ফেস।

—থাম! বক বক করিস না।

পার্থ ওদের কথায় একটুও কান দেয় না। তার দৃষ্টি সম্মুখে। সে দেখতে পায় আরও সামনে, আরও উঁচুতে একটা ছোট্ট মতো গর্ত। সেই গর্ত দিয়ে আলো আসছে—ঠাণ্ডা আসছে।

পিণ্টু বলে—ওই গর্ত দিয়ে ইয়েতি আসবে না তো রে?

— ওরে বাবা! তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস না কিরে পিণ্টু?

ওরা কাঁপতে কাঁপতে এগোতে থাকে। বুঝতে পারে রাস্তাটা ওই গর্তের কাছেই গিয়েছে। আর ওই গর্ত দিয়ে একজন মানুষ অনায়াসে বাইরে যেতে পারে।

শিবু বলে—এ্যাট লাস্ট উই আর ফ্রি। যদি ইয়েতি চেপে না ধরে।

পিণ্টু বলে—ইয়েতির দরকার নেই। একবার গর্ত দিয়ে মুখ বের কর গিয়ে। ঠাণ্ডায় নাক বেঁকে যাবে। আর বাইরে পা দিলেই মমি হয়ে ধপ করে পড়ে যাবি। তোর দেহ অক্ষয় হয়ে থাকবে ওখানে।

শিবু গোঁ গোঁ করে বলে—তোকে বলেছে। তাহলে যুধিষ্ঠিরও মমি হয়ে পড়ে রয়েছেন ওখানে। মহাভারত তো খুলে দেখলি না জীবনে। আহা কী অমূল্য সম্পদ!

পার্থ গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠে। ওর হাসির ছোঁয়ায় বাকী দুজনাও হো হো করে হাসতে থাকে। প্রচণ্ড শীতের কথা ওরা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভুলে যায়। ওদের সামনে এখন পৃথিবী। পৃথিবীর ওদিকের রূপ ওদের সম্পূর্ণ অজানা। তবু ওটা পৃথিবী। ওখান দিয়ে ওরা বেরিয়ে যেতে না পারলেও ওটা পৃথিবী। ওই দিককার রূপ ওরা দুচোখ ভরে দেখে নেবে। হয়ত আবার তাদের অন্ধকারে গুটি গুটি সন্ন্যাসীর কাছে ফিরে যেতে হবে। হয়ত চলার পথে অনাহারে তারা সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে পৌঁছোতে পারবে না। মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে তাদের। তবু একবার অন্তত তারা বাইরেটা দেখে

BanglaBook.org

নেবে। ওদিকে মানুষ আছে বলে মনে হয় না। থাকলে এই গর্তের ভেতরে একদিন না একদিন তাদের কেউ প্রবেশ করত।

পার্থ বলে—ওই গর্তটা পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি বলে মনে হয়।

শিবু বলে ইয়েস্। মুখ বাড়িয়ে দেখবি? পীক পীক এভরি হোয়ার বাট নট এ ম্যান টু স্পীক।

পিণ্টু বলে—এটা কোন্ ধরণের ইংরিজি হলো?

—বুঝবি না। একটু উঁচু দরের।

—পীক মানে কি?

—জানিস না? সত্যিই জানিস না?

—না।

—পাহাড়ের শিখর-দেশ।

—ও ও। সেই পীক? ও তো আমিও জানি। কিন্তু তোর ইংরিজির পুরো মানেটা কি?

—মানে হলো, চারদিকে শুধু শৃঙ্গ, শৃঙ্গ আর শৃঙ্গ। কিন্তু কথা বলার জন-মনিষ্যি নেই।

—আরে বাপ্স। দুর্দান্ত কথা বলছিস তো? তাই না রে পার্থ?

পার্থ এগিয়ে যেতে যেতে বলে—হ্যাঁ। শিবুর মাথা প্রায় সাফ হয়ে এসেছে। গর্তের কাছে পেঁছোলে বোধহয় পুরো সাফ হয়ে যাবে।

কিন্তু আরও কিছু পরে ঠাণ্ডার চোটে হাত পা অবশ হয়ে আসতে থাকে। ওপর দিকে উঠতে রীতিমত কষ্ট হয়। ওরা হাঁপাতে থাকে।

পিণ্টু বলে—পারব তো?

শিবু বলে—আমি আর পারছি না পার্থ। আমি একটু বিশ্রাম নেব।

পার্থ কড়া গলায় বলে—বিশ্রাম নিতে গেলে আর উঠতে পারবি না। জমে যাবি। কষ্ট করে আর একটু ওঠ। ফেরার সময় কষ্ট হবে না। সহজে নেমে যাব। মনে নেই গঙ্গায় সেই সাঁতারের কথা? পিণ্টু হাল ছেড়ে দিলে বাঁচতে পারতি সেদিন?

BanglaBook.org

পার্থের নিজেরও খুব কষ্ট হচ্ছিল কথা বলতে। তবু সে জোর করে বলে। সে জানে, তার কথায় সহসা হতাশা প্রকাশ পেলে বন্ধুরাও ভেঙে পড়তে পারে। গর্তের মুখে পৌঁছোতেই হবে। তারপরে ওখানেই পড়ে থাকতে হবে হয়ত চিরকাল। তবু দেখে নিতে হবে একবার। সন্ন্যাসীর ঘরে কম্বলগুলো রেখে এসেছে ওরা। গুহার ভেতরে ঠাণ্ডা নেই বলে ওরা সঙ্গে আনেনি। আনলে বড় ভাল হতো। এভাবে জমে যেতে হতো না।

ওরা আর সোজা হেঁটে যেতে পারে না। হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে। যত এগিয়ে যায় রাস্তা ততই পিছল হয়ে ওঠে। রাস্তার ওপর পুরু বরফ জমে রয়েছে। বাইরের আলোয় চিক চিক করছে। তবে সেই বরফ খুব মসৃণ নয়, তাহলে উঠতে পারত না। উঠলেও গড়িয়ে পড়ে যেত।

ওরা নাক দিয়ে আর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে কিংবা নিতে পারে না। হাঁ করে শ্বাস নেয়। ওদের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে পরিশ্রম আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়।

অবশেষে পার্থই প্রথম গর্তের মুখে এসে উপস্থিত হয়। চেয়ে দেখে শুধু বরফের চূড়ার পর চূড়া। আদি নেই, অন্ত নেই। চোখ জুড়িয়ে যায়।

পার্থ বুঝতে পারে গুহা থেকে বাইরে যাবার এটাও একটা পথ বটে। কিন্তু বাইরে যাওয়া পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। গর্তটা পাহাড়ের প্রায় শীর্ষ দেশে বলে মনে হচ্ছে। এটাও সম্ভবত বরফে ঢাকা থাকে। কোন কারণে বরফ সরে গিয়েছে।

পেছন থেকে পিণ্টু পার্থের পা ধরে টেনে বলে—আমাকে একটু দেখতে দিবি ?

পার্থ সরে যায়। পিণ্টু আর শিবু পালা করে দেখে নেয় বাইরের রূপ। ওরা হাঁপাতে থাকে। মন নিরাশায় ভরে ওঠে। ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারবে। কিছুই হলো না।

শিবু গর্তের কাছে শুয়ে পড়ে বলে—যুধিষ্ঠির এই রাস্তায় স্বর্গে যান নি। আমার ভুল হয়েছিল। তিনি এ রাস্তায় গেলে সশরীরে স্বর্গে পৌঁছোতে পারতেন না। আমি বোধহয় মরে যাব রে।

BanglaBook.org

ততক্ষণে পিণ্টুও শুয়ে পড়ে।

পার্থ বিচলিত বোধ করে। সে জানে শুধু ঠাণ্ডাতেই ওরা মৃতপ্রায় হয়েছে। তারও গা-হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। অতি দ্রুত তার জীবনীশক্তি যেন শেষ হয়ে আসছে।

সে বলে—আমাদের যে অবশিষ্ট একটা ফল আছে সেটা এখন আমরা ভাগ করে খাব। উপকার হতে পারে।

পিণ্টু জড়িত কণ্ঠে বলে—তুই খা। ভাগা ভাগি করলে একজনও সন্ন্যাসীর কাছে পেঁছোতে পারবি না।

শিবু ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—পিণ্টু ঠিক বলেছে। তুই ফিরে যা। সন্ন্যাসী দয়া করলে তুই বাড়ী যেতে পারবি। সবাইকে বলিস আমরা ভয় পাইনি।

পার্থের চোখ জলে ভরে ওঠে। সে পাগলের মতো চিৎকার করে বলে—ফিরলে তিনজনেই ফিরব। নইলে কেউ নয়।

সে বাকী ফলটা তিনভাগ করে প্রথমে ওদের দুজনাকে একটু একটু করে খাইয়ে দেয়। তারপর সামান্য একটা অংশ মাত্র নিজে খায়। পিণ্টু আর শিবুর বুক ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে এখন।

আশ্চর্য ওই ফলের গুণ। একটু পরেই ওদের প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অবসন্ন ভাব কেটে যায়। এমন কি শীতও ততটা অসহনীয় বলে মনে হয় না।

শিবু আর পিণ্টু ধীরে ধীরে উঠে বসে।

পার্থ বলে—এবারে আমরা ফিরব। কিন্তু তার আগে আর একবার ভাল করে দেখে নিতে চাই বাইরেটা।

গর্ত থেকে মুখ বাড়িয়ে পার্থ চেয়ে দেখতে থাকে।

হঠাৎ অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে সে বিস্ময়ে।

শিবু বলে—কি হলো রে পার্থ?

—মানুষ। একজন নয়। হাজার হাজার।

পিণ্টু পার্থকে টানতে টানতে বলে—বলিস কি রে? দেখি দেখি?

পার্থ শক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে বলে—না। একটু দাঁড়া।

সে দেখতে পায় দূরে একটা পাহাড়ের অনেক নীচে অসংখ্য মানুষ কর্মব্যস্ত। এই মানুষগুলো তার দৃষ্টি গোচর হতো না।

BanglaBook.org

কিন্তু বরফের পটভূমিকায় তারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওদের সঙ্গে নানান রকমের মেশিনও রয়েছে।

একটা প্রচণ্ড শব্দ হয়।

শিবু বলে - কি হ'ল রে ? শব্দ কেন ?

পার্থ বলে—ডিনামাইট ফাটালো মনে হচ্ছে। একটা পাহাড়ের গা অনেকখানি ভেঙে পড়ল। আরে, মনে হচ্ছে ওরা রাস্তা তৈরী করছে।

পিণ্টু চেঁচিয়ে বলে—দেখতে দে না। একাই দেখবি নাকি ?

পার্থ সরে দাঁড়ায়। পিণ্টু আর শিবু একে একে অনেকক্ষণ ধরে দেখে।

তারপর পার্থ আবার মুখ বাড়ায়। সে ভাবে এরা কারা ? এতদূর থেকে শুধু মানুষই চেনা দায়। কোন দেশের মানুষ চিনতে পারা অসম্ভব।

সে কান খাড়া করে শোনে। ওই কর্মব্যস্ততার মধ্যে মাইকে কি যেন বলা হচ্ছে। অস্পষ্ট হলেও শোনা যাচ্ছে। প্রকৃতির এই অখণ্ড নীরবতার জন্যেই সম্ভব হচ্ছে।

হঠাৎ হংসরাজ সিং-এর কথা মনে পড়ে যায় তার। সে বলেছিল পাহাড়ের ওপাশে কিছু দূর গেলে চীন দেশ। তাই হবে। চীনেরা গোপনে সড়ক তৈরী করছে না তো ? ওরা খুব কর্মঠ জাতি। ওরা জানে, পৃথিবীতে এক জাতির সঙ্গে অন্যজাতির সখ্যতা হয় পরস্পরের স্বার্থের খাতিরে। পরস্পরের সংস্কৃতিও উভয় দেশকে কাছে টানে। কিন্তু কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তাই ওরা হয়ত ওদের সীমান্ত সুরক্ষিত করছে রাস্তা তৈরী করে। দুই দেশের সম্পর্ক এখন ভাল। তাই আক্রমণের কথা ওঠে না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না।

পার্থ চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—চল, এই মুহূর্তে ফিরতে হবে।

পিণ্টু বলে—কোথায় ?

—সন্ন্যাসীর কাছে। ওঁর পায়ে ধরে বলব আমাদের মুক্তি দাও।

শিবু বলে—যাবি কি করে ? ইয়েতি ?

—খাদ্যের জন্যেও এই ঝুঁকি নিতেই হতো। আমার মনে হয়

BanglaBook.org

একটা কিছু হতে চলেছে। চীনেরা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সড়ক তৈরী করছে। সুড়ঙ্গ করেছে। ভেতর দিয়ে টালেন তৈরী করলে বরফের ধসের বিপদ থাকবে না। দিল্লী হয়তো এ খবর জানে না।

পিণ্টু বলে—কি করে বুঝলি চীন ?

—হংসরাজ কি বলেছিল ভুলে গেলি ?

না। সেকথা ওরা ভোলেনি। পার্থের কথার গুরুত্ব ওরা ভাল মতো উপলব্ধি করে। ইয়েতির মুখোমুখি পড়লেও উপায় নেই।

নীচে নামতে থাকে ওরা ফেরার পথে। কষ্ট নেই কোন নামতে। ঠাণ্ডাও কমে আসে গর্তের দূরত্ব যত বাড়ে। অন্ধকারও বাড়তে থাকে।

কিন্তু দুচার ঘণ্টা চলার পর শরীর ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসে। পেটের ভেতরটা একেবারে খালি বলে মনে হয়।

ওরা নীচে সমতল রাস্তায় চলতে থাকে। সীমাহীন অন্ধকার। তবু পেঁছোতেই হবে সন্ন্যাসীর কাছে। এক জনকে অন্তত পেঁছতে হবে।

শিবু বলে—আর একটা ফল যদি কুড়িয়ে পেতাম, তাহলে ঠিক পেঁছতে পারতাম। তোর কি মনে হয় রে পার্থ ?

পার্থ কোন মতে বলে—জানি না।

আসলে ওর পা দুটো ভারী হয়ে উঠেছিল। সে টলতে টলতে চলছিল। তবু কিছু বলে না। ভাগ্যিস চারদিকে অন্ধকার। নইলে তার অবস্থা দেখে ওদের উৎসাহ নিভে যেত।

আসলে সে শেষ ফলের অধিকাংশটাই ওদের দুজনার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল। নিজে মুখে দিয়েছিল নামে মাত্র।

সে চলতে চলতে আশে পাশে একটা ঘরের সন্ধান করে। খোঁজ পেলে সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়বে। কারণ তার চলার শক্তি নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। সে যদি ওদের না জানিয়ে কোন ঘরে শুয়ে পড়ে তাহলে ওরা যাবে তো সন্ন্যাসীর কাছে ? বিশ্বাস হয় না। ওরা তাকে খুঁজতে শুরু করবে। এইভাবে তিনজনেরই প্রাণ নষ্ট হবে। জীবনে যেমন, মরণেও তিনজন পাশাপাশি থাকায় সুখ আছে।

শিবু বলে—আমি আর পারছি না। পড়ে যাব বোধ হয়।

BanglaBook.org

তোরা থামিস না।

পিণ্টু বলে—আমারও সেই অবস্থা।

ওরা পথের মধ্যে বসে পড়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে। ওদের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

সেই সময় দেখতে পায় দূর থেকে দুতিনটে আলো তাদের দিকে ছুটে আসছে। নাচতে নাচতে আসছে যেন। এত দ্রুত কি ভাবে আসছে? কারা ওরা।

শিবু বলে—দেবদূত রে। আমাদের স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছে।

পার্থ কথা বলতে পারে না। শিবুরও কিছু বলার ক্ষমতা নেই। ওরা একদৃষ্টে আলোর দিকে চেয়ে থাকে। মশাল কিংবা মোমবাতির আলো।

পিণ্টু আর শিবুর চোখ বন্ধ হয়ে যায়। জ্ঞান থাকে না। শুধু পার্থ প্রবল ইচ্ছা শক্তির দ্বারা নিজের চোখ দুটোকে বন্ধ হতে দেয়নি। সে দেখতে চায় আসলে কিসের আলো ওগুলো।

আরও আরও এগিয়ে আসছে আলো তাদেরই দিকে।

পার্থ মৃদুস্বরে পিন্টুদের ডাকে একবার। কোন সাড়া পায় না।

আলো এবারে তাদের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে। পার্থ বুঝতে পারে পরিত্রাণের আর কোন আশাই নেই। তিন ইয়েতি বসে পড়েছে তাদের তিনজনের পাশে।

পার্থের চোখের সামনেটা ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। ইয়েতিদের আলো অস্পষ্ট হতে হতে এক সময় একেবারে মিলিয়ে যায় চোখের সামনে থেকে।

BanglaBook.org

জ্ঞান ফিরলে পার্থ দেখে যে সন্ন্যাসীর বেদীর সামনে শুয়ে রয়েছে। পাশে তাকিয়ে দেখে শিবু আর পিণ্টুও রয়েছে। এখনো অচেতন। আর তিনজন ইয়েতি তাদের ঘিরে রেখেছে। ইয়েতিরা তবে হিংস্র নয়। একেবারে মানুষের মতো।

সন্ন্যাসী হেসে বলেন—কেমন লাগছে পার্থ।

—খুব ভাল। ওরা দুজন ভাল আছে?

—হ্যাঁ।

ইয়েতিদের দেখিয়ে পার্থ প্রশ্ন করে—এরা অনিষ্ট করে না ?

— তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। তাছাড়া মানুষের অনিষ্ট এরা কখনও করে না। তাই বলে, এদের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে এরা অনেক কিছুই করতে পারে।

—আমি জানতাম না।

কি করে জানবে ? পৃথিবীর কেউ জানে না। এরা পৃথিবীতে থেকেও পৃথিবীর নয়।

একটু পরে শিবু চোখ মেলে ইয়েতিদের চেহারা দেখে সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে চোখ ঢেকে বলে—ওরে বাবা। জ্ঞান ফিরল কেন রে বাবা।

সন্ন্যাসী হেসে ওঠেন।

শিবু আবার হাত সরিয়ে বলে—ইউ লাফিং স্যার ? উই ইন ডেনজার।

—কেন ? ডেনজার নাকি তোমার বডি অরনামেণ্ট ?

পার্থ আর শিবু একসঙ্গে অবাক বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে। ইনি কি স্বয়ং ঈশ্বর ?

সন্ন্যাসী হেসে বলেন—উত্তেজিত হয়ো না। আমি তো আগেই বলেছি, আমার অজানা কিছু নেই।

সামলাতে ওদের যথেষ্ট সময় লাগে।

তারপর শিবু একসময়ে বলে—ইয়েতিরা ভাল মানুষ বলতে হবে।

সন্ন্যাসী বলেন,—যদি মানুষ বলে স্বীকার কর এদের তাহলে মানুষের চেয়ে অনেক ভাল।

পিণ্টু চোখ মেলে। সে শিবুর মতো আঁতকে না উঠলেও বড়বড় চোখে তাকিয়ে থাকে।

সন্ন্যাসী ওদের দুটি করে ফল দেন। ওরা শুয়ে শুয়ে একটি করে খায়। তারপরে দ্বিতীয় ফল উঠে বসে খায়।

ওরা শক্তি ফিরে পায়।

শিবু বলে—এখন দৌড়োতে পারি।

সে একজন ইয়েতির কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত রাখে। আঃ, কী নরম লোম। কী ঠাণ্ডা। ঠিক যেন গিনিপিগ।

BanglaBook.org

ইয়েতি ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে কৌতূহল ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

শিবু বলে—আমি দোস্তি পাতাবো। ক্যান দে স্পীক স্যার ?

—নিশ্চয় পারে কথা বলতে। তবে তোমরা পরস্পরের কথা বুঝবে না।

এরপর পার্থ বলে – আমার একটা প্রার্থনা আছে আপনার কাছে।

—জানি। কিন্তু তোমরা যা ভাবছ সেটি হবে না। এই গুহার খোঁজ বাইরের কেউ আর পাবে না। ঘন বরফে ঢাকা পড়ে যাবে। তোমাদের সেই হংসরাজ পেতে পারত খোঁজ। কিন্তু সে এই পাহাড়ে আগে কখনো আসেনি। তাই সেও পাহাড়ের কোন অংশে এই গুহা বলতে পারবে না।

—কী হবে তা হলে ?

তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। গুহা পথে না গিয়েও সীমান্তে যাবার সাজ-সরঞ্জাম তোমাদের সরকারের আছে, ভয় নেই। এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার

নতুন করে বিস্ময় পার্থের মনকে আচ্ছন্ন করে। ভাবে ইনি কি রামায়ণ মহাভারতের সেই মুনি ঋষিদের কেউ ? সেই বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম—কিংবা রত্নাকর বাল্মিকী ?

—আমরা তাহলে মুক্তি পাব ?

সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ করেন। পার্থের হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায় যেন। সন্ন্যাসী কী জবাব দেবেন ?

অবশেষে সন্ন্যাসী চোখ খোলেন। মৃদু হেসে বলেন পাবে।

শিবু আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। সে বলে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

—না না। ওসব পাগলামী মাথার মধ্যে ঠাঁই দিও না। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পথ এটি নয়।

—ওরে বাবা। কোথায় খাপ খুলেছি।

—তোমাদের কাছে মনে হয়েছে এই পথ মানুষের তৈরী। কিছুটা মানুষের তৈরী বৈকি। তখন হিমালয় এতটা উঁচু ছিল না। হিমালয়ের পাশে ছিল সমুদ্র। তোমাদের ভারত ভূমির অস্তিত্বই

BanglaBook.org

ছিল না। তখন দ্বিতীয় সূর্যের গ্রহ থেকে কিছু মানুষ এসে এই ধরণের অনেক গুহা বা মূর্তি করে গিয়েছিল। এখানে বরফ ছিল না তখন। সেই যুগেও ওদের বিজ্ঞান ছিল অনেক উন্নত। তোমরা এখনও যার হদিশ পাও। ওরা পেয়েছিল। দেয়ালের গায়ে কিছু দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছে।

পার্থরা অবাক হয়ে শোনে।

সন্ন্যাসী বলেন—এবারে তাহলে তোমরা যাত্রা কর।

পার্থ বলে—আমাদের কি সেই ক্ষমতা আছে?

—ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

সন্ন্যাসী ওদের কাছে ডাকেন। ওরা পাশাপাশি গিয়ে বসে তিনজন।

তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ডান হাত বাড়িয়ে বলেন নীতি মেনে চলবে। আশে পাশে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন গুরুজন—সবাইকে দেখবে ক্রমাগত অন্যায় করে চলেছে। তোমরা অটল থাকবে। তোমরা নিশ্চয় বুঝেছ পৃথিবীতে যা দেখা যায় যা পাওয়া যায় সেটাই সব নয়।

শিবু ফস করে বলে ওঠে—হানড্রেড টাইমস স্যার।

—হ্যাঁ। খেয়োখেয়ির মধ্যে যেও না। কিছু মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়, তারা মুষ্ঠিমেয়। কিন্তু তাদের জন্যেই সভ্যতা এগিয়ে চলেছে যুগের পর যুগ। তারা নিতে পারে না। শুধু দিয়েই যায়। তোমাদের সত্য স্যার সেই রকমই একজন মানুষ।

পার্থ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—তিনি এখন কোথায়?

—তোমরাই দেখতে পাবে। আমি কিছু বলব না। তোমাদের নিজের চোখে দেখাই ভাল।

ওরা সন্ন্যাসীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

কিছুক্ষণ পরেই তিনজন ইয়েতি ওদের বুকে তুলে নিয়ে ছুটতে থাকে।

শিবু বলে—সর্বনাশ, এযে হানড্রেড মিটার রেস। ইয়েতি অদ্ভুত ভাষায় কি বলে হেসে ওঠে। অল্প সময়ের মধ্যে ওরা গুহার দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। তিনজন ইয়েতি ওদের নামিয়ে দিয়ে একসঙ্গে গুহা পথের জমে থাকা বরফের গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে

BanglaBook.org

থাকে। ওদের অমানুষিক শক্তির পরিচয় পেয়ে এরা হতবাক হয়ে যায়।

একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দে বরফের এক বিরাট চাঁই ভেঙে পড়ে।

শিবু বলে ওঠে—ওরে বাবা ট্রিমেনডাস স্ট্রেনথ।

ইয়েতিরা যখন ওদের নিয়ে বাইরে আসে তখন রাতের মেঘমুক্ত আকাশে অসংখ্য তারা ফুটফুট করেছে।

শিবু সুর করে গাইতে থাকে—টুইংকল টুইংকল লিটল স্টার—

পিণ্টু ধমকে ওঠে—থাম। ওসব ইংরিজি ফিংরিজি চলবে না। আমি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইব।

—কোন্‌টা ?

—সেই যে, তারায় তারায়। কি যেন ? সেই অগ্নি জ্বলে।

—জানিস না যখন গাইবি কি করে ?

—শুরু করলে মনে এসে যাবে।

—বেশ। তাই গা।

—সুর জানি না যে। গানটা কিন্তু খুব ভাল। আমার দিদি কবিতীর্থ পার্কে গেয়ে এবারে প্রাইজ পেয়েছে।

—ঢের হয়েছে।

ইয়েতিরা ওদের বুকে নিয়ে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে তীব্র গতিতে নীচের দিকে নামতে থাকে। ভয়ে ওরা চোখ বন্ধ করে।

অববেশে সমতল মতো জায়গায় এসে ওরা থেমে যায়। তিন জনকে শক্ত মাটির ওপর নামিয়ে দেয়। ইশারায় একটা বিশেষ দিক দেখিয়ে সেদিকে যেতে বলে।

ওরা তিনজনে ইয়েতিদের জড়িয়ে ধরে। ছাড়তে ইচ্ছে করে না। কত কথা ওদের বলার আছে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না।

শেষে শিবু একজন ইয়েতিকে বসতে ইঙ্গিত করে। সে বসলে শিবু তার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। শিবুর দেখাদেখি ওরা দুজনেও তাই করে। প্রতিদানে ইয়েতিরা তাদের গালে হাত বুলিয়ে দেয়। তারপরই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শিবু বলে ওঠে—ওই যাঃ।

পিণ্টু প্রশ্ন করে—কি হলো ?

BanglaBook.org

—বরফের জুতো যে সন্ন্যাসীর কাছে পড়ে রইল। কম্বলও আনা হয়নি।

পার্থ বলে—ভেবে লাভ নেই। চল, এবারে ওরা যেদিকে যেতে বলল এগোনো যাক।

আসলে ওরা শেষ রাত্রে গুহা থেকে বাইরে এসেছিল। কিছুদূর চলার পরেই ভোরের আলো ফুটতে শুরু করে। ওরা বুঝতে পারে ইয়েতি ওদের অনেক নীচে পেঁছে দিয়ে গিয়েছে। এখানে বরফ নেই। ওরা পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটছে। কী দ্রুত ইয়েতিদের গতি।

আশে পাশে গাছপালা রয়েছে ফুলের। সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। পাখী ডাকছে। এ তাদের অতি পরিচিত ধরিত্রী। কত ভালবাসে একে।

বেলা বাড়ে। তারা চলতে থাকে নীচের দিকে। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলো দেখে নেয়। মনের ভেতরটা কিসের বিচ্ছেদ বেদনায় টনটন করে ওঠে। কোন প্রিয়জনকে ছেড়ে যেন দূর দেশে চলে যাচ্ছে।

শিবু বলে—আমাদের কাছে কত টাকা আছে রে?

পার্থ বলে—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। এখন তো আর সেই ফল নেই। খিদে পেলে পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খেতে হবে।

ওরা গুণে দেখে সবশুদ্ধ ছয় টাকা ত্রিশ পয়সা আছে।

আরও কিছু দূর চলার পর ওরা নীচে একটা ঘর দেখতে পায়। চালা ঘর মতো। ঘরের সামনে একটা খাটিয়া পাতা। কাছাকাছি দুটো গরু চরে বেড়াচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখে সেটি একটি চটি। খাবার পাওয়া যায়। গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে। মনে হয়, যে জিলিপি ভাজছে সে মালিক।

ওদের দেখে তার মুখে একটা বিস্ময়ের রেখা ফুটে ওঠে। এই সাত সকালে পাহাড়ের ওপর থেকে সাধারণ পোশাকে কেউ আসতে পারে বলে ধারণা ছিল না তার। তার ওপর এদের বয়েস নিতান্তই অল্প। তবু সে কিছু বলে না।

শিবু বলে—কি করবি রে পার্থ?

BanglaBook.org

—খাব।

— তবে বসে পড়।

ওরা খাটিয়ার ওপর বসে পড়ে। দোকানদারকে দুটো করে জিলিপি দিতে বলে প্রথমে।

দোকানদার চেঁচিয়ে কাউকে ডাকে—সতুয়ারে! এ সতুয়া।

পেছন থেকে সতুয়ার সাড়া পাওয়া যায়।

—আরে উধার কেয়া করতা হ্যায়। দোঠো করকে জিলাপি লে আও লেড়কা লোককো লিয়ে।

সতুয়া এসে দাঁড়াতেই ওদের তিনজনের মাথা ঘুরে যায়। তাদের সত্য স্যার। হংসরাজের মতো পোশাক তাঁর।

মালিক তাঁকে গরম জিলিপি দিতে বলে।

কিন্তু ওরা ততক্ষণে উঠে দাঁড়ায়। সত্য স্যার জিলিপি নিয়ে এগিয়ে এসে ওদের দেখে থমকে যান।

ওরা একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে সত্য স্যারের পায়ের ওপর গিয়ে পড়ে। স্যারের পা দুটো চোখের জলে ভেসে যায়। তাঁর চোখও সজল হয়ে ওঠে। তবু তিনি সংযত।

মালিক হাঁ করে এই দৃশ্য দেখে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না সে।

সত্য স্যার ঝুঁকে পড়ে ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন —ওঠ। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

সেই সময় মালিক হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে। সত্য স্যারকে গালাগালি দিতে শুরু করে। তার গালাগালের সারমর্ম হচ্ছে সত্য স্যার তাকে ধোঁকা দিয়ে এই কাজ না নিলে অন্য কাউকে দিতে পারত। এখন তিনি চলে যাবেন। অথচ আর কাউকে পাওয়া যাবে না।

সত্য স্যার মালিককে বলেন—লোক না পাওয়া গেলে তিনি থাকবেন।

তারপরই খাটিয়ার ওপর চারজনে পাশাপাশি বসে শুরু হলো এই চমকপ্রদ অভিযানের কাহিনী। তারা বারবার সত্য স্যারকে অবাক করে দিয়ে দারুণ খুশি হয়ে ওঠে। সত্য স্যারও যতই অবাক হন ততই খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। তাঁকে এত আনন্দিত হতে ওরা কখনও দেখেনি। সুন্দর বন থেকে ঘুরে এসেও না।

BanglaBook.org

সত্য স্যার বলেন—আমাদের খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। তোদের হারিয়ে যাবার খবর পেঁাছে গিয়েছে দেশের সব জায়গায়। হংসরাজের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি। সবাই মনে করেছে ধসের নীচে তোরা তলিয়ে গিয়েছিস।

পার্থ বলে—আপনি স্যার কেন পড়ে রইলেন এই কাজ নিয়ে ?

—আমি যে হংসরাজকে বিশ্বাস করেছিলাম। তাছাড়া তোদের ফেলে রেখে একা চলে যাব কেমন করে ? তাই অপেক্ষা করছিলাম ?

পিণ্টু জিজ্ঞাসা করে—কতদিন অপেক্ষা করতেন স্যার ?

—যতদিন না ফিরতিস।

—কিন্তু আপনি তো বুঝতেই পারলেন, আমরা নাও ফিরতে পারতাম।

—আমিও অপেক্ষা করতাম। ভালই ছিলাম। গরম রুটি আর ডাল। সারাদিন পরিশ্রমের পরে খেলেই হজম হয়ে যেত। তোরা ফিরে এসেছিস একথা জানাবার চাইতে এখন আরও জরুরী প্রয়োজন তোরা যা দেখে এসেছিস সেকথা সরকারকে জানানো।

সেই সময় দূরে একজন মানুষকে দেখা যায়। মালিক তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে আনন্দে জিলিপি তৈরীর হাতা খানা হাতে নিয়েই বাইরে এসে চেঁচাতে থাকে—আরে, হামারা রামখেলাওন ঘরসে লোটকে আয়া। এ সতুয়া, হামারা পুরানা নোকর আ গয়া।

সত্য স্যার হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। ওরা তিনজনেও বেঁচে যায়। কারণ ওরা জানত, মালিক কাজের লোক না পাওয়া পর্যন্ত স্যার কিছুতেই যেতেন না।

দেড় বছরের মধ্যে ওদের তিনজনার ছবি দ্বিতীয়বার খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হলো। এবারে আর শুধু বাংলার কাগজে নয়, সারা দেশের বিভিন্ন কাগজে। আকাশবাণীতে ওদের নাম বেশ কয়েকবারের খবরে উচ্চারিত হলো। দূরদর্শনের মাধ্যমে ওরা তিনজন ও সত্য স্যার সবার কাছে অতি পরিচিত হয়ে উঠল। কিন্তু ওরা যা দেখে এসেছে সে কথা একবারও বলা হলো না।

ওরা সোজা কলকাতায় ফিরতে পারল না। প্রথমেই যেতে হলো নয়াদিল্লীতে। সেখানে ওদের ব্যবহারের জন্য একটা প্রাইভেট গাড়ী

BanglaBook.org

দেওয়া হলো। সেই গাড়ীতে করে একটা অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। ওদের সব কথা খুব সযত্নে টেপ করা হলো।

তারপর ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। ওরা তিনজন আর সত্য স্যার রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে তাঁর ভবনে বিকেলে চা পানে মিলিত হলো।

সেখানে শিবু কিন্তু একটাও ইংরিজি বলল না।

পার্থের কানে ফিস ফিস করে বলল—এখানে ইংরিজি মুখ ফসকে বের হলেই মরেছি। পাহাড়ের গুহার ঋষি ছিলেন দেবতা। তিনি আমাদের মন জানতেন। দেবতার কাছে তো ভদ্রতাও নেই, লজ্জাও নেই।

পার্থ বলে—তাই কি ?

—এখানে ইংরিজি বললে ক্যাচ হয়ে যাবো ভাই।

পার্থ অস্বস্তি অনুভব করে। সে মুখ ফিরিয়ে নিতে গেলে শিবু বলে—যদি দেখিস ইংরিজি বেরিয়ে যাচ্ছে জোরসে চিমটি কাটবি। বুঝলি ?

পার্থরা টি. ভি. তে দেখেছে রাষ্ট্রপতি বাইরের অতিথিদের এবং কুটনীতিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনের একটা বিশাল কক্ষে মিলিত হন। সেখানে তাঁর জন্য একটা নির্দিষ্ট আসন থাকে, ঠিক যেন সিংহাসন। আবার দেখা যায় তিনি আধুনিক ভাবে সজ্জিত কোন সোফায় বসে নিভৃতে আলাপ করেছেন কারও সঙ্গে। কিন্তু তাদের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্যানে। চারদিকে বাহারি গাছপালা, কত রকমের গোলাপ ফুটে রয়েছে। সবুজ মাঠ, ঠিক যেন গালিচা পাতা রয়েছে। সেইখানে কতকগুলো সুদৃশ্য চেয়ার পাতা রয়েছে। তারা রাষ্ট্রপতি ভবনে এলে তাদের সেখানে নিয়ে আসা হয়। একজন তাদের বসতে অনুরোধ করেন। বলেন, রাষ্ট্রপতি এক্ষুনি আসবেন। তারা বসতে না বসতেই রাষ্ট্রপতি হাসি মুখে এসে উপস্থিত হন। তারা উঠে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রপতি হাতের ইশারায় তাদের বসতে বলেন। তারা কিন্তু না বসে চটপট প্রণামটা সেরে নেয়। পার্থ সাধারণত কাউকে প্রণাম করে না। শুধু সত্য স্যার আর বাড়ির লোকদের প্রণাম করে। তাও বছরে দুই একবার। বিজয়ার পরে করতে হয়। রাষ্ট্রপতিকে প্রণাম করেই তার কিন্তু মনে পড়ে গেল পণ্ডিত মশায়ের স্ত্রীর কথা। তাঁকেও বিজয়ার

BanglaBook.org

পরে সে গিয়ে প্রণাম করে আসে। মায়ের সঙ্গে খুব ভাব। তাঁকে প্রণাম করলেই তিনি একটা পিতলের থালা থেকে দুটো গুজিয়া তুলে নিয়ে তার হাতে দেন। চিরকাল। তাই রাষ্ট্রপতিকে প্রণাম করেই কেন যেন তার মনে হল তিনি গুজিয়া দেবেন হাতে। এমন উদ্ভট কথা কেন তার মনে হল একথা ভেবে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়।

রাষ্ট্রপতি বলেন—তোমরা বাহাদুর ছেলে। তবে আমি তোমাদের সঙ্গে সেই গুহার ভেতরের গল্প শোনার জন্য ডেকেছি।

তাঁর কথায় শিবু অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে কি যেন বলতে গিয়েই জিভ কাটে। পিণ্টুর বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। নিশ্চয় শিবুর জিভের ডগায় ইংরিজি শব্দ এসে গিয়েছিল। ভাগ্যিস বলে ফেলেনি। তার জিভ কাটা রাষ্ট্রপতির নজরে না পড়লেও যিনি চা বিস্কুট আর কাজুবাদাম পরিবেশন করছিলেন, তিনি দেখেছেন।

তাদের সঙ্গে সত্য স্যার এসেছেন। তিনি কিন্তু কিছুই বলছেন না। রাষ্ট্রপতি গুহার গল্প শোনার আগে সত্য স্যারের কাছে ইস্কুল সম্বন্ধে বিস্তারিত জানলেন। তারপর ওদের আগের সব দুঃসাহসিক কাজের কথাও শুনলেন। শুনতে শুনতে তাঁর মুখ হাসিতে ভরে গেল। বারবার তিনজনের দিকে চাইতে থাকেন।

তারপর শুরু হয় সেই গিরিকন্দরের গল্প। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর সেই ভগবানের মতো সন্ন্যাসীর কথা, যিনি ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন। যিনি মানুষের অন্তরের কথাও বুঝতে পারেন।

বৃদ্ধ রাষ্ট্রপতিও যেন আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েন। অল্পবয়সী তিন কিশোরের অনুভূতি তাঁকেও আচ্ছন্ন করে।

তিনি বলেন—এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। এখানে সবই সম্ভব। স্বয়ং ঈশ্বর অবতার রূপে কতবার এখানে অবতীর্ণ হন। তোমরা সেই ভাগ্যবান। তোমরা তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছ। আমি বিশ্বাস করি নীচতা, হীনতা, জীবনে তোমাদের কখনও স্পর্শ করতে পারবে না।

ওরা উঠে গিয়ে আবার রাষ্ট্রপতি ও সত্য স্যারকে প্রণাম করে।

পার্থ বলে—আপনারাও আমাদের আশীর্বাদ করুন।

রাষ্ট্রপতি বিদায় কালে প্রত্যেকের হাতে একগুচ্ছ করে ফুল

BanglaBook.org

দেন। বলেন—ফুলের চেয়ে পবিত্র আর কি হতে পারে? ইয়েতির অস্তিত্ব সত্যি আছে বলে বিশ্বাস ছিল না আমার। তোমাদের গল্প শুনে বিশ্বাস হচ্ছে। জানিনা এই ইয়েতিরা সেই মহা ঋষির সৃষ্টি কিনা।

অবশেষে ওরা হাওড়ায় এসে পেঁছায় এক সন্ধ্যায়। ট্রেনের গতি প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে একেবারে আস্তে হয়ে যায়। ওরা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য।

সত্য স্যারকে পিণ্টু বলে—স্যার, এই ট্রেনে কেউ আসছেন?

—কেন?

—অনেক লোক অপেক্ষা করছে। হাতে ফুলের মালাও দেখছি। কোন নেতা আসছেন বোধহয়।

সত্য স্যার জবাব দেবার আগেই ট্রেন প্রায় থেমে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফাটানো শ্লোগান। ওরা প্রথমটায় বুঝতে পারে না। তারপরই সংকোচে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয় ওদের। তাদেরই অভ্যর্থনার জন্যে এই আয়োজন।

বাইরে তখন চিৎকার হচ্ছে—সত্য স্যার যুগ যুগ জিও। পার্থ শিবু পিণ্টু জিন্দাবাদ। বাংলা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করল কে? পার্থ শিবু পিণ্টু আবার কে?

—ও রে বাবা। এ আবার কি?

সেদিন সত্যিই ওদের নিয়ে সারা কলকাতা মেতে উঠল কয়েক ঘণ্টার জন্যে। কারণ সমস্ত দেশ তখন জেনে ফেলেছে ওদের দুঃসাহসিকতার কথা।

পরদিন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ইস্কুলের ছুটি। তারপর দিন সত্য স্যার ওদের তিনজনের হাত ধরে হাসতে হাসতে ইস্কুলের গেটে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তার আগে পর পর তিনজনের জুলপী টেনে দিয়ে বললেন—ঢের হয়েছে। এই বার কিন্তু পড়াশোনা। আসলটি ভুললে চলবে না।

ওদের দেখতে সমস্ত ইস্কুল যেন ভেঙে পড়ে। শিবু ভাবে, এই ভাবে গ্যাস খেয়ে আমাদের খেলোয়াড়েরা নষ্ট হয়ে যায়। সে কিছুতেই গ্যাস খাবে না।

BanglaBook.org

ভোঁদা এক ফাঁকে শিবুর কাছে এসে বলে—তোর জন্যে একটা গোটা কুসুর কিনে এনেছি।

—কোথায়? শিবু উৎসুক হয়ে ওঠে।

পিণ্টু গলা বাড়িয়ে বলে—কি বলল রে?

শিবু চোখ বুঁজে বলে—সুগার কেইন। ফাইভ মিটার লং।

পিণ্টু তেড়ে ওঠে—ফিরতে না ফিরতেই ওই নাম উচ্চারণ করলি?

পার্থ বলে – কি হয়েছে?

পিণ্টু হতাশ হয়ে বলে – সুগার কেইন। তার মানে বুঝলি?

পার্থ গম্ভীর হয়ে বলে—হুঁ। এবারে বোধহয় রাজস্থানের মরুভূমি। শিবুটা বেশীদিন সময় দিল না।

শিবু বলে—ভালই তো। সুগার মিনস শর্করা। শর্করা মিনস এনারজি। এনারজি মিনস—

সত্য স্যার পেছন থেকে শিবুর জুলপী ধরে বলেন— আর মিনস এর দরকার নেই। এবারে চল। পেছনের মাঠে সবাই অপেক্ষা করছেন। ভাইস চ্যান্সেলার আসছেন তোদের দেখবার জন্যে।

—ওরে বাবা!

ইস্কুলের ছেলেদের সাথে ওরাও ছুটতে থাকে বই বগলে নিয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অপরাধীর সন্ধানে

পুজোর ছুটিটা বড়ই নিরামিষ নিরামিষ লাগছে পার্থ শিবু আর পিণ্টুর কাছে। ক'দিন পরেই পুজো, অথচ সত্য স্যার নেই। তিনি গিয়েছেন তাঁর দেশের বাড়িতে। হুগলীর কোন এক গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। সেখানে তাঁর এক বিধবা পিসিমা থাকেন। সত্য স্যারের আপন জন বলতে ওই পিসি। বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই। তাঁর স্ত্রীও নেই। বিনা পয়সায় টিউশানি করেন বলে সম্বল শুধু মাসের মাইনা। তার কিছু অংশ আবার বিতরণ করেন। বাকী যেটুকু থাকে তাই দিয়ে একার সংসার চলে এবং দেশ ভ্রমণের জন্য কিছু কিছু জমিয়ে রাখেন।

সত্য স্যার থাকলে দিনগুলো এমন জোলো জোলো লাগে না। তাই ওরা উদাস হয়ে ঘুরে বেড়ায় পথে পথে। পার্থ বলে, এভাবে ঘুরে বেড়ালে, তার কয়েকটা সিনেমার সিনের কথা মনে পড়ে। তিন বন্ধু হয়ত পথ চলছে। এ একটা কথা বলল তো ও তার উত্তর দিল। আড়ষ্ট আড়ষ্ট কথা। হাত পা নাড়ানোও আড়ষ্ট। আজে বাজে ডাইরেক্টরদের কাণ্ড ওসব। ভাল ডাইরেক্টর হলে ওভাবে ওরা চলত না হাওয়া খাওয়ার মত।

শিবু বলে ওঠে—ইয়েস, এ্যাকশান। অলওয়েজ এ্যাকশান।

পিণ্টু ধমকে ওঠে—তুই থাম।

পার্থ বলে—সত্য স্যার স্বগতোক্তিও বরদাস্ত করতে পারেন না। স্বগতোক্তি আবার কি? মানুষ কি নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যে আপন মনে বক্‌বক্ করে? সে কি পাগল? ওসব নাটকে তবু চলে। সিনেমায় কখনোই নয়।

তবু ওরা গাড়ি আর ভীড়ের মধ্যে পথ চলে। কখনো পদ্মপুকুরের পাশ দিয়ে ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীটে নেমে, বাঁয়ে ঘুরে গার্ডেন রীচ রোডে গিয়ে পড়ে। সামনেই ড্রাই ডক। ওরা আগে ওখানে কত গিয়েছে। এখন ভেতরে যেতে বেশ কড়াকড়ি হয়েছে। আগে যে আত্মীয়ের দৌলতে ঢুকত, তিনি এখন নেতাজী ডকে চলে গিয়েছেন। ওরা দেখেছে ড্রাই ডকে গভীর বাঁধানো চারকোনা

BanglaBook.org

শুকনো গর্তের মধ্যে জাহাজ থাকে। জাহাজের মাথাটুকু শুধু ওপরে থাকে। জাহাজের সেই নীচে সব কাজ হয়। অনেকদিন সমুদ্র ভ্রমণ করে তার গা লবন জলের সংস্পর্শে ক্ষয়ে যায়। সেখানে রঙ করা হয়। এদের কথায় চিপিং এণ্ড পেনটিং। কারণ আগের রঙগুলো ঠুকে ঠুকে তুলে ফেলতে হয়।

জাহাজকে এই ড্রাই ডকে কিভাবে আনা হয় ওরা দেখেনি। তবে না দেখলেও জানে। শুকনো জায়গাটা জলে ভর্তি করা হয়। যে জলে জাহাজ ভাসছে, সেই জলের লেভেলের সমান করা হয়। তার-পর জাহাজকে ধীরে ধীরে ঠেলে আনা হয়। ঠেলে নিয়ে আসার জন্যে বিশেষ একধরণের মজবুত স্টীমার আছে। গঙ্গা থেকে যে স্টীমার জাহাজকে ডকে ঠেলে দেয় সেই রকমের স্টীমার। তারপর জাহাজ ভেতরে ঢুকলে গেট বন্ধ করে সমস্ত জল পাম্প করে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। জাহাজ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে নামতে কতকগুলো ঠেকনার ওপর গিয়ে দাঁড়ায়। দু'একটা সমুদ্র যাত্রার পরে সব জাহাজেরই ড্রাই ডকে এসে মেডিক্যাল চেক-আপ করানো অবশ্য কর্তব্য। মানুষের বেলায় তো মেডিক্যাল চেক-আপই বলে।

ওরা ড্রাই ডকের পাশ দিয়ে আদি গঙ্গার ব্রীজ পার হয়ে মেরিন হাউসের কাছে আসে। ডাইনে গিয়ে একটু পরে কমিশারিয়েট রোড। ওখানে রয়েছে অর্ডনান্স ক্লাব—মিলিটারীদের। কমিশারিয়েট রোডে কিছুদিন আগেও অনেক বাঁদর থাকত। তাই ওরা তার নাম দিয়েছিল মাংকি রোড। এখন দ্বিতীয় হুগলীসেতুর উৎপাতে তাদের অনেকেই বিদায় নিয়েছে। কোথায় গিয়েছে কেউ বলতে পারে না। হয়ত বেঁচে নেই। তারা তো আর হাতীর মত বিরাট জীব নয় যে লোকালয়ে নেমে এসে জানান্ দেবে যে তারা এসেছে। তারা দেশের গরীব জনসাধারণের মত বেঁচে থাকলেও কেউ পাত্তা দেয় না, মরে গেলেও কেউ খবর রাখে না।

ওরা ক্লাইভ রো ধরে চলতে চলতে হোস্টিংস চ্যাপেলের কাছে পেঁাছে যায়। ওখানে একটু এগিয়ে ডাইনে পেছনের দিকে রেসের ঘোড়ার আস্তাবল আছে।

পার্থ বলে—আমার ঠাকুরদা ছেলেবেলায় রেসের পরের দিন

BanglaBook.org

ভোর বেলা এসে রেস কোর্সের আশপাশ থেকে পড়ে থাকা রেসের টিকিট নিয়ে যেতেন। সংগ্রহ করতেন।

—সে কি! ওই টিকিট আবার কেউ নেয় নাকি?

শিবুর এই মন্তব্যে পিণ্টু ধমকে ওঠে—তখন দেশটা অনেক গরীব ছিল। তখন ইংরেজরা ছিল। টি ভিও ছিলনা, ট্র্যানজিস্টারও ছিল না। এমন কি রেডিওও ছিল না।

—তা বটে, বিবেকানন্দ একজন গোরা সৈন্যকে কিছু করে যেন হিরো হয়ে গিয়েছিলেন বলে শুনেছি।

পার্থ বলে—এবারে হিমালয় থেকে ঘুরে আসার পরে তোর কথাগুলো ঠিক আগের মত নেই শিবু। সত্য স্যার কিন্তু খুব ব্যথা পাবেন।

—অ্যাম্ সরি। এক একসময় পুরোনো সব কিছুকে তুচ্ছ করতে ইচ্ছে হয়।

—খুব ভুল। পুরোনো থেকেই নতুনের জন্ম। ক্ষুদিরাম বাঘাযতীন বিনয় বাদল আমাদের ভিত্তি। সেই ভিত্তির ওপর আঘাত করিস না। ধ্বংস হয়ে যাবি।

শিবু মাথা নীচু করে পথ চলতে থাকে।

পিণ্টু তখন চলে—আসলে কোন কাজ নেই বলে, পৃথিবীর ওপর শিবুর রাগ। তাই বেফাঁশ কথা বলছে।

শিবু দু'হাত ওপর দিকে তুলে লাফিয়ে ওঠে—ইউ আর এ্যাবসোলিউট্‌লি রাইট।

ওর লাফানো দেখে পার্থও হেসে ওঠে।

খিদিরপুর ব্রীজ পার হয়ে চলতে চলতে চিত্রপুরী সিনেমার কাছে আসতে দুই নম্বর বকাসুরের সঙ্গে দেখা। এ থাকে মনসাতলায়। এক নম্বর বকাসুর থাকে তাদেরই পাড়ায়। এর নাম বিজনকুমার শুর অর্থাৎ বি. কে শুর ওরফে বকাসুর। এখন ওই নামে ডাকলে আর ক্ষেপে যায় না। বরং হাসে। তাই এখন ওকে বিজন বলেই ডাকে ওরা।

পিণ্টু বলে—কি রে বিজন, কোথায় যাচ্ছিস? পুজোর ছুটির পরেই পরীক্ষা, পড়াশোনা নেই? শুধু আড্ডা দিলে চলবে?

বিজন এবারে জোরে হেসে বলে—খুব দিলি তো। আজকের

BanglaBook.org

কাগজ পড়েছিস ?

পার্থ বলে—না। সকালে উঠেই বেরিয়েছি।

—আবার স্টোন ম্যান।

—তাই নাকি ? এবারে কোথায় ?

—এবারে কাছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পাশে। পাথরটা পড়ে রয়েছে সেখানে। রক্তমাখা।

শিবু বলে ওঠে—দে ডোণ্ট টেক ফিংগার প্রিণ্ট ?

বিজন বলে—নিশ্চয় নেয়। চেনা আঙুলের ছাপ নিশ্চয় নয়।

বিজনের পিসতুতো দাদা পুলিশে কাজ করেন।

পিণ্টু বলে—মানসিক রোগী।

শিবু বলে—মাস্ট বি সাম বেগার ক্লাশ।

পার্থ বলে—এমনও তো হতে পারে, কলকাতায় বিরাট বাড়ি। গাড়িও আছে। সেই গাড়ি করে এক এক রাতে এক এক জায়গায় গিয়ে মানুষকে মারছে। হয়ত সত্যি মনোরোগী।

পিণ্টু বলে—বোধহয় গার্ডেন রীচ ওয়ার্কশপে তৈরী কোন নতুন জাহাজের জলে ভাসানোর উদ্বোধন করেছে লোকটা।

শিবু ভ্রূ কুঁচকে বলে—হোয়াট ডু ইউ মীন ?

—জাহাজ ভাসানোর আগে জাহাজের গায়ে একটা নারকেল ঠুকে ভাঙতে হয়, তোরা চোখে না দেখিস টি ভি-তে দেখেছিস।

সবাই মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

পিণ্টু তখন বলে—ভদ্রলোকের নারকেল ফাটানোর মোহ পেয়ে বসেছে। কিন্তু জাহাজ তো আর রোজ তৈরী হয় না। তাছাড়া তাকে বারবার ডাকবেই বা কেন ? তাই ফটাস্ করে মাথা ফাটিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিজন বলে—যত সব উদ্ভট কল্পনা।

পার্থ মৃদু হেসে বলে—এই উদ্ভট কল্পনা থেকে এক এক সময় দারুণ দারুণ জিনিষ বেরিয়ে আসে।

বিজন বিদায় নিতে পিণ্টু বলে—আমরা স্টোন ম্যানকে ধরতে পারি না ?

পার্থ বলে—অসম্ভব।

—কেন ?

BanglaBook.org

—সে গভীর রাতে খুন করে। শহরের এক এক জায়গায় এক একদিন। তাকে কেউ চেনে না। আমরা রাতে বাইরে আসতে পারব না। শহরের সব জায়গায় ঘুরতে পারব না। লোকটাকে চিনি না। কাউকে সন্দেহ করলে তার ওপর নজর রাখা যায়। এখানে আমরা তা পারব না।

—তা ঠিক।

সেই সময় তারা লক্ষ্য করে চন্দ্রকান্ত তাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ফর্সা রঙের রোগা ছিপছিপে ছেলেটা। তাদের চেয়ে দুই ক্লাশ নীচে পড়ে। খুব শৈশবে দেখতে সত্যিই সুন্দর ছিল--চন্দ্রকান্ত মণির মতই। কিন্তু এখন তার ছায়াও অবশিষ্ট নেই। রঙ পুড়ে গিয়েছে এই বয়সেই। চোখ কোটরে। সব সময় ভয় ভয় ভাব। যেন কেউ তাকে মারতে উদ্যত। মাঝে মাঝে সত্যিই তার হাতে গালে কালশিটের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষক কিংবা কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে, ও কিছু না। চেপে ধরলে বলে, পড়ে গিয়েছিলাম। কেউ বিশ্বাস করে না। ওর মা হারিয়ে যাবার পর থেকেই ওর এই দুরবস্থা। এক বছর হয়ে গেল। ওর বাবা শীতাংশু বাগচী আর বিয়েও করেন নি। সৎ মায়ের অত্যাচার নেই। বাড়িতে আর কেউ নেই। আছে এক বৃদ্ধা। শীতাংশু বাগচীকে এই বৃদ্ধাই মানুষ করেছিল। দেখতে ঠিক পান্হা বুড়ির মত। পাড়ার ছেলেরা বলে ডাইনি বুড়ি। ওই নামে ডাকলে কিন্তু সে গালাগালি দেয়না, তেড়েও আসে না। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সেই দৃষ্টিতে বিভীষিকা মাখানো। দেখলে ভয় হয়।

শীতাংশু বাগচীর বাড়ি পদ্মপুকুরের কোনা দিয়ে গলির ভেতরে। ভাঙা বাড়ি, দিনের বেলাতেই বাড়ির চৌকাঠ পার হলে গা ছমছম করে। রাতের বেলা তো কথাই নেই। সবাই বলে, ওই বাড়িতে ডাইনির সঙ্গে একা থাকতে থাকতে চন্দ্রকান্তের অমন দশা হয়েছে।

—এই চাঁদু।

চন্দ্রকান্ত রীতিমত চমকে ওঠে। সে দুটো হাত কানের পাশ দিয়ে বেঁকিয়ে মাথা নীচু করে। ঠিক যেন, কেউ তাকে মারার চেষ্টা করছে, আর সে ঠেকাচ্ছে।

BanglaBook.org

ওদের তিন জনের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে হাত নামায়। ওকে ওরাই শুধু 'চাঁদু' বলে ডাকে। আর সবাই বলে 'চন্দর'।

চন্দ্রকান্ত বোকার মত হেসে তাদের দিকে এগিয়ে আসে।

শিবু বলে—হোয়্যার ইউ গোইং।

—এঁ্যা।

—কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

পিণ্টু বলে—বাড়িতে তো সেই বুড়ি। কি হবে গিয়ে ? চল্ আমাদের সঙ্গে যাবি ?

—কোথায় ?

—সব জায়গায়। কত ঘুরবি।

—না।

—কেন ?

—আমার ভয় করে।

—কিসের ভয় ?

চন্দ্রকান্ত চুপ করে থাকে।

পার্থ বলে—তোর বাবা কি করেন রে ?

—ডকে কাজ করেন।

—কি কাজ ?

—জানি না। আমি চলি।

পার্থ গম্ভীর হয়ে বলে—দাঁড়া। অমন পালাই পালাই করছিস কেন ?

—আমি কিছু বলতে পারব না। আমি কিছু জানি না। মানদা দিদিকে জিজ্ঞাসা কর।

শিবু বলে—মানদা দি ? দ্যাট্ উইচ্ ?

পার্থ বলে—তোদের বাড়ির কাছে গেলে গা ছম্‌ছম্ করে কেন রে ?

চন্দ্রকান্ত কেঁদে ওঠে—না, ভূত নেই। আমি জানি না।

সে দৌড়তে থাকে।

ওরা তিন জনে অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়ে থাকে।

চন্দ্রকান্ত অদৃশ্য হলে পার্থ বলে,—এদের বাড়িতে একটা রহস্য আছে। স্টোন ম্যানের পেছনে না ঘুরে সেই রহস্য ভেদ করা

BanglaBook.org

যেতে পারে।

পিণ্টু বলে— কথাটা মন্দ বলিস নি। কবে থেকে শুরু করা হবে?

—এখন থেকেই।

—চল্ তবে।

ওরা জোরে হেঁটেও চন্দ্রকান্তকে ধরতে পারে না। সে বোধহয় ওদের হাত থেকে নিস্তার পেতে দৌড় থামায়নি। ছেলেটাকে দেখলে কষ্ট হয়। মা হারিয়ে যাবার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। মাস্টারমশায়রা বলেন এক বছর আগেও ক্লাসে সে ফার্স্ট সেকেণ্ড হ'ত। এখন ফেল করে অনেক বিষয়ে। মা বোধহয় পড়া দেখিয়ে দিতেন। ওর বাবা নিজে নিশ্চয় দেখেন না। শিক্ষকও নেই। বাবাকে দেখতে খুব ভাল। লম্বা ফর্সা কোঁকড়া চুল। সিনেমায় নামার মত। কিন্তু পিণ্টু বলে, ওর বাবার চোখের মধ্যে কী যেন আছে। ভাল লাগে না। চন্দ্রকান্তের বাবা তাকে মারেন না তো? রহস্যের উদ্ঘাটন করতে হবে। অমন সুন্দর একটা ছেলেকে চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া যায় না।

চন্দ্রকান্তের মাকে ওরা খুব কম দেখেছে। তিনি সাধারণত বাড়ি থেকে বের হতেন না। এমন কি দুর্গাপূজা সরস্বতী পূজা এবং রথের সময়ও বেরোতেন না। দেখতে বেশ সুন্দরী ছিলেন। ফ্লোরেন্স নাইটেংগেলের একটা ছবি দেখেছিল পার্থ, ঠিক সেই রকম দেখতে। ওঁর সঙ্গে কখনো কথা বলেনি ওরা কেউ। ওঁ বাড়ির সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্ক খুব কম ছিল। তবে শুনেছে শুভ্রাংশু বাবুকে শিবু নাকি রেস ভাঙার সময় রেসের মাঠের গেট থেকে বাইরে আসতে দেখেছে। পার্থ তাঁকে দেখেছে পঞ্চাননতলার মন্দিরে পুজো দিতে। আর পিণ্টু তাঁকে দেখেছে খিদিরপুর ডকের পাঁচ নম্বর গেট দিয়ে এগারো নম্বর শেডের দিকে যেতে। গেটের পুলিশের সঙ্গে প্রথমে ফিসফিস করলেন। তারপর ওখানে কাস্টমস্ এর অফিসের একজন অফিসারের দিকে হাত উঁচিয়ে হেসে কি যেন বলে শেডের দিকে চলে গেলেন। ডকে কাজ করেন বলে বোধহয় সব ডকেই অবাধ গতি।

চন্দ্রকান্তদের বাড়ির সামনে এসে ওরা থামে। এবারে কি করবে? বাড়িটা ভাঙা চোরা হলেও বেশ বড়। পাশ দিয়ে পেছন দিকে

BanglaBook.org

যাওয়া যায়। ওরা কেউ কখনো যায় নি।

শিবু বলে—নাও? এন্টার?

—একটু দেখতে হবে।

সেই সময় পিণ্টু ডেকে ওঠে—চন্দ্রকান্ত, এই চন্দ্রকান্ত।

কোন সাড়া নেই।

শিবু ডাকে—মানদা ঠাক্‌মা।

কোন সাড়া নেই।

সদর দরজা বন্ধ। পাশের প্রাচীরের একটা অংশ সামান্য একটু ভেঙে গিয়েছিল। ওরা তিনজনে একে একে খুব সন্তর্পণে বাড়ির সীমানার ভেতরে প্রবেশ করে।

এবার?

পার্থ বলে—সামনের দরজা বন্ধ। ডাক শুনেও কেউ খুলল না। চল্‌ পেছনে যাই।

পেছন দিকটা সত্যিই ভুতুড়ে। পাশে একটি মাত্র বাড়ি আছে। কিন্তু সেই বাড়ির একটি জানালাও এদিকে নেই। এখানে কাউকে খুন করে রাখলেও কেউ দেখবে না। একটা উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জায়গাটি। খুব স্যাঁতস্যাঁতে আর এই দিনের বেলাতেও অন্ধকার অন্ধকার।

ওরা পা টিপে টিপে একটা দরজার দিকে এগোয়। সেটি বন্ধ। শিবু একটু জোরে চাপ দিতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে। বোধহয় আর একটু ঠেললেই খুলে যাবে। তাই খুলল।

ওরা এক পা এক পা করে ভেতরে ঢোকে। ওরা এটুকু জানে, ডাইনি বুড়ি আর চন্দ্রকান্ত বাড়িতে নিশ্চয় আছে। কিন্তু শীতাংশু বাগচী কখনোই নেই। এই টুকুই ভরসা।

একটু এগিয়ে ওরা একটা বাঁধানো উঠোন মত পায়। কিন্তু সেটি উন্মুক্ত বলে সেখানে যেতে পারে না। ডাইনি বুড়ি দেখে ফেলতে পারে। দেখলেই ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে এসে চেঁচামেচি শুরু করবে। তাতে তাদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

হঠাৎ ওরা দেখতে পায় উঠোনের উল্টোদিকের একটি দরজা খুলে যায় এবং স্বয়ং শীতাংশু বাগচী সেখানে এসে দাঁড়ান।

ওরা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

পিণ্টু ফিস ফিস করে বলে—উনি থেকেও সাড়া দিলেন না।

পার্থ কান খাড়া করে বলে—চুপ।

শীতাংশু বাগচী লুঙ্গি আর হাত কাটা গেঞ্জি পরে ছিলেন। খিদিরপুরের সবাই বিদ্যানাথের গেঞ্জি কলের গেঞ্জি কেনে। খুব সস্তায় পায়। তবে কিছুদিন পরার পরে গেঞ্জির নীচের দিকের অংশের আঁটো সাঁটো ভাব নষ্ট হয়ে গিয়ে ঢল্ ঢল্ করে। শীতাংশু বাগচীর গেঞ্জিরও সেই একই দশা হয়েছে।

ভদ্রলোক কারও সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছেন। জিজ্ঞাসা করছেন—ওটা আবার বন্ধু বান্ধব জোটাচ্ছে নাকি?

—না না, ও তেমন ছেলেই নয়।

—তবে, ওকে ডাকতে আসে কেন?

—বোধহয় বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। এই তো তেতে পুড়ে এল।

—তেতে পুড়ে কেন? কী এমন রাজকার্য করতে গিয়েছিল?

—কেন, কালুকে খবর দিতে বললে না তুমি?

—হ্যাঁ, ওর পেছনেও যদি কেউ লাগে, তাহলে তো মুশকিল।

—ওকে না পাঠালেই তো পার।

—চুপ কর রাক্ষসী। বড্ড বেড়েছিস তুই। ছেলেবেলায় বুকের দুধ খাইয়েছিস বলে ভাবিস না মা হয়ে গিয়েছিস।

—না না, তা ভাবি না। তোমার মা ছিলেন পুণ্যবতী। তাঁর দুধ খেলে তুমি কখনই এমন হতে না। মানুষ হতে।

—কি বললি হারামজাদী?

চপেটাঘাতের শব্দ শোনা গেল।

ডাইনি বুড়ি ভাঙা গলায় চাপা কান্না কাঁদতে কাঁদতে বলে—তবু তোর ওপর আমার টান নষ্ট হল না। যদি হ'ত তাহলে তোকে এত দিনে ফাঁসী কাঠে দিতে পারতাম।

শীতাংশু বাগচী বিশ্রি ভাবে হেসে বলে—সেকথা জানি। জানি বলেই, তুই বেঁচে আছিস। তাছাড়া ওই ছোঁড়াটাকে দেখার কেউ নেই। দুটো ভাত রেঁধে দিতেও তোকে দরকার।

পার্থ বলে—চল এখুনি চল।

পিণ্টু বলে—শুনবি না আর?

—না। শিগ্‌গির চল।

BanglaBook.org

ওরা যে ভাবে ঢুকেছিল সেইভাবে চোরের মত ঘরের বাইরে এসে দরজাটা আগের মত বন্ধ করে দেয়। ভবিষ্যতে এই পথেই ঢুকতে হতে পারে। বাড়ির লোকেরা হয়ত জানে না এটা খোলা রয়েছে।

প্রাচীর ডিঙিয়ে রাস্তায় নেমে ওরা হাঁফ ছাড়ে।

শিবু বলে—মিস্ট্রি ডেন্‌স্‌।

পিণ্টু বলে—তার মানে?

—রহস্য ঘনীভূত।

—ঠিক ইংরিজি বলেছে নাকিরে পার্থ?

—মনে হচ্ছে কি যেন একটা নেই। ডালে নুন না থাকলে যেমন লাগে।

—তবু তো চালিয়ে যাচ্ছি। পিণ্টুর মুখ দিয়ে একটা সংস্কৃত কথাও তো বের হয়না। খিচুড়ি হিন্দি বলে।

হে বালক! সংস্কৃতস্য মহিমা অপার। কেইসে তব বোধগম্য ভবেৎ।

শিবু পার্থকে জিজ্ঞাসা করে—ঠিক বলেছে নাকিরে?

মনে হয় রাষ্ট্রভাষার মেশাল রয়েছে।

পিণ্টু বলে—পারি পারি। ইচ্ছে করলেই পারি। তবে মাতৃভাষা থাকতে দিদিমা ভাষা শুধু শুধু বলব কেন?

শিবু বলে—দিদিমা ভাষা মানে?

সেই কথাই তো বলছি। কতটকু আর জানিস। আমাদের মাতৃভাষার জন্মদাত্রী হল সংস্কৃত ভাষা। মায়ের মাকে দিদিমা বলে।

পার্থ বলে—বাজে কথা এখন বন্ধ কর। চল লালমন্দিরের ওখানে গিয়ে বসে একটা পথ বের করতে হবে। শীতাংশু বাগচীর রহস্যটা কি? এতদিন জানতাম, শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। আজ দেখলাম অত্যন্ত অসভ্য।

শিবু বলে—স্ল্যাং।

—হ্যাঁ, ইতরের মত ভাষা। মা মরে যাবার পরে ছেলেটা কেমন হয়ে গেল। আজ ওদের কথা শুনে মনে হল ছেলেটার ওপর অত্যাচার হয়। তাই সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে।

পিণ্টু বলে—ডাইনি বুড়ির গায়ে হাত তুলল। ডাইনি হলেও

BanglaBook.org

স্ত্রীলোক তো। শুধু অসভ্য নয়, লোকটা বর্বর।

—হ্যাঁ।

ওরা রামকমল স্ট্রীটের লালমন্দিরের কাছে গিয়ে বসে। বেলা প্রায় পোনে এগারোটা বাজে। ছুটি বলে, বারোটা অবধি বাড়ি থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে সবাই। সুতরাং এ বেলার মত কথাবার্তা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে।

পার্থ বলে—চাঁদুদের বাড়ির সব কয়টা ঘর আমাদের দেখতে হবে।

—কেন ?

—কারও বাড়ির লোকের আচরণে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে সেই বাড়ির প্রতিটি ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজলে অনেক সময় সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

শিবু বলে—কিন্তু ধরা পড়ে যাব তো।

—একটু ভেবে চিন্তে কাজ করলে কঠিন কাজও কিছুটা সহজ হয়ে যায়।

—যেমন ?

পার্থ বলে—আমাদের নজর রাখতে হবে চাঁদুর বাবা কখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। কত কারণেই তো লোকে বাইরে যায়। সকালে বাজার করে, অফিস যায়, রেশন তোলে আরও কতকিছু করে।

—ভদ্রলোক কি সত্যিই চাকরী করেন ? আজ তো ছুটির দিন নয়। বাড়িতে আছেন কেন ?

—সিফ্‌ট ডিউটি করতে পারেন।

—তা অবশ্য পারেন।

—আমাদের নজর রাখতে হবে কখন উনি বাইরে যান। সেই সময় ভেতরে ঢুকতে হবে।

শিবু বলে—উনি না থাকলে কি হবে ? ডাইনি তো রয়েছে।

—তা রয়েছে। কিন্তু ততটা মারাত্মক নয়।

পিন্টু এবার বলে—আদৌ মারাত্মক নয়। ডাইনি বুড়ি চোখে ভাল দেখতে পায় না।

শিবু জিজ্ঞাসা করে—কি করে বুঝলি ?

BanglaBook.org

—ও নিজেই সেদিন চেঁচিয়ে বলছিল, ওর ছানি পড়েছে পোড়া চোখে। বলছিল, পথঘাট সব চেনা বলে হাতড়ে হাতড়ে চলে। মনিষ্যি জনকে অশরীরি আত্মার মত দেখে।

—এতকথা জানলি কি করে রে ?

—বাকুলিয়া হাউসের এক কাজের মেয়ের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনা বকবক করছিল। একই বয়সী প্রায়। আমি বুড়িকে হাসতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওকে জীবনে হাসতে দেখিনি আগে। তখন এতসব কথা হচ্ছিল।

পার্থ বলে—তাহলে তো ভালই হল।

শিবু তখন বলে—বাট্ হোয়াট্ এ্যাবাউট চাঁদু ?

পার্থ হেসে বলে—চাঁদুর ওষুধ আমার জানা আছে। ও দেখতে পেয়ে যদি বলে বাবাকে বলে দেবে তাহলে বলব "তোর বাবাকে আমরা বলব, তুই ডেকে এনেছিস। রোজ রোজ আসতে বলিস তুই।" দেখবি ওর মুখের কি চেহারা হয়।

পিণ্টু শিবু হেসে ওঠে।

সেইদিনই ওরা পালা করে শীতাংশু বাগচীর বাড়ির ওপর নজর রাখতে শুরু করে। বাকী দু'জন পদ্মপুকুরের ভেতরে গিয়ে বসে থাকে। শীতাংশু বাগচী বের হলেই ছুটে এসে দুজনকে খবর দেবে। তখন শুরু হবে তাদের অভিযান। শিবু এই অভিযানের নাম দিয়েছে "অপারেশান উইচ-ক্র্যাফ্ট"। ওরা চন্দ্রকান্তের বাবার মুখে কালু বলে একজনের নাম শুনেছে। চন্দ্রকান্ত সেই কালুর কাছেই গিয়েছিল। কে এই কালু ? খিদিরপুরে একজন কালুর নাম সবাই জানে। কালু গুণ্ডা। ডকের মালপত্র সরায়। পাইপগান আর ছোরা নিয়ে মারামারিও করে। পুলিশ খুব ভাল ভাবে চেনে তাকে। অথচ তার গায়ে সহসা হাত দিতে পারে না। কোন এক প্রভাবশালী ব্যক্তির স্নেহে পুষ্ট সে। এই কালু যদি সেই কালু হয় তাহলে ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর হতে পারে।

প্রথমেই পার্থ চলে যায় ওই বাড়ির কাছে। ঠিক হয়েছে রাত ন'টা অবধি নজর রাখবে রোজ। দুপুরে শুধু খাওয়ার সময়টুকু বাদ যাবে। এক ঘণ্টা করে এক একজন পাহারা দেবে। এক নাগাড়ে

BanglaBook.org

বেশীক্ষণ পাহারায় থাকলে একঘেঁয়েমী এসে যায়। তাতে নজরদারি শিথিল হয়ে পড়ে। তিনজনের হাতেই ঘড়ি আছে। ব্যাটারীর ঘড়ি। কাঁটার বালাই নেই। দুটো খোপের মধ্যে ঘণ্টা আর মিনিট দেখা যায়। তবে ব্যাটারী ফুরোলে নতুন ব্যাটারী লাগানো যাবে কিনা সন্দেহ। পিণ্টুকে তার এক মামা বলেছেন, চেষ্টা করে নতুন ব্যাটারীও লাগিয়ে দেওয়া যায়। একবার লাগালে আবার দু-তিন বছর। ততদিনে তাদের গোঁফ উঠে যাবে।

শিবু আর পিণ্টু একা একা বসে ঘাস চিবোতে থাকে।

পিন্টু বলে—একবার দক্ষিণে যেতে পারলে বড় ভাল হ'ত।

—দক্ষিণে মানে? ক্যানিং? না সুন্দরবন?

—তোর ওই এক দোষ। মনকে উদার করতে পারিস না। দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারিস না। ভাগ্যিস ঠাকুরপুকুরের নাম বলিস নি।

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

—আমি মীন করছি মাদ্রাজ, কন্যাকুমারী, পণ্ডিচেরী, কেরালা।

—তাও ভাল। আমি ভেবেছিলাম দক্ষিণ মেরু।

পিণ্টু হেসে ফেলে।

শিবু বলে—তুই কিন্তু মন্দ বলিস নি। হিমালয়ে যখন গিয়েছি, কন্যাকুমারীকাতেও যাওয়ার দরকার। তাহলেই আসমুদ্র হিমাচল যাওয়া হয়ে যাবে।

—সত্য স্যারকে বললে কেমন হয়?

—আসল প্রশ্ন হল পয়সা।

—জানি। কিন্তু মনে প্রবল ইচ্ছা থাকলে, সমস্ত বাধাবিঘ্ন শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় উড়ে চলে যায়।

—দারুণ বলেছিস তো।

—মাঝে মাঝে আমাকে কিসে যেন ভর করে।

—কুবের ভর করে?

—কোন্ কুবের?

—ধন কুবের। টাকার বাদশা।

পিণ্টু হেসে ওঠে।

সেই সময় দেখা গেল পার্থ তিনঠোঙা চিনেবাদাম নিয়ে এসে বলে

BanglaBook.org

—এবারে পিণ্টুর পালা। কেউ বাড়ি থেকে বাইরে আসেনি। ডাইনিও নয়।

পিণ্টু চলে যেতে শিবু বলে—পিণ্টু একটা ভাল কথা বলেছে।

—কি।

—এবারে দাক্ষিণাত্য অভিযান।

—টাকা ?

—পিণ্টু বড় বড় বাংলা বলল সেই কথা শুনে। ওর কথার ভাবার্থ হল, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।

পার্থ বলে—আমারও মনে এমন একটা ইচ্ছা আছে। সত্য স্যার ছাড়া গতি নেই। আর তাঁকে নরম করতে হলে পরীক্ষার ফল আর একটু ভাল করতে হবে। তুই এত ইংরিজি বলিস অথচ একান্নর বেশী নম্বর উঠল না। আমি বাংলায় পেলাম সাতচল্লিশ। আর পিণ্টুটা অঙ্কে একচল্লিশ। কোন মুখে বলব, বলতে পারিস ?

—আমার কি মনে হয় জানিস পার্থ ? এর বেশী বোধহয় আর পাব না। আমরা ক্লাইম্যাক্সে পেঁাছে গিয়েছি। এবারে নীচের দিকে গড়াতে হবে।

—আমি বিশ্বাস করি না। আসলে আমরা সেভাবে এখনও চেষ্টাই করিনি। অম্বরীষ বরাবর ফার্স্ট হয় বলে আমরা ধরে নিয়েছি ওকে টপকানো দূরের কথা ওর কাছাকাছিও পেঁাছোতে পারব না। কিন্তু কেন পারব না, বলতে পারিস ?

—গোড়ায় গলদ। ও যখন নীচের ক্লাস থেকে অঙ্ক ইংরিজি সব ভালভাবে শিখছিল, আমরা তখন আদি গঙ্গায় গামছা দিয়ে মাছ ধরেছি।

—সব শুধরে নেওয়া যায়। সত্য স্যার বলেন, ইচ্ছেটাই হল আসল।

—আমাদের ওপরের ক্লাসের অনির্বাণের কথা ভাব। তাকে কেউ টপকাতে পারল ?

—মনে হয় এবারে পারবে। শুনলাম অনুষ্টুপ উঠে পড়ে লেগেছে।

—আমাদের ক্লাসের অত্রিও শুনলাম কোমর বেঁধে লেগেছে। দেখা যাক অম্বরীষকে টপকাতে পারে কি না।

BanglaBook.org

চিনেবাদাম খাওয়া শেষ হয়ে যায়। একটা একটা করে ভেঙে হাতের তালুতে ঘষে খোসা উড়িয়ে খাওয়া সত্ত্বেও শেষ হয়ে যায়। অথচ এভাবে ওরা কখনো খায় না। সময় কাটাতে এভাবে খেয়েছে।

বিকেল গড়িয়ে যায়। সূর্য ড্রাই ডকের পেছন দিকে চলে গিয়েছে। একেই পড়ন্ত বেলা বলে কিনা ওরা জানে না। সন্ধ্যা হতে আরও অন্তত এক ঘণ্টা দেরি। পিণ্টু আসছে না। অর্থাৎ বাড়ি থেকে কেউ বের হয় নি। ওরা কি করে সব সময় বাড়িতে বসে থাকে? চাঁদুটাও বেরোয় না। আজ পাহারা দেওয়া হচ্ছে বলে ডাইনিও নড়ছে না। ইচ্ছে করে যেন জব্দ করছে তাদের।

এক ঘণ্টা পার হতে পিণ্টু ফিরে এল। শিবু উঠে দাঁড়ায়।

পিণ্টু বলে—চাঁদু একবার বেরিয়েছিল। মোড়ের দোকান থেকে দই কিনে আবার ঢুকে গেল।

—তোকে দেখেছে?

—পাগল।

—আর কিছু দেখলি?

—হ্যাঁ। একজন লোক বাড়িটার সামনে বার দুয়েক পায়চারী করল। হাল ফ্যাশানের আমেরিকান পোশাক। ভালই চেহারা। তোরা ওকে ফ্যান্সি মার্কেটের সামনে দেখেছিস।

পার্থ বলে ওঠে—কালু গুণ্ডা?

—হ্যাঁ। তুই জানলি কি করে?

—আমি একবার দেখেছি ওকে।

—আমি চিনতাম না। পান বিড়ির দোকানটার মালিক আমাকে বলল—চেন ওকে? আমি মাথা ঝাঁকাতে বলে—কালু গুণ্ডা।

শিবু বলে—ব্যাপারটা তাহলে বেশ ঘোরালো। চাঁদু ওকেই ডাকতে গিয়েছিল সকালে।

পার্থ বলে—তুই তাড়াতাড়ি চলে যা শিবু।

শিবু চলে যায়।

পার্থ বলে—শীতাংশু বাগচী গেলেন কোথায়, তাই ভাবছি।

পিণ্টু বলে—এমন হতে পারে, আমরা এখানে আসার আগেই তিনি অফিসে কিংবা অন্য কোথাও গিয়েছেন।

—হতে পারে। তাহলে কালু গুণ্ডা এলো কেন?

BanglaBook.org

—হুঁ।

—যাকগে, ওসব ভেবে লাভ নেই। আমরা কিছুই জানি না। কয়েকদিন নজর রাখলে আরও কিছু জানতে পারব।

সন্ধ্যা হতে সামান্য বাকী। সেই সময় শিবু ছুটতে ছুটতে এসে বলে শীতাংশু বাগচী বেরিয়ে গেল। একবার ভাবলাম ওঁকে ফলো করব। তারপর ভাবলাম, প্রথম দিনেই সেটা না করে তোদের জানানো দরকার।

পার্থ বলে—ঠিক করেছিস। যে কোন দিনই আমরা ফলো করতে পারব। কিন্তু চাঁদুর বাবা বাড়ি না থাকলে আমাদের বাড়ির ভেতরে যাওয়া ঝুঁকি কম। চল আজই ঢুকব।

ওরা বাড়ির সামনে আসে। তারপর এদিক ওদিক দেখে নিয়ে ভাঙা প্রাচীরের জায়গাটা ডিঙিয়ে পেছন দিকে চলে যায়। সকালে যে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছিল সেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দিনের বেলাতেই জায়গাটা কেমন অন্ধকার লাগছিল। এখন তো রীতিমত অন্ধকার। রাস্তায় এখন গোধূলিবেলা, এখানে কিন্তু সন্ধ্যা।

পার্থ খুব আস্তে দরজাটা ঠেলে। ক্যাঁচ করে একটু শব্দ করে দরজাটা খুলে যায়। বাড়ির কারও নজরে পড়েনি যে এটা খোলা রয়েছে। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। পার্থর ভয় ছিল দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ দেখবে সে। ভাগ্য ভাল তাদের।

ওরা একটু নিশ্চিন্ত হয়েই বাঁধানো উঠোনের কাছে আসে। ডাইনি বুড়ি এই অন্ধকারে তাদের কখনই দেখতে পাবে না। চোখে ছানি পড়া। চন্দ্রকান্ত তাদের দেখে ফেলতে পারে। সে যাতে না দেখে সেই চেষ্টা করতে হবে। কারণ দেখলেই বাবাকে বলে দেবে।

দোতলা বাড়ি। তিনতলায় চিলে কোঠা আছে। বেশ পুরোনো বাড়ি। বাইরের প্লাস্টারে শ্যাওলা ধরে গিয়েছে। সকালেই সেটা ওরা লক্ষ্য করেছে। কবে যে শেষ বারের মত রঙ করা হয়েছিল চন্দ্রকান্তের বাবাও বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এত পুরোনো বাড়িতে সাধারণত অনেক শরিক থাকে। অথচ এদের কেউ নেই। কয়েক পুরুষ ধরে বোধ হয় একটি করে পুত্র সন্তান জন্মেছে তাদের।

বাড়ির ঘর গুলোর ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পৃথিবীর যত

BanglaBook.org

অন্ধকার সব ওই সব ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে যেন।

ওপরে একটা বাসন ঝন্‌ঝন্‌ করে পড়ে যায়। ডাইনির হাত ফস্‌কে পড়েছে বোধহয়। কিন্তু কারও কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। যেন ঠিক ভূতুড়ে বাড়ি।

একটা ঘরে আলো জ্বললো, টিমটিম করে। প্রদীপের আলো নিশ্চয়। বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই না কি? চন্দ্রকান্ত এমন কিছু বড় নয়। তার ভয়-টয় নেই? তাছাড়া অন্ধকারে তার বয়সী একটা ছেলে থাকতে পারে? তবু সে বাড়িতে আছে এবং অন্ধকারেই আছে। সে বাইরে গেলে ওদের চোখ এড়াত না।

প্রদীপের আলোটা টিমটিম করছে। ওই ঘরে বোধহয় লক্ষীর আসন রয়েছে। সন্ধ্যায় মানুষের আলোর প্রয়োজন কোন কোন ক্ষেত্রে না হলেও ঠাকুরের প্রয়োজন হয়।

পার্থ বলে—চল ওপরে উঠে যাই। চন্দ্রকান্তের বাবা ফিরে আসার আগে ঘরগুলো দেখে নিতে হবে।

ওরা ওপরে ওঠে।

চওড়া টানা ঢাকা বারান্দা। পর পর তিনটি ঘর। এই ঘর-গুলোর একটিতে চন্দ্রকান্ত নিশ্চয় বসে রয়েছে। বসে কি করছে কে জানে।

সেই সময় একটা চাপা কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় তারা। চন্দ্রকান্তের গলা বলে মনে হয় না। তবে কি ডাইনি বুড়ি কাঁদছে। পা টিপে টিপে ওরা এগিয়ে যায়। ওই ঘরেই প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। কারণ সেই আলোর ক্ষীণ রশ্মি ঘরের দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে বারান্দায় এসে পড়েছে। ওরা সেই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে একটা পূজার বেদী। শোবার ঘরে এরকম পূজার বেদী তারা আগে কখনও দেখেনি। সাধারণত চিলে কোঠায় ঠাকুরের স্থান হয়। কিংবা পৃথক কোন ছোট ঘর ঠাকুর ঘর হয়ে ওঠে। সেখানে মূর্তি থাকে। দেয়ালে দেবদেবীর ফটো শোভা পায়। কিন্তু একই মাপের তিনটি শয়নকক্ষের একটির এক কোনে উঁচু বেদী ওরা দেখেনি কখনো। সেই বেদীর ওপরে প্রদীপ জ্বলছে। একটা প্রতিমা রয়েছে। অন্ধকারে বোঝা যায় যে কোন দেবতার মূর্তি সেটি।

BanglaBook.org

সেই বেদীর ওপর মাথা রেখে ডাইনি বুড়ি আকুল হয়েই কাঁদছে। তবে বয়স হয়েছে বলে ভাঙা ভাঙা কান্নার আওয়াজ। বেদীর গায়ে সমানে হাত বুলিয়ে চলেছে সে। অস্পষ্টভাবে কান্নার মধ্যে কি যেন বলে চলেছে। ওরা অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারেনা।

কাঁদুক বুড়ি। কেঁদে সান্ত্বনা পাক আর না পাক বুকের বোঝা হালকা হয়। পণ্ডিত মশায় একথা বলেন। তিনি এখন সংস্কৃত পড়ান না। পরিবর্তে ড্রইং করানো শেখান। মাঝে মাঝে কোথা থেকে খবর পান সংস্কৃত আবার অবশ্য-পাঠ্য হবে। তাঁর ওই শুকনো মুখও তখন ঝলমল্ করে ওঠে। তারপরে আবার সেই আগের অবস্থা। তখন তিনি বোধহয় নির্জন কোন জায়গায় বসে কেঁদে মনের বোঝা হাল্কা করেন।

ওরা পাশের ঘরের দিকে একবার তাকায়। ঘর শূন্য। অন্ধকার।

শিবু হঠাৎ বলে ওঠে—হোয়াট ইজ দ্যাট ?

ওর তর্জনী বরাবর লক্ষ্য করে দেখা যায়, ঘরের খাটের পাশে মেঝেতে সাদা মত কি যেন পড়ে রয়েছে। সাদা কুকুর নাকি। তাহলে তো ঘেউ ঘেউ করে উঠতো। অথচ একটু যেন নড়ছে।

ওরা খুব সাবধানে ঘরে ঢোকে। সব সময় ভয় শীতাংশু বাগচী যখন-তখন ফিরে আসতে পারেন।

এগিয়ে গিয়ে ওরা দেখে চন্দ্রকান্ত হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তার মুখও বাঁধা। ওরা ওর মুখের বাঁধন খুলে দেয়।

ও বলে—তোমরা পালাও।

পার্থ বলে—তোকে কে বেঁধে রেখেছে ?

—এখন বলব না। তোমরা এখনই পালাও। নইলে কালু গুণ্ডা তোমাদের মেরে ফেলবে।

—এখানে ?

—হ্যাঁ এখানেই।

—কি করে ঢুকবে ?

—ও যাতে ঢুকতে পারে তার জন্যে পেছনের একটা দরজা সব সময় খোলা থাকে। তোমরা এলে কি করে ?

BanglaBook.org

—সেই দরজা দিয়েই এসেছি।

—এখনই পালাও। আর আমার মুখটা আবার বেঁধে দাও।

—তোর কষ্ট হচ্ছে না ?

—হোক। যদি মুখ খোলা দেখে তাহলে সন্দেহ করবে। আমাকে ভীষণ শাস্তি দেবে।

—আমরা যাব না।

কাতর স্বরে চন্দ্রকান্ত বলে—তোমরা যাও। আমাকে নইলে আরও কষ্ট পেতে হবে।

—আমাদের সব কথা বলবি কিনা আগে বল।

—সুবিধে হলে বলব।

– সত্যি ?

—হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা কখনও আমার পেছনে এসো না। আমাকে কখনও ডেকো না। আমি সুযোগ হলে তোমাদের বলব। এবারে মুখ বেঁধে দিয়ে তাড়াতাড়ি পালাও।

ওরা আগের মত চন্দ্রকান্তের মুখ বেঁধে দেয়। তবে একটু আলগা ভাবে। হাত পায়ের বাঁধনও কিছুটা ঢিলে করে দেয়, যাতে ওর দেহের রক্ত চলাচল ব্যাহত না হয়। তারপরে ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে আশ্বস্ত করে। কাঁধে একটু চাপ দেয়।

পিন্টু বলে—চলি রে চাঁদু। এর একটা হেস্তনেস্ত করবই। তোকে উদ্ধার করব আমরা।

ওরা যখন নীচে নামে তখনও ডাইনির চাপা ক্রন্দন ধ্বনি ভেসে আসে ওপর থেকে।

রাস্তায় এসে শিবু বলে—ডাইনিদেরও যন্ত্রণা থাকে। তাদেরও চোখ দিয়ে জল পড়ে।

পিন্টু বলে—তুই সত্যিই ডাইনি বিশ্বাস করিস না কি ?

—কখনোই না। আমি রূপকথার ডাইনিদের কথা বলছি। সবই তো রূপকথা আর গল্প। বাস্তবে ওসব হয় না কি ?

পার্থ বলে—হেস্টিংস হাউসের সামনে গভীর রাতে খটাখট খটাখট করে শব্দ এসে থেমে যায়। একটা ঘোড়া নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলে। কে যেন লাফিয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে নামে বাড়ির পোর্টিকোর নীচে। ঘোড়ার লাগাম আর জিনের শব্দ হয়।

BanglaBook.org

এখনও প্রত্যেক রাতে দুটো-আড়াইটার সময় হয়।

শিবু বলে—হু ইজ দ্যাট ম্যান ?

পার্থ বলে—লর্ড হেস্টিংস।

—গ্যাঁজা।

—ডাইনিও গ্যাঁজা।

—সে তো সবাই জানে। বলতে ভাল লাগে বলে আমরা বলি।

পার্থ বলে—এবারে আমাদের বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। চন্দ্রকান্তের বাবা কখন ফেরেন দেখতে হবে। কালু গুণ্ডার কথাও চন্দ্রকান্ত বলেছে। মনে হলো, তাকে খুব ভয় পায়। কালুগুণ্ডাও এ বাড়িতে ফিরে আসতে পারে।

পিণ্টু বলে—পানবিড়ির দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলে কালু গুণ্ডা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেতে পারে। কতবার এ বাড়িতে সে আসে, কখন আসে ?

—পাগল হয়েছিস ? দেখবি, দোকানদার হয়ত কালু গুণ্ডার হাতের লোক। কে কখন আসছে যাচ্ছে, সেই খবর কালু গুণ্ডা হয়ত দোকানদারের কাছ থেকেই নেয়। বিনিময়ে সামান্য অর্থ কিংবা হুমকি।

—ঠিক বলেছিস। আমরা যে ঘোরাফেরা করি একথাও বলে দিতে পারে।

—বেশী ঘুরলে, বলে দিতে পারে বৈকি। তবে আমরা পাড়ার ছেলে। আমাদের মুখ ভাল ভাবেই চেনে ও। তাছাড়া আমাদের একটা সুবিধা আছে। আমাদের বয়স কম। তবু লোকটা আমাদের যত কম দেখে ততই ভাল।

সেদিন রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরল তিনজনে।

শিবু গম্ভীর কণ্ঠে বলে—থিংক্ এ্যাবাউট চাঁদু। হরিবল্।

পিণ্টু বলে—সত্যিই।

পার্থ বলে—উপায় নেই। মেনে নিতে হবে। ওকে খুলে দিলে ওরই ক্ষতি হবে। তাছাড়া এমন শাস্তি পেতে ও অভ্যস্থ। এমনিতেই কি অত সুন্দর চেহারার অমন দশা হয়েছে ?

BanglaBook.org

পিণ্টু বলে—ওকে মুক্ত করতে পারলে, আমাদের দলে নিয়ে নেব।

শিবু বলে—বাট হি ইজ কাওয়ার্ড।

পার্থ বলে—বলা যায় না। হয়ত ও খুব সাহসী। এখন এমন অবস্থায় আছে যে সাহস দেখালে মেরে ফেলা হবে ওকে।

—হতে পারে।

ক'দিন ধরে ওরা চন্দ্রকান্তদের বাড়িতে আরও একবার ঢোকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সব সময়ই লোক থাকে। কালুগুণ্ডার যাতায়াত বেড়েছে। সাধারণত সে আসে ভর দুপুর কিংবা রাতে। গভীর রাতে আবার আসে কিনা সেই খবর এরা রাখতে পারে না। কারণ সারাদিন পাহারা দিয়ে আবার সারারাত পাহারা দেওয়া অসম্ভব। ওদের মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি রয়েছে চন্দ্রকান্তের জন্য। সে সেদিন আদৌ ছাড়া পেয়েছিল কি না কে জানে। বেঁচে আছে তো? যদি না বেঁচে থাকে তাহলে এরা তিনজন পৃথিবীর সবার কাছে চিরকাল অপরাধী হয়ে থাকবে। সত্য স্যার তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেবেন। বলবেন, শত দুঃসাহসিক কাজ করলেও মানুষ হওয়া যায় না, যদি মনুষ্যত্ব না থাকে।

শিবু বলে ওঠে—আই শ্যাল ফাইণ্ড আউট চাঁদু বাই হুক অর ক্রুক।

—কি করে?

—ওই বাড়িতে ঢুকব। একা। নো প্লেস ইন মাই মাইণ্ড।

পিণ্টু ভাঙা গলায় বলে—আমারও। আমরা কি কাপুরুষ হয়ে গেলাম নাকি রে পার্থ?

পার্থ ওদের কথা শুনতেই পায় না। তার মুখ হাসি হাসি। কি যেন দেখছে।

—আমাদের কথা শুনতে পাসনি?

—পেয়েছি।

—তোর মনে দুঃখ নেই?

—না।

শিবু বলে ওঠে—ইউ আর হার্টলেস।

পার্থ আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে— ওই দ্যাখ।

BanglaBook.org

ওরা দেখতে পায় চতুর্ভুজ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে চাঁদু কি যেন কিনছে।

পিণ্টু বলে—আরে ব্বাস্, মনে হচ্ছে মিহিদানা কিনছে। চল যাই।

পার্থ বলে—না। ওকে তোরা ডাকবি না। কালু গুণ্ডার লোকেরা ওকে ফলো করতে পারে। ওর সামনে দিয়ে যাই চল্। যদি মনে করে বিপদ নেই তাহলে নিজেই কথা বলবে। ও জানে, আমরা ওদের অনেক কিছুই জেনে ফেলেছি। বুঝতে পেরেছে, আমরা ওর বিপদে সাহায্য করতে পারব।

ওরা তিনজনে চতুর্ভুজ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দিকে চলতে থাকে। চন্দ্রকান্ত ওদের প্রথমে দেখতে পায়নি। ওরা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় ইচ্ছে করে জোরে জোরে কথা বলতে বলতে যায়। চন্দ্রকান্ত তাদের এক ঝলক দেখে নিয়েই না দেখার ভান করে পয়সা দিয়ে মিষ্টির প্যাকেটটা নেয়। ওরা বুঝতে পারে কথা বলায় বিপদ আছে। তাই ওরাও এমন ভাব করে যে ওকে দেখেনি। ওরা এগিয়ে চলে কবিতীর্থের দিকে। ধীরে ধীরে এগোয়। একটু পরে চন্দ্রকান্ত মিষ্টি নিয়ে হনহন করে যেতে যেতে বারবার বলে—বিকেল পাঁচটায়, স্কুলের মাঠে। বিকেল পাঁচটায় স্কুলের মাঠে।

ওরা নিশ্চিন্ত হয়। মনের বোঝা নেমে যাওয়ায় বেশ একটা ফুরফুরে ভাব। তার ওপর নতুন কিছু জানার প্রত্যাশা। সেই জন্যেই বোধহয় এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সবার এক সঙ্গে খিদে পেয়ে যায়।

পিণ্টুই প্রথম বলে—অহম্ ক্ষুধার্তোঽস্মি। গৃহং গচ্ছামি।

পার্থ বলে—তুই সংস্কৃত ঠিক বললি কি না জানি না। তবে আমারও খিদে পেয়েছে। পেট চনচন করছে।

শিবু বলে—আই অ্যাম অলসো হাংরি।

আসলে ওরা বিকেল পাঁচটা বাজার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকবে। চন্দ্রকান্ত সবটা না জানুক, যেটুকু জানে তাদের বলবে। নিশ্চয় আজ তার ওপর পাহারা থাকবে না বিকেলে।

বিকেল হতে না হতেই ওরা একে একে খিদিরপুর একাডেমির ভেতরের মাঠে এসে জড়ো হয়। সব চেয়ে শেষে আসে পিণ্টু। তখন

BanglaBook.org

চারটে বেজে পনের মিনিট। তার মানে ঠিক পাঁচটাতেও যদি চন্দ্রকান্ত আসে তাহলেও আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত পাঁচটার একটু আগেই আসে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে। এসে বলে -আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। বড়জোর দশ মিনিট। কালু গুণ্ডার লোক খেতে গিয়েছে।

পার্থ বলে—আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দে আগে। তারপর তুই যদি কিছু জানাতে চাস জানাবি।

—বল।

—ওই বুড়িটা কে?

—আমার নিজের ঠাকুমা বাবার জন্মের দু'দিন পরেই মারা যান। মানদাকে তখন আনা হয়। তার ছেলে হয়ে মরে গিয়েছিল। বুকে দুধ ছিল। বাবা সেই দুধ খেয়ে বেঁচেছে। বাবাকে খুব ভালবাসে। মাকেও খুব ভালবাসত।

—মা চলে গেলেন কেন? বাবার সঙ্গে ঝগড়া হতো?

—রোজ। কেন হ'ত সেকথা পরে বলব।

—বুড়িটা ওই বেদীর সামনে কাঁদে কেন।

—ছাদের ঘরে মায়ের লক্ষ্মীনারায়ণ ছিল। সেখানে তিনি পুজো করতেন। তিনি চলে গেলে বাবা তার শোবার ঘরেই পুজোর ব্যবস্থা করে।

বাবা নিজে পুজো করেন?

—কখনও না।

– তবে?

—মানদা দি, যা করার করে।

—সেদিন হাত পা বেঁধে রেখেছিল কেন?

—সেদিন আমি বাবাকে বলেছিলাম, এ সব ভাল লাগে না।

– কোন্ সব?

—কালুগুণ্ডার দলে মিশে বাবা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ডকের জিনিষে আমাদের চিলেকোঠা ভর্তি। একতলার কোনের একটা ঘরও বোঝাই।

—কি আছে ওখানে?

—জানি না। অনেক কিছু। মদের বোতল থেকে শুরু করে

BanglaBook.org

আরও অনেক কিছু।

—কে আনে ?

—কালু গুণ্ডার লোক।

—পাড়ার লোকে দেখে না ?

—অনেক রাতে আনে। জান, মাকে বাবা খুব মারত। মা কাঁদত। আমি চোখ বন্ধ করে থাকতাম। কিন্তু একদিন বাবা কালু গুণ্ডাকে বলল, মাকে মারতে।

শিবু চিৎকার করে ওঠে—হোয়াট ?

পিণ্টু বলে—চুপ কর শিবু। তারপর বল। কালু মারল ?

—হ্যাঁ। সাংঘাতিক মারল। আমি সেদিন কালুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কান কামড়ে দিয়েছিলাম। আমার মুখে রক্ত লেগে গিয়েছিল। সেই থেকে কালু আমাকে যখন তখন মারে। কালু বলেছে, বাইরের কেউ কিছু জানতে পারলে আমাকে একেবারে শেষ করে দেবে।

—মায়ের কি হলো ?

—মা মার খেয়ে মড়ার মত পড়ে ছিল। কালুর কান কেটে দিয়েছি বলে ও আমাকে খুব মেরেছিল। আমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। মানদাদি চেষ্টা করেছিল। পারেনি। কালু তার হাত মুচড়ে দিয়েছিল। অনেকদিন হাত ফুলে ছিল। এক হাত দিয়ে কাজ করেছে।

পার্থ বলে—আর মা ?

—সেই রাতেই মা পালিয়েছিল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। হুঁশ এসেছিল আমার অনেক রাতে। চেয়ে দেখি মানদা দি কেমন করে যেন কাঁদছে। আজও ওইভাবেই কাঁদে।

পার্থ বলে—আমরা তোকে উদ্ধার করব।

—তোমরা পারবে না। কালু সাংঘাতিক।

হোক। তবু তোকে উদ্ধার করব। কিন্তু তোর বাবার কিছু যদি হয় ?

—হোক। বাবা মরে গেলেও ক্ষতি নেই। আমি আর পারছি না পার্থদা।

—ঠিক আছে।

BanglaBook.org

—আমি চলি।

—দাঁড়া। তোর মানদা দি কেমন মানুষ?

—খুব ভাল।

—তোকে ভালবাসে!

—খুব।

—তোর বাবাকেও তো ভালবাসে।

—বাসত আগে। নিজের বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছে। কিন্তু এখন বাবার ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছে।

—তোর মানদা দি কে বলবি আমাদের যদি ঘরের ভেতরে দেখে তাহলে যেন চেঁচিয়ে না ওঠে।

—তোমরা আবার যাবে?

—হ্যাঁ, আজকেই যাব।

—কালুকে চেন না। মেরে ফেলে দেবে।

—দেখা যাক। আমরা পেছনের দরজা দিয়েই যাব। তুই রোজ যা করিস তাই করবি। আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তা করবি না।

—আমি চলি। বড্ড দেরি হয়ে গেল।

—ঠিক আছে। যা।

সেদিন ওরা তিনজন রাতে খেয়ে নিয়ে বাড়িতে বলল বাইরে যাবে।

ওরা ঠিক করে নিয়েছিল বাড়িতে প্রশ্ন করলেই পাল্টা প্রশ্ন করবে —তোমরা তো চাওনা মিথ্যা কথা বলি।

এর উত্তরে নিশ্চয় তাঁরা বলবেন—তা চাইনা। তাই বলে কোথায় যাবি বলবি না? বিপদ হলে?

—বিপদ হলেও কাটিয়ে উঠব।

—তিনজনেই যাচ্ছিস তো?

—হ্যাঁ।

প্রত্যেকের বাড়িতেই ঠিক এই ধরনের কথাবার্তাই হয়েছিল। তখন বাড়ির লোকেরাও ওদের বাধা দিতে পারেন না।

দশটা নাগাদ ওরা চন্দ্রকান্তদের পেছনের দরজায় গিয়ে হাজির হয়।

পার্থ বলে—ভেতরে ঢুকে আমি সোজা চলে যাব চিলে কোঠায়।

BanglaBook.org

আমরা একসঙ্গে থাকব না। ধরা পড়লে একজন যাতে থানায় গিয়ে খবরটা দিতে পারে।

শিবু জিজ্ঞাসা করে—হোয়াট ইজ মাই জব ?

—তুই শুধু চন্দ্রকান্তের ওপর নজর রাখবি।

—ওকে সন্দেহ করিস নাকি ?

—না। কেউ এলে প্রথমে ওর কাছেই আসবে মনে হয়। হয়ত হাত পা বেঁধে রাখবে। ওরা ওকে বিশ্বাস করে না। তুই সব লক্ষ্য রাখবি। দরকার হলে ওর বাঁধন খুলে দিবি।

—তার মানে, আমাকে ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে হবে।

—তাহলে খুবই ভাল হয়। নইলে কাছেপিঠে কোথাও।

পিণ্টু বলে—আর আমি ?

—তুই একতলার ঘর গুলো ঘুরে দেখবি। কোথায় কি আছে। ডাইনি বুড়ি নিশ্চয় জানে আমরা আসব। চাঁদু তাকে বলেছে। সে আমাদের দেখলেও ক্ষতি নেই।

ওরা দরজায় ঠেলা দেয়। ক্যাঁচ করে আওয়াজ হয়। ওরা ঢোকে। কালুগুণ্ডার প্রবেশ পথ গোড়া থেকেই ওরা ব্যবহার করে আসছে।

পার্থ ওপরে উঠে যায়। শিবু ধীরে ধীরে দোতলায় চন্দ্রকান্তের ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। আর পিণ্টু নীচের তলার ঘরগুলো দেখতে থাকে। নীচে ওদের সবশুদ্ধ চারখানা ঘর। তাছাড়া রয়েছে রান্না ঘর, আর ভাঁড়ার ঘর। একটা চওড়া বারান্দা রয়েছে। সেই বারান্দার দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা পিঁড়ি হেলান দেওয়া রয়েছে। সে ভাবে, এদের সাবেকি বাড়ি। খাওয়ার ব্যবস্থাও সাবেকি। অনেকের বাড়িতেই আজকাল ডাইনিং টেবিল রয়েছে। তাদের নিজেদের বাড়িতে অবশ্য নেই। পিঁড়িও নেই। আসন রয়েছে। শিবুদের বাড়িতে একটা খাওয়ার টেবিল রয়েছে। আর পার্থদের টেবিলও নেই, পিঁড়িও নেই। আসন আছে কিনা ঠিক জানে না পিণ্টু। পার্থকে অনেক সময় কোলের ওপর খাওয়ার পাত্র তুলে নিয়ে রকে বসে খেতে দেখেছে। চন্দ্রকান্তদের পিঁড়িগুলো মস্ত বড়। প্রায় দুজনে বসে খেতে পারে। চকচক করছে। মনে হয়, চৈতন্যদেবের সময় থেকে এই পিঁড়িগুলো ব্যবহার করা হয়।

সামনে একটা ঘর। কিন্তু সেই ঘরের দরজার কাছে অন্ধকারের

মধ্যে ডাইনি বুড়ি দাঁড়িয়ে। এত রাতে ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছে? চোখেও তো ভাল দেখে না। পিণ্টু বুড়ির পাশ দিয়ে অন্য ঘরের দিকে চলে যায়। যে ঘরে ঢুকল, সেই ঘরে অনেক কাঠের বাক্সো কিছু বড় বড় পলিথিনের ব্যাগও রয়েছে। বাক্সোগুলো বন্ধ। কিন্তু ব্যাগের মুখ খোলা। সে হাত দিয়ে তুলে তাজ্জব হয়ে যায়। নানা রকমের বিদেশী টর্চ। আর একটা ব্যাগে শুধু সিগারেট জ্বালাবার লাইটার। কী সুন্দর সব দেখতে। ফ্যান্সি মার্কেটে এসব দেখা যায়। ঘরে কত জিনিষ।

চন্দ্রকান্তের বাবা সত্যিই খুব খারাপ মানুষ। পিণ্টুর মন কঠিন হয়ে ওঠে। সে অন্য আর একটা ঘরে ঢোকে। সেখানে শুধু নানা ধরণের সুটিং আর শার্টিং-এর কাপড়। সব বিদেশী।

দেখা তো হল, এবারে সে কি করবে? বসে থাকবে? তার চেয়ে গিয়ে বুড়িকে একটু নাড়াচাড়া দেওয়া যাক।

ওদিকে শিবু চন্দ্রকান্তের ঘরে একটা কম-জোরি লাইট জ্বলতে দেখে। এত কম আলোয় পড়াশোনা করে নাকি চাঁদু। সবই সম্ভব। সব সময় যেখানে শাস্তি আর মৃত্যুভয় সেখানে প্রতিবাদের ভাষা থাকে না।

সে ডাকে—চাঁদু।

চমকে ওঠে চন্দ্রকান্ত—এসে গিয়েছ?

—হ্যাঁ।

—পার্থদা আর পিণ্টুদা?

—সব আছে। তোকে ভাবতে হবে না।

—ওরা যে বাড়িতে নেই, কি করে বুঝলে?

একটু মুচকি হেসে শিবু বলে—আমরা সব রাইপ ডিটেকটিভ। পাকা গোয়েন্দা। এবার কোথায় লুকোই বল তো তোর ঘরে?

—আমার ঘরে?

—সেই রকমই হুকুম হয়েছে। বল কোথায় লুকোই।

—আলমারির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকলে কষ্ট হবে। তার চেয়ে খাটের নীচে লুকোনোই ভাল। উঁচু খাট। শুতেও পারবে, বসতেও পারবে নীচে।

—নাঃ, পছন্দ হল না। মান্ধাতার আমল থেকে সবাই খাটের

BanglaBook.org

নীচে লুকোয়। নতুন কোন জায়গা নেই ?

চন্দ্রকান্ত হতাশ হয়ে এদিক ওদিকে তাকায়। আর আছে ওর পড়ার টেবিল। ধরা পড়ে যাবে শিবু।

অগত্যা খাটের নীচে আশ্রয় নেয় সে। ওরা চিলেকোঠায় একটা শব্দ শোনে।

চন্দ্রকান্ত বলে—ওরা বোধহয় এসে গেল। আজ মনে হচ্ছে মাল সরিয়ে ফেলবে।

—ওপরে পার্থ গিয়েছে।

—ও। কিন্তু শব্দ করছে কেন ?

—হাত থেকে কিছু পড়ে গিয়েছে হয়ত।

ওরা যখন এইসব কথা বলছে তখন পার্থ ঘরের লাইট জ্বালিয়ে একটা পেটি নামিয়ে নিতে গিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। সে কিছুক্ষণ চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে শিবু পিন্টু আর চাঁদু নিশ্চয় শুনতে পেয়েছে। তবে ডাইনি বুড়ির শ্রবণশক্তি চোখের দৃষ্টির মত ক্ষীণ কি না জানে না।

একটু পরে একটা লোহার পাত খুঁজে নিয়ে সেই পেটির কাঠের ঢাকনার নীচে ঢুকিয়ে চাড় দেয়। বেশ শক্ত। তবু কয়েকবার চেষ্টা করতেই ঢাকনাটা উঠে আসে পেরেক সমেত। পার্থ স্তব্ধ হয়ে দেখে পেটি-ভর্তি নানান ধরণের হাত খড়ি। সে তাড়াতাড়ি ঢাকনা বন্ধ করে পেটিটা যেখানে ছিল সেখানে তুলে রাখে।

যদিও পার্থ লাইট জ্বালাবার আগে ঘরের জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছিল তবু মনে মনে একটা আশঙ্কা ছিল বাইরে থেকে কারও নজরে পড়তে পারে। তাই এক পাশে সযত্নে রেখে দেওয়া পেটিটা সে খুলেই লাইট নিভিয়ে দেবে ভেবে।

কিন্তু তার আগেই পেছন থেকে একজন বলে ওঠে—ঢের হয়েছে।

পার্থ ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে অত্যন্ত ছিপছিপে অথচ বিশ্রী রকমের লম্বা একটা লোক ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পার্থ বলে—আমি—

—চুপ। কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। আমি কৈফিয়ৎ চাইনি। এ ঘরে যে ঢোকে, তার কৈফিয়তের দরকার হয় না। তার লাশ ভাসে

BanglaBook.org

গঙ্গায়।

পার্থ বুঝতে পারে লোকটার কাছ থেকে নিস্তার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সে ইচ্ছে করেই আপন মনে বিড়বিড় করে।

—কি বললি ?

—বলছি কৈফিয়তের যখন দরকার নেই, তখন তো চুকেই গেল।

—তোর সাহস তো কম নয়।

—সাহস আবার কি। লাশ ভাসবে গঙ্গায়, জেনেই তো গেলাম। কিন্তু খুন করা হবে কোথায় ? রক্তটক্ত পড়বে, পুলিশের কুকুর আসবে। কত ঝামেলা।

তোকে খুন করতেই হবে। তুই আমাদের স্টোর রুমের খবর জেনে গিয়েছিস।

পার্থ একটু হেসে ওঠে।

—হাসলি যে ?

—আমি একা নাকি ? তুমি কি ভাবছ, এই শত্রুপুরীতে ঢুকেছি কাউকে না জানিয়ে ?

সেই সময় দেখা গেল পিন্টু হুমড়ি খেয়ে তার পায়ের কাছে পড়ে যায়। কে যেন গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিল।

দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে, কালুগুণ্ডা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। চোখ দুটো জ্বলছে তার। ট্রাউজারের পকেট উঁচু উঁচু। পিস্তল বা রিভলভার থাকতে পারে।

ছিপছিপে ঢ্যাঙা লোকটা কালুকে বলে—ওরা নাকি বাইরে কাউকে জানিয়ে এসেছে গুরু।

—তাই নাকি ? তাহলে বেশী দেরি করা যায় না। দুটো বস্তা বের কর। ওদের মেরে ফেলে বস্তায় ভরে মালের সঙ্গে পাচার করতে হবে। তাড়াতাড়ি হাত লাগা।

—বস্তা রয়েছে নীচের ঘরে।

—যা নিয়ে আয়।

ঠিক সেই সময়ে ঘরের বাতিটা নিভে যায়।

কালু দাঁত চেপে বলে—লোড শেডিং-এর টাইম পেল না। যা, দাঁড়াস না।

লোকটা বাইরে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই অস্ফুট আর্তনাদ

BanglaBook.org

করে ওঠে। সে একেবারে দোতলায় বারান্দায় গিয়ে পড়ে। মাথায় চোট পায়। বেহুঁশ হয়ে যায়। হাতের ছোরা অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ছিটকে যায়।

আসলে লোড শেডিং হয় নি। ঢ্যাঙা লোকটা এবং তারপরে কালু গুণ্ডা চিলেকোঠায় উঠে গেলে চন্দ্রকান্ত সেই খবর শিবুকে দেয়। শিবু তখন মেন সুইচের হদিশ জেনে নিয়ে সেটা নীচে নামিয়ে অফ্ করে দেয়। তারপর শিবু ওপরে উঠে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ওৎ পেতে থাকে। ঢ্যাঙা লোকটা সিঁড়ির কাছে যেতেই সেই বিখ্যাত লেংগি। লোকটা মাথা নীচের দিকে করে সোজা গিয়ে পড়ল দোতলার বারান্দায়।

শিবু ফিসফিস করে বলে—এটাকে তোর ঘরে বন্দী করে রাখতে হবে। আয় তো ধরাধরি করে নিয়ে যাই। একখানা লাশ।

ওরা লোকটাকে ঘরের মধ্যে রেখে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেয়।

—এবারে চল ওপরে। কালুটাকে শিক্ষা দিই।

—পাগল হয়েছ? ও সাংঘাতিক। গায়ে অসম্ভব জোর।

—আমার কাছে গায়ের জোর খাটবে না। চল তো।

—ওর কাছে পিস্তল থাকে সব সময়।

—নাঃ, তুই বড্ড নাকে কাঁদিস। এই জন্যেই তোর এই দশা। এভাবে মরে বেঁচে থেকে লাভ আছে? বেটার ডাই এনাল ওয়ানস। তুই আবার ইংরিজি বুঝবি না।

ওরা ওপরে উঠে যায়।

শিবু ফিসফিস করে বলে—ওপরের ঘরে শিকল আছে তো তোর ঘরের মত?

—আছে।

—তুই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবি। যদি সুযোগ হয় তোকে শিকল তুলে দিতে বলব। তুই সংগে সংগে তুলে দিবি। একটুও দেরী করবি না। বুঝলি?

চন্দ্রকান্ত একটু দম নিয়ে বলে—আচ্ছা।

—হাঁফাচ্ছিস কেন?

—এত সাহসী কোনদিন হইনি কি না।

—ঠিক আছে। ঘাবড়াবি না।

BanglaBook.org

শিবু সামান্য একটু হোঁচট খায়। ঘরের ভেতর থেকে সেই শব্দ শুনে কালুগুণ্ডা বলে ওঠে—বস্তা পেয়েছিস পণ্ডা ?

—ইয়েস।

—কি বললি ?

—ই—য়েস। পার্থ পিণ্টু রান। আই শ্যাল লেংগি হিম।

পার্থরা অন্ধকারের মধ্যে ছোটে। একটা ছোট্ট পেটি তুলে নিয়ে কালুর মুখে ছুঁড়ে দেয়। সে সামলে নিয়ে পিস্তল বের করার আগেই শিবুর মোক্ষম লেংগি খেয়ে উল্টে পড়ে।

ওরা বাইরে এলে শিবু চিৎকার করে ওঠে—শিকল তুলে দে চাঁদু।

চাঁদু শিকল তুলে দেয়।

ঘরের ভেতরে যেন বাঘের গর্জন।

পিণ্টু বলে—পিস্তল চালিও না কালু। আওয়াজে লোক জড়ো হবে।

পার্থ বলে—তোরা পাহারা দে কালুকে। কিন্তু আর একটা কোথায় গেল।

শিবু বলে—হি ইজ অলসো ক্যাপটিভ।

—কোথায় ?

—চাঁদুর ঘরে।

—দারুণ কাণ্ড করেছিস তো। সত্য স্যার শুনলে পনেরো দিন তোর জুলপী টানবেন না। দেখে নিস।

—সে সব পরের কথা। নাও হোয়াট টু ডু ?

—তোরা দুই দরজা পাহারা দে। আমি ছুটে গিয়ে ওয়াটগঞ্জ থানায় খবর দিচ্ছি।

পিণ্টু বলে—যথা আজ্ঞা দেব।

শিবু বলে ওঠে—যাঃ ওটা সংস্কৃত ভাষা নয়। শ্রেফ বাংলা। সবাই জানে।

চাঁদু বলে—লাইট জ্বালাব ?

পার্থ বলে—ঠিক দশ মিনিট পরে জ্বালাস। আমি ভেবেছিলাম এটা লোড শেডিং।

পার্থ চলে যায়। চাঁদুর ঘরের ছিপছিপে লোকটার বেহুঁশ

BanglaBook.org

ভাব কেটে যায়। সে সজোরে দরজা ঝাঁকাতে থাকে। মনে হতে থাকে, দরজা ভেঙে পড়বে। দেহে প্রচণ্ড শক্তি।

পিণ্টু বলে—ওসব করে লাভ হবে না। লোক জুটবে। তাদের হাতে ধোলাই খেতে হবে। চুপচাপ থাক। পুলিশ এল বলে।

—তোদের দেখে নেব।

—বস্তায় ভরে লাশ ফেলবে না গঙ্গায়?

—হ্যাঁ। একদিন মওকা মিলবে।

ওদিকে কালুও জোরে দরজা ঝাঁকায়!

শিবু চাঁদুকে বলে—কি রে তোর ভয় করছে?

চাঁদু বহুদিন পরে সহজ হেসে বলে—না, আমার একটুও ভয় নেই। শুধু একটা ভয় আছে।

—কি?

—বাবা, বাইরে আছে। ফ্যান্সি মার্কেটে অপেক্ষা করছে। এদের যেতে দেরি হলে চলে আসবে।

—তার আগে পুলিশ এসে যাবে। কালুর সঙ্গে আলাপ কর।

চাঁদু হাসে।

কথা বলতে বলতে প্রায় দশ মিনিট কেটে যায়।

শিবু বলে—যা চাঁদু লাইট অন করে দে এবারে। নেতার হুকুম।

চাঁদু লাইট অন করেই থামে না। বাড়িতে ওপরে নীচে যত লাইট আছে সব জ্বালিয়ে দেয়। ঝলমল করে ওঠে বাড়িটা।

ডাইনি বুড়ি কালুদের আসা জানত। কিন্তু পার্থরা কখন এসেছে টের পায়নি। চাঁদু লাইট জ্বালালে মানদা ভয় পেয়ে যায়।

—কে জ্বালালো।

—আমি।

—তুই মরবি নাকি?

—না, আমি কেন মরব? মরবে তোমার কালু গুণ্ডা। পুলিশ এল বলে। তুমি সদর দরজা খুলে দিও।

—এসব তুই কি বলছিস? সত্যি কথা তো?

—হ্যাঁ। নির্জলা সত্যি। এখন আর ভয়ে কুঁকড়ে থাকব না।

—কারা এমন কাণ্ড করল। যাদের কথা বলেছিলি?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ গো। আমি ওপরে চলি। তুমি দরজা খুলে দিও।

একটু পরে থানার পুলিশ আসে। ওয়ারলেশ আসে। লালবাজার থেকে কত ফোর্স আসে। পাড়ার ঘুম ভাঙে যেন। সবাই এসে দাঁড়ায় চাঁদুদের বাড়ির সামনে।

সেই সময় শীতাংশু বাগচী হন্তদন্ত হয়ে এসে বাড়ির সামনে পুলিশ দেখে পেছনে হটতে থাকে।

পাড়ার একজন বলে ওঠে—একি শীতুদা, আপনার বাড়িতে পুলিশ, আর আপনি চলে যাচ্ছেন? তাই কখনো হয়? চলুন।

শীতাংশু বলির পাঁঠার মতন লোকটির সঙ্গে নিজের বাড়িতে গিয়ে ঢোকে।

পুলিশ ততক্ষণে নীচের ঘরের আর চিলেকোঠার বিপুল চোরাই জিনিষপত্র দেখে ফেলেছে। দেখে তারাই হতভম্ব। অধিকাংশই ডক থেকে কিংবা গঙ্গার জাহাজ থেকে চুরি করা হয়েছে। বাইরের জিনিষও আছে হয়ত। কালু আর সেই ঢ্যাঙা লোকটার হাতে হাতকড়া।

একজন সিপাই বলে—এতদিনে তোকে হাতে নাতে ধরা গেল রে কালু। উঃ, কত জ্বালাই জ্বালিয়েছিস। চোখের সামনে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে পায়চারী করতিস আর ট্যারা চোখে চাইতিস। আমাদের গা জ্বালা করত।

কালু মাথা নীচু করে থাকে।

—তোর এই চ্যালাটার নাম কি যেন? পঞ্চা না?

সেই সময় পাড়ার লোকেরা বাড়ির মালিককে থানার ও সি'র সামনে এনে হাজির করে।

—এই যে স্যার, ইনি হলেন এ বাড়ির কর্তা। সত্যি বলতে, আমরা সন্দেহ করতাম অনেকদিন থেকে। শীতুদাকে আভাসও দিয়েছি। উনি উলটে কালু গুণ্ডার ভয় দেখাতেন। কালুর কথা শুনে কার না ভয় হয়। হাসতে হাসতে খুন করতে পারে ও।

—কি মশায়, এঁরা কি বলছেন। আপনি তো এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতেন না, তাই না বাগচী মশায়?

—ঠিক বলেছেন স্যার।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে ধমকে ওঠেন ও. সি—চোপ। নির্লজ্জ

BanglaBook.org

কোথাকার। এই পার্থ আমাকে বলেছে, আপনারা দুজনে মিলে আপনার নিজের ছেলের ওপর কী অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছেন দিনের পর দিন।

সেই সময় মানদা এসে দাঁড়ায় ভীড়ের মধ্যে। ও. সিকে প্রশ্ন করে —এদের কতদিন জেল হবে বাবু সাহেব?

—আগে আদালতে যাক। তারপরে তো বোঝা যাবে।

—তবু, কতদিন হতে পারে?

—তিন চার বছর তো বটেই।

—আর খুন করলে?

—ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন জেল।

—তাহলে খুন না করলে, আবার ফিরে এসে ছেলেটার ওপর অত্যাচার করবে?

ও. সি চুপ করে থাকেন।

শীতাংশুকে দেখিয়ে দিয়ে মানদা বলে—ওকে আমি নিজের বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছি। সেই দুধে ছিল বিষ। তাই ও অমানুষ হয়েছে। ওর বাবা ছিলেন দেবতুল্য মানুষ। তাহলে খুন করলে ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন? তাই বললেন তো?

—হ্যাঁ। আপনি শীতাংশু বাবুর স্ত্রীকে চিনতেন?

মানদা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। বলে—হ্যাঁ, সাক্ষাৎ দেবী ছিলেন। শয়তানের স্ত্রী দেবী।

—তিনি আপনাকেও না বলে চলে গিয়েছেন?

মানদা বলে—আমার সঙ্গে আসুন।

সবাই মানদাকে অনুসরণ করে। মানদা সোজা গিয়ে শীতাংশুর ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে। তার বিপ্রভ চোখেও যেন বিদ্যুৎ খেলে। সে পূজার বেদীর দিকে দেখিয়ে বলে—সেই দেবী এই বেদীর নীচে রয়েছেন।

সবাই চমকে ওঠে প্রথমে। তারপরে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

ও সি বলেন—তার মানে?

—কালু আর শীতাংশু মিলে তাঁকে খুন করে এখানে শুইয়ে দিয়ে রাতারাতি বেদী গেঁথে ফেলে। একমাত্র আমি জানি। চন্দ্রকান্তও জানে না, তার মা কোথায় গিয়েছেন।

BanglaBook.org

চন্দ্রকান্ত ছুটে এসে বেদীর ওপর আছড়ে পড়ে—মাগো।

উপস্থিত সবার চোখ সজল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শীতাংশুর প্রতি ঘৃণায় সবার নাক মুখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

মানদা বলে—সেদিনের পর থেকে একে আমি ঘেন্না করি।

চন্দ্রকান্তের মায়ের সৎকার সুচারু রূপে সম্পন্ন হল। থানার ও সি থেকে শুরু করে পাড়ার সবাই ছিল শ্মশানযাত্রী। শ্রাদ্ধেও উপস্থিত ছিল সবাই।

পার্থরা এতদিন ছিল তিন জন। এখন দলের চতুর্থ সদস্য হল চাঁদু। অল্প দিনের মধ্যে দারুণ চালু হয়ে উঠেছে। চেহারাও আগের মত খোলতাই হয়ে উঠেছে। তার আবার হিন্দি বলার দিকে প্রবণতা। যদিও ভাল ভাবে বলতে পারে না। তার ধারণা কাউকে আদেশ করতে হলে হিন্দি সব চাইতে উপযুক্ত মাধ্যম।

সেদিন সত্য স্যার চাঁদুর জুলপী টেনে দিলেন। জীবন সার্থক হয়ে গেল চাঁদুর। পাকাপাকি ভাবে দলভুক্ত হ'ল।

———

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG